ইনোভেশন পরিক্রমা

রাজশাহী বিভাগ

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা

প্রকাশনায়

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী

ইনোভেশন পরিক্রমা

রাজশাহী বিভাগ

প্রকাশকাল

জুন ২০১৮

সম্পাদনায়

জনাব মোঃ শাওগাতুল আলম

উপ-পরিচালক

স্থানীয় সরকার,রাজশাহী বিভাগ,রাজশাহী।

জনাব মোছাঃ নাছিমা খাতুন

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)

জনাব আসিফ আহমেদ

সিনিয়র সহকারী কমিশনার

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী

জনাব মোঃ মেজবাউল হোসেন

সিনিয়র সহকারী কমিশনার

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী

সার্বিক সহযোগিতায়

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সাবিক)

রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

জনাব শ্যাম কিশোর রায়

পরিচালক

স্থানীয় সরকার,রাজশাহী বিভাগ,রাজশাহী।

জনাব মোঃ জাকীর হোসেন

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি)

রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

জনাব মোঃ নূর-উর-রহমান

বিভাগীয় কমিশনার

রাজশাহী বিভাগ

প্রকাশনায়

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী

মুদ্রণ

দি বেঙ্গাল প্রেস

রাণীবাজার, রাজশাহী

ফোন: ০৭২১-৭৭৪৬১২ মোবাইল: ০১৭১২-৬৫৪৮৫৫

ক্রমিক নং	শিরোনাম	পৃ: নং
১.	বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন সার্কেল ২০১৬ উপলক্ষে প্রকাশনার কিছু কথা	৩
২.	গত ১৯/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগের বিভাগীয় পর্যায়ে 'ইনোভেশন সার্কেল' এ প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির বক্তব্য।	৪
৩.	রাজশাহী বিভাগের নাগরিক সেবায় ইনোভেশনের সার্বিক তথ্য জনাব মোঃ নূর-উর-রহমান, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী	৫
৪.	এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর ভূমিকা জনাব মো: আমিনুল ইসলাম, অতিরিক্ত বিভগীয় কমিশনার (সার্বিক), রাজশাহী	৬-৭
৫.	নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন জনাব মোঃ জাকীর হোসেন, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী	৮-১১
৬.	রাজশাহী জেলার ইনোভেশন ও সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত তথ্য জনাব এস.এম. আব্দুল কাদের, জেলা প্রশাসক, রাজশাহী	১২-১৩
৭.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন ইনোভেশন ও সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত তথ্য জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৪-১৫
৮.	নওগাঁ জেলার ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা প্রশাসক, নওগাঁ	১৬-১৭
৯.	নাটোর জেলার বিভিন্ন দপ্তরের ইনোভেশন ও সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন জনাব শাহিনা খাতুন, জেলা প্রশাসক, নাটোর	১৮-১৯
১০.	বগুড়া জেলার ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, জেলা প্রশাসক, বগুড়া	২০-২৪
১১.	জয়পুরহাট ইনোভেশন ও সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত কার্যক্রম বিররণী জনাব মোহাম্মদ হোসেন মোকাম্মেল হক, জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট	২৫-২৬
১২.	পাবনা জেলার ইনোভেশন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন, জেলা প্রশাসক, পাবনা	২৭-২৮
১৩	সিরাজগঞ্জ জেলার উদ্ভাবনী ধারণা জনাব কামরুন নাহার সিদ্দিকা, জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ	২৯-৩০
১৪.	রাজশাহী বিভাগের কয়েকটি সফল পাইলট প্রকল্প	৩১
ক.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, মহাদেবপুর, নওগাঁ	৩১-৩২
খ.	সহকারী কমিশনার (ভূমি), পাবনা সদর, পাবনা	৩৩-৩৪
গ.	উপজেলা সমবায় অফিসার, নাটোর সদর, নাটোর	৩৫-৩৮
ঘ.	জেলা প্রশাসন নাটোর ও সহকারী কমিশনার (ভূমি), লালপুর, নাটোর	৩৯
ঙ.	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, পুঠিয়া, রাজশাহী	৪০-৪২
চ.	গোদাগাড়ী উপজেলায় সরকারি খাস পুকুর ইজারা	৪৩
ছ.	গোদাগাড়ী উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ	৪৪
জ.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা প্রশাসনে সেবাভিত্তিক সিটিজেন চার্টার	৪৫
ঝ.	উপজেলা কৃষি অফিসার, জয়পুরহাট সদর জয়পুরহাটের ই-কৃষির ব্যবহার	৪৫
ঞ.	সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, বগুড়া সদর, বগুড়া	৪৬
ট.	মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ইনোভেশন	৪৭-৪৮
ঠ.	প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ইনোভেশন	৪৯-৫০
ড.	রাজশাহী বিভাগের জেলাভিত্তিক উদ্ভাবন/পাইলট প্রকল্পসমূহ	৫১-৬৬

বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন সার্কেল ২০১৬ উপলক্ষ্যে প্রকাশনার কিছু কথা

জনগণের দোরগোড়ায় ই-সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের যৌথ উদ্যোগে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রাজশাহীর আয়োজনে নাগরিক সেবা প্রদানের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনী সক্ষমতা ও রাজশাহী বিভাগের চলমান নাগরিক সেবায় উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে গত ১৯/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে বিভাগীয় পর্যায়ে 'ইনোভেশন সার্কেল' রাজশাহী সার্কিট হাউসে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত বিভাগীয় ইনোভেশন সার্কেল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এন এম জিয়াউল আলম, ভারপ্রাপ্ত সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। আরও উপস্থিত ছিলেন জনাব মানিক মাহমুদ, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও এ বিভাগের বিভাগীয় ইনোভেশন টিমের সদস্য, নির্বাচিত বিভাগীয় দপ্তর প্রধান, মেন্টর, স্বাস্থ্য ও বিআরটিএ বিষয়ক উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগ গ্রহণকারী, ০৮ জেলার জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (আইসিটি), নির্বাচিত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউডিসি উদ্যোক্তা, সেবাগ্রহিতা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, সাংবাদিকবৃন্দ এবং সেরা ০৫ জন ইনোভেশন এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তকর্মকর্তাসহ মোট ৭২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহী বক্তব্য রাখেন। পরবর্তীতে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের গৃহীত উদ্ভাবনী বিষয়সমূহ উপস্থাপন করা হয় । প্রধান অতিথি, বিভাগীয় কমিশনার এবং অতিথিদের বক্তব্য ও বিভিন্ন উপস্থাপনার সারসংক্ষেপ একইসূত্রে গ্রন্থিত করার প্রচেষ্টার ফল এ সংকলন।

গত ১৯/০৩/২০১৬ খ্রি. তারিখে এ বিভাগের বিভাগীয় পর্যায়ে 'ইনোভেশন সার্কেল' এ প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির বক্তব্য।

জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব

ইনোভেশন সার্কেলের প্রধান অতিথি প্রথমে সংশ্লিষ্ট সকলকে এই ইনোভেশন সার্কেলের আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং মাঠ পর্যায়ে ইনোভেশন কার্যক্রমগুলোকে রেপ্লিকেশন করার বিষয়ে গুরুত্ব দেন। প্রতিটি বিভাগে 'জনবান্ধব ভূমি অফিস' বিষয়ক উদ্ভাবনী উদ্যোগ কার্যক্রম অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)কে বেশি বেশি তদারকি করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জনগণের সমস্যার কথা ফেসবুক, সোশ্যাল মিডিয়া ইত্যাদি মাধ্যমে কুইক রিসিভ করে তা প্রতিকারের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান করেন। উদ্ভাবনী উদ্যোগ কার্যক্রমে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে কাজ করার জন্য জেলা প্রশাসকগণকে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্যও নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন উদ্ভাবন হচ্ছে কোন পদ্ধতির সহজীকরণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পূর্বের চেয়ে কম সময়ে কম খরচে এবং সহজতর প্রক্রিয়ায় জনগণ সেবা পায় বা জনগণকে সেবা দেয়া যায়। তিনি আরো বলেন আমাদের উন্নয়নের স্বার্থে প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, জনগণের হয়রানি বন্ধ করতে হবে। তিনি বিভাগীয় কমিশনারকে তার বিভাগের সকল উদ্যোগগুলোকে অন্যান্য অফিসগুলোতে রেপ্লিকেশনের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ নিয়মিতভাবে ফলোআপের নির্দেশনা দেন। সর্বশেষে তিনি বিভাগীয় ইনোভেশন সার্কেল সফলভাবে পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

জনাব এন এম জিয়াউল আলম, সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

সরকারের সকল দপ্তরে আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ ও মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাকে উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করে দেশ ও জনগণের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন বাংলাদেশে বিশ্বের সবচেয়ে বড় জাতীয় ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, যে কোন ইনোভেশন বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের বাঁধা আসবে। তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে সে সব বাঁধাকে পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগ সফলতার দাবীদার যেন ব্যক্তিগত না হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন। তিনি বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে "রূপকল্প ২০২১"-এ আগামী এক দশকে বাংলঅদেশকে ক্ষুধা,বেকারত্ব ও দারিদ্র্যমুক্ত করার লক্ষে ২০১২ সালে প্রণীত হয়েছে "জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল"(National Integrity Strategy-NIS)।রাষ্ট্র ও সমাজে সুশাসন নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে ও কৌশলপত্রে ১০টি রাষ্ট্রীয় ও ৬টি অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করো হয়েছে।চিহ্নিত এ প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রেক্ষাপট ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিতকরণ, শুদ্ধাচার নিশ্চিতকরণের প্রতিষ্ঠানসমূহের লক্ষ্য নির্ধারণ; লক্ষ্য অর্জনে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ সন্নিবেশকরণ; এবং সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

জনাব মানিক মাহমুদ, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

ইনোভেশন সার্কেলে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষণীয় বিষয়ক উপস্থাপনা করেন জনাব মানিক মাহমুদ, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট, এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। তিনি উদ্ভাবনী চর্চা বিষয়ে সকলকে প্রাথমিক ধারণা দেন। এ পর্যন্ত এ বিষয়ে অর্জন ও সাফল্য সর্ম্পকে বক্তব্য রাখেন। তিনি উদ্ভাবনী চর্চা বিকাশে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের তথা সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ তুলে ধরেন। জনবান্ধব ভূমি অফিস উদ্ভাবনী উদ্যোগটি রেপ্লিকেশন করার জন্য মুখ্য সচিব মহোদয় স্বাক্ষরিত কমিটি গঠন করা হয়েছে মর্মে তিনি জানান। রাজশাহী বিভাগের ভূমি অফিসগুলোর আদলে অন্যান্য বিভাগের ভূমি অফিসগুলো গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজশাহী বিভাগীয় কমিটিকে রাজশাহী বিভাগের ভূমি অফিসগুলো নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র তৈরীর অনুরোধ জানান। বিআরটিএর সকল অফিসে ফেসবুক পেজ খোলার বিষয়ে অনুরোধ করেন ও রুরাল সিটিজেন জার্নালিজম বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ে ভূমি, বিআরটিএ এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক উদ্ভাবনী প্রকল্পের রেপ্লিকেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানান। তিনি বরিশালের চেলখাল উদ্ধার ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও টাঙ্গাইলের লৌহজং খাল উদ্ধার অভিযানে সিটিজেন জার্নালিষ্ট গ্রুপ, সোশাল মিডিয়া ও পাবলিক সার্ভিস ইনোভেশন বাংলাদেশ ফেসবুক গ্রুপের ভূমিকা উল্লেখ করেন। তিনি আশা করেন, জনপ্রশাসন এবং নাগরিক সাংবাদিকতা (সিটিজেন জার্নালিজম) এ দুই স্রোতধারা মিলে জনবান্ধব মাঠ প্রশাসন গড়ে তুলবে। এটুআই সেতুবন্ধনের ভূমিকায় থাকবে।

রাজশাহী বিভাগের নাগরিক সেবায় ইনোভেশনের সার্বিক তথ্য

জনাব মোঃ নূর-উর-রহমান

বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী

তিনি বলেন এ বিভাগের জেলা ও উপজেলাসমূহে গত ২০১৪ সাল হতে এ পর্যন্ত ১৬ টি ব্যাচে ৩০ জন করে প্রায় ৪৮০ জন কর্মকর্তা ০৫ দিনব্যাপী নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছেন। রাজশাহী বিভাগ হতে প্রায় ১৫২ জন কর্মকর্তা উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে কাজ করছেন। সেখান থেকে এটুআই কর্তৃক তালিকাভুক্ত এবং সেখানে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মোট ৬২টি পাইলট প্রকল্প গৃহীত হয়েছে এর মধ্যে ১২ টি প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বাকি পাইলট প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে । ২০১৬ সালে বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানদের নিয়ে ৬০ জনের ০২ দিনব্যাপী মেন্টরিং বিষয়ক ০২টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মেন্টরগণ মাঠ পর্যায়ে উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্পগুলো নিয়মিত মনিটরিং করছেন।

তিনি আরো বলেন, গত ১৮/০৯/২০১৭ তারিখে বিভাগীয় ইনোভেশন টিমের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ভবিষ্যতে উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে **'গ্রীন ইকোনোমি' ও 'ইলেকট্রনিক বর্জ্য'** ব্যবস্থাপনার বিষয়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন টিম রয়েছে এবং এই টিমের ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে । প্রতি বছর বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন সার্কেল অনুষ্ঠিত হয় সেখানে এ বিভাগের সেরা উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণকে ইনোভেশন এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়ে থাকে। ইনোভেশন টিমের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, ইনোভেশন সংক্রান্ত ০১টি প্রকাশনা এই অর্থ বছরে বের করতে হবে। সেখানে রাজশাহী বিভাগের সকল দপ্তরের সেরা উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্পগুলো স্থান পাবে।

তিনি বলেন, নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়সহ বিভাগের সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ফেসবুক পেজ খোলা হয়েছে। ফেসবুক পেজে যাবতীয় সরকারী কর্মকান্ডের তথ্য যেমন থাকছে তেমনি নাগরিক সেবা গ্রহণকারীরা যে কোন সমস্যার বিষয়ে তাদের মন্তব্য পোস্ট করতে পারছেন। ফলে নাগরিক সেবা প্রদান দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে।

তিনি বলেন, গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে 'জনবান্ধব ভূমি অফিস' বিষয়ক সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপের প্রেক্ষিতে এ বিভাগের প্রতিটি উপজেলা ভূমি অফিসকে পবা উপজেলা ভূমি অফিসের আদলে গড়ে তোলার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয় এবং পর্যায়ক্রমে এ বিভাগের ভূমি অফিস জনবান্ধব ভূমি অফিসরূপে গড়ে তোলা হয়েছে ।

তিনি বলেন, যে কোন ধরনের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে বিভাগীয় কমিশনারের উদ্যোগে সোশ্যাল মিডিয়া সংলাপ আয়োজনের বিষয়টি চলমান রয়েছে এবং বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহায়তায় বিভাগীয় কাইজেন সম্মেলনের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের সকল সহকারী কমিশনার (ভূমি) দেরকে তার নিজ কর্মস্থলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইনোভেশন প্রকল্প হাতে নেবার পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

তিনি বলেন, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাযালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সহযাগিতায় প্রত্যেক জেলায় উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি কম সময়ে, হয়রানীমুক্ত ও নির্ধারিত অর্থ ব্যয়ে সেবা দেওয়ার প্রত্যয় জেলা প্রশাসকরা ঘোষণা করেছেন। সরকারের এ ধরনের উদ্যোগের ফলে সকল সরকারি কর্মকর্তার মধ্যে গতানুগতিকতার পরিবর্তে নতুন আঙ্গিকে কাজ করার মনোভাব দেখা দিয়েছে। এর ফলে অত্যাধুনিক উদ্ভাবনী চর্চার মাধ্যমে নতুন নতুন আইডিয়া বাস্তবায়ন করে জনগণের সেবা সুনিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় তাদের কাযর্ক্রম নিবিড়ভাবে

মনিটরিং করে যাচ্ছেন। সরকারি কর্মকর্তারা উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়নের যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন তার মাধ্যমে নাগরিক সেবা সহজলভ্য করা সম্ভব হবে।

এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর ভূমিকা

জনাব মো: আমিনুল ইসলাম
অতিরিক্ত বিভগীয় কমিশনার (সার্বিক), রাজশাহী

নাগরিক-কেন্দ্রিক সরকারি সেবা উদ্ভাবন এবং ত্বরান্বিতকরণ

এটুআই হচ্ছে বিশ্বের প্রথম উদ্ভাবনী ল্যাব$^+$ যার প্রাথমিক লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশের সকল নাগরিকের জন্য সহজ, সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য মানসম্পন্ন সরকারি সেবা নিশ্চিত করা। এটুআই এর কৌশল হচ্ছে :

- সরকারি সেবা প্রদানে চ্যালেঞ্জসমূহের নাগরিক কেন্দ্রিক সমাধান উদ্ভাবনের জন্য সিভিল সার্ভেন্টসদেরকে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও বিশেষ জ্ঞান প্রদান করা।
- ভৌত অনলাইন ভিত্তিক ওয়ানস্টপ একসেস পয়েন্টস প্রতিষ্ঠা করা যা উদ্ভাবনী সেবাসমূহকে ত্বরান্বিত করবে এবং সেগুলোকে সকল নাগরিকের জন্য সহজ সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য উপায়ে সহজপ্রাপ্য করবে।
- সরকারী সেবা প্রদানকারীদের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, শিক্ষক ও যুবসম্প্রদায়সহ বেসরকারী ব্যাক্তিবর্গকে উৎসাহ ও সহগোগিতা প্রদান করা।

বাংলাদেশে সরকারী সেবায় উদ্ভাবনের মূল চ্যালেঞ্জসমূহ :

বাংলাদেশে সরকারী সেবা গ্রহণের জন্য নাগরিকদের অনেক দূরে (প্রায়ই অনেকবার) অধিক অর্থ খরচ করে যেতে হয় এবং সেবা পেতে অনেক বিলম্ব ও হয়রানীর শিকার হতে হয়। সেবা প্রদানের পদ্ধতি সেকেলে, কাগজ নির্ভর ও ম্যানুয়াল হওয়ায় সরকারকে ইতো:মধ্যে প্রশাসনিক ও পরিবহণ খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে।

অধিকন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া কেন্দ্রীভূত ও আমলাতান্ত্রিক হওয়ায় মধ্যম ও মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ সাধারণত সেবার মান ও সেবা প্রদান পদ্ধতির উন্নয়নে তাদের উদ্ভাবনী ধারণা প্রদানের সুযোগ পায়না। এছাড়াও তাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদান করা হয়না।

এটুআই এর অনন্য উদ্ভাবনী ল্যাব$^+$ মডেল

এটুআই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সরকারী সেবায় উদ্ভাবনী পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো প্রদানের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এটুআই এর অনন্য সাধারণ এবং শক্তিশালী উদ্ভাবনী ল্যাব$^+$ মডেল নিম্নবর্ণিত বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে

- 'সহানুভূতি' চর্চা
- 'টিসিভি' হ্রাস
- 'এসপিএস' এর মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ
- 'সার্ভিস ইনোভেশন ফান্ড' এর মাধ্যমে উদ্ভাবনের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান
- 'ইনোভেশন সামিট' এর মাধ্যমে উদ্ভাবন উদযাপন
- 'সবার জন্য সেবা' নিশ্চিত করতে সেবা প্রদানের প্লাটফর্ম তৈরি

উদ্ভাবনের প্রভাব, ফলাফল ও তার স্বীকৃতি

এটুআই এর প্রচেষ্টা হাজার হাজার সিভিল সার্ভেন্টসকে তাদের সেবা প্রদান পদ্ধতি নাগরিক কেন্দ্রীক করার জন্য ঢেলে সাজাতে এবং সারাদেশে বিশেষ করে মাঠপর্যায়ে উদ্ভাবনী প্রকল্প চালু করতে সমর্থ্য করেছে। এটুআই এর সহযোগিতায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতায় লক্ষাধিক সিভিল সার্ভেন্টস এবং হাজার হাজার ডিজিটাল সেন্টার এর উদ্যোক্তাকে ই-সেবা বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পূর্বের তুলনায় অনেক কম 'টিসিভিতে'- ৫ হাজার এর অধিক ডিজিটাল সেন্টার এবং ৪৩০০০ এর অধিক সরকারী অফিসকে ন্যাশনাল পোর্টাল এর মাধ্যমে একত্র করে গড়ে ৪.৫ মিলিয়ন সেবা গ্রহিতাকে সরকারী ও বেসরকারী শতাধিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আগে যে সেবা পেতে কয়েকবার ২০-৩০ কিলোমিটার দূরে জেলা সদরে সরকারী অফিসে যেতে হত সেসকল সেবা এখন ৩ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে পায়ে হেঁটে গিয়ে নিকটস্থ কোন ডিজিটাল সেন্টার থেকে গ্রহণ করতে পারছে। এখন সেবা প্রপ্তিতে গড়ে ৮৫% সময় ৬৩% খরচ এবং ৪০% ভিজিট কমে এসেছে। ২৩ টি সার্ভিসের উপর পরিচালিত জরিপে দেখা যায় সেবা সহজীকরণ ও ডিজিটাল পদ্ধতি হওয়ার ফলে নাগরিকদের অর্ধ বিলিয়ন ডলার অর্থ সাশ্রয় হয়েছে। এসকল পরিবর্তনের অনেকগুলোকে টেকসই এবং কার্যকর করতে এটুআই তথ্যভিত্তিক পলিসি সংস্কার এর জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকারি সেবায় উদ্ভাবনে বাংলাদেশের নেতৃত্ব আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। মালদ্বীপ এবং ভূটান সরকার তাদের নিজস্ব উদ্ভাবনী ল্যাব$^+$ তৈরি সহজতর করতে এটুআই এর সাথে একত্রে 'অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ' এর আয়োজন করেছে যা সাউথ-সাউথ কো-অপারেশনের এক উজ্জল দৃষ্টান্ত।

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাপনায় জনগণ-ই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করে থাকেন। সেক্ষেত্রে জনগণ'কে কিভাবে উত্তম সেবা প্রদান করা যায় তা জনপ্রতিনিধিরাই বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়ন করে থাকেন। সেখানে জনগণ কিভাবে উত্তম সেবা পাবেন সে বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বর্তমানে নতুন নতুন উদ্ভাবনীর মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ করে সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই সেবা প্রদান প্রক্রিয়া বিভিন্ন আইন-কানুনের সাথে ত্রুটিপূর্ণ থাকতে পারে। সেবা প্রদানকারী এবং সেবা গ্রহণকারী মধ্যে এক ধরণের অসন্তুষ্টি আছে। সেবা প্রদানকারী যখন অন্যক্ষেত্রে সেবা গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তখন তিনি সেবা প্রদানের বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছেন। এই সেবা প্রদানকারী যদি সেবা গ্রহীতার দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করে তাহলে এই অসন্তুষ্টি দূর করা সম্ভব হবে। এই অসন্তুষ্টি দূরীকরণে, প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে আমাদের একটি বিশাল দায়িত্ব রয়েছে। বর্তমানে সেবা গ্রহিতাদের অসন্তোষ দূরীকরণে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণকে স্বল্পসময়ে, স্বল্পখরচে, স্বল্পভিজিটে সেবা দেয়া হচ্ছে। এটি বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের ১ম উদ্যোগ, অর্থ্যাৎ সেবা প্রাপ্তিতে জনগণ'কে একটি সুবিধাজনক জায়গায় নেয়ার জন্য পদ্ধতিগত/আইনগত বা অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা দূর করে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের দোড়গোরায় সেবা পৌঁছানোর মহৎ উদ্দেশ্যেই হলো এটুআই এর মূল দর্শন।

ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ে অনেক বিভাগই বিভিন্ন উদ্ভাবনীর মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ করেছে। যার সুফল বর্তমানে জনগণ পেতে শুরু করেছে। তবে কিছু কিছু বিভাগ রয়েছে তাদের প্রচেষ্টা মাঠ-পর্যায়ে সন্তোষজনক নয় মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। দেশের অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সর্বশেষ, এ মর্মে আহ্বান করছি সকলকে, "আমাদের জন্মের সময় আমরা বাংলাদেশ'কে যেভাবে পেয়েছিলাম, আমাদের মৃত্যুর সময় যেন আমরা আরো সুন্দর উন্নত বাংলাদেশ রেখে যেতে পারি। মৃত্যুর সময় যেন আমাদের মনে হয় বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণ করে আমি ধন্য হয়েছি, আমার জীবন ধন্য হয়েছে।"

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এবং রুপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে এটুআই প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে।

<u>নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন</u>

জনাব মোঃ জাকীর হোসেন

অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি)

প্রাচীন কাল হতে চলে আসা জটিল ভূমি ব্যবস্থাকে সহজীকরণের মাধ্যমে নাগরিক সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তাঁর নির্দেশনায় রাজশাহী বিভাগে বেশ কিছু উদ্ভাবন কার্যক্রম গত ৩ বছর আগে থেকে শুরু হয় । বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহায়তায় বিভাগীয় কাইজেন সম্মেলনের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগের সকল সহকারী কমিশনার (ভূমি) দেরকে তার নিজ কর্মস্থলে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইনোভেশন প্রকল্প হাতে নেবার পরামর্শ প্রদান, গতানুগতিক মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিভাগীয় কমিশনারের সাথে সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের সরাসরি যোগাযোগ ও ভূমি অফিসগুলো আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে টিআর থেকে বরাদ্দ প্রদানসহ নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

(ক) লালসালুতে বাঁধাইকৃত নির্ধারিত ফরমের রেজিস্টার সংরক্ষণ। (খ) সুবিন্যস্ত রেকর্ডরুম তৈরী হয়েছে। (গ) সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ। (ঘ) উদ্ভাবনী উদ্যোগ বিষয়ে কর্মশালা। (ঙ) নিয়মিত (রাজস্ব কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ। (চ) ভূমি সেবা সপ্তাহ পালন । (ছ) সহকারী কমিশনার (ভূমি)’র সরাসরি গ্রাহকের নিকট উপস্থিতি নিশ্চিত করা হচ্ছে । (জ) কার্যকর পরিদর্শনের মাধ্যমে সঠিকভাবে সেবাপ্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে। (ঝ) ইনোভেশন বিষয়ে সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা। (ঞ) ফ্রন্ট ডেস্ক স্থাপন। (ট) অনলাইনে ভূমি সেবা। (ঠ) সিটির্জেন চার্টার স্থাপন। (ড) গণশুনানী এসিল্যান্ড সরাসরি গ্রহণ করছেন। (ঢ) ফেসবুক ও মোবাইলের মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি। (ণ) লিফলেট বিতরণ। (ত) এসিল্যান্ড অফিসের আঙ্গিনায় গ্রিভেশ রিফ্রমের ব্যবস্থা নিয়েছে। (থ) মিউটেশনের আবেদন সরাসরি এসিল্যান্ড গ্রহণ করছে ফলে দুর্নীতি কম হচ্ছে।

‘Innovation Award প্রদান

ক্র নং	**বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবী**	**উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম**	**জেলা**
১	**২**	**৩**	**৪**
১	মো: তৌফিক আল মাহমুদ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নাটোর	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), এর আদালতের বিবিধ মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ	নাটোর
২	স্বদেশ কুমার দাস সহকারী পরিচালক, (ইঞ্জি:) বিআরটিএ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রক্রিয়া সহজীকরণ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৩	মোহাম্মদ শাহাদৎ হোসেন সিদ্দিকী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	দ্রুত কৃষি ও তথ্যসেবা পদ্ধতি	সিরাজগঞ্জ

৪	মো: শাহাদাত হোসেন কবির সহকারী কমিশনার (ভূমি), পবা, রাজশাহী	সেবামুখী ও জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা বিনির্মাণে ইতিবাচক পরিবর্তনের পথে অগ্রযাত্রা	রাজশাহী
৫	ডা: গোপেন্দ্রনাথ আচার্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, পুঠিয়া, রাজশাহী	কমিউনিটিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা	রাজশাহী
৬	মো: আরাফাত রহমান সহকারী কমিশনার (ভূমি), বগুড়া সদর, বগুড়া	মিস কেস নিষ্পত্তি সহজীকরণ	বগুড়া
৭	প্রফেসর মহা: হবিবুর রহমান অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ	অন-লাইনে ভর্তি এবং ছাত্র-ছাত্রীদে সকল তথ্য অন-লাইন সিস্টেমে	রাজশাহী
৮	মো: আনোয়ার ইমাম উপজেলা নির্বাহী অফিসার,নন্দিগ্রাম, বগুড়া	ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিভিন্ন ভাতা প্রদান	বগুড়া
৯	মুহা: শওকাত আলী সহকারী কমিশনার (ভূমি), পাবনা সদর, পাবনা	মিস কেস নিষ্পত্তি সহজীকরণ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনভোগান্তি লাঘব	পাবনা
১০	মো: লিয়াকত আলী শেখ সহকারী কমিশনার (ভূমি), পুঠিয়া,রাজশাহী	ফেসবুকর মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রদান	রাজশাহী
১১	জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ সাংবাদিক প্রথম আলো, রাজশাহীর প্রতিনিধি	জনবান্ধব ভূমি অফিস/সাংবাদিকতার জন্য	রাজশাহী
১২	জনাব সরকার অসীম কুমার সহকারী কমিশনার (ভূমি), নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	উদ্ভাবনী পাইলট উদ্যোগ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
১৩	জনাব সুলতান আব্দুল হামিদ অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী বিভাগ।	মেন্টর	রাজশাহী বিভাগ
১৪	জেলা প্রশাসন পাবনা	ফেসবুকের মাধ্যমে দ্রুত নাগরিক সমস্যা সমাধানে দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান	পাবনা
১৫	উপজেলা প্রশাসন মহাদেবপুর, নওগাঁ	স্থানীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগ	নওগাঁ
১৬	উপজেলা প্রশাসন ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট	স্থানীয় উদ্ভাবনী উদ্যোগ	জয়পুরহাট
১৭	জেলা প্রশাসন বগুড়া	ফেসবুকের মাধ্যমে দ্রুত নাগরিক সমস্যা সমাধানে দৃষ্টান্ত সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠান	বগুড়া

বিভাগীয় ইনোভেশন টিম/সার্কেল গঠন

১. বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী -আহবায়ক
২. অতিরিক্ত উপ মহা পুলিশ পরিদর্শক, রাজশাহী রেঞ্জ -সদস্য
৩. পরিচালক, স্থানীয় সরকার বিভাগ, রাজশাহী -সদস্য
৪. জেলা প্রশাসক (সকল), রাজশাহী বিভাগ -সদস্য
৫. প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন -সদস্য
৬. অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাজশাহী অঞ্চল -সদস্য
৭. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, রাজশাহী -সদস্য
৮. উপ পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, রাজশাহী -সদস্য
৯. উপ পরিচালক, প্রাণি সম্পদ অধিদপ্তর, রাজশাহী -সদস্য
১০. উপ পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল -সদস্য
১১. উপ পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল -সদস্য
১২. অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (উন্নয়ন ও আইসিটি), রাজশাহী বিভাগ -সদস সচিব

রাজশাহী বিভাগীয় ইনোভেশন টিমের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনাসমূহ প্রণয়ন:

ক্র: নং	প্রস্তাবিত বিষয়	বাস্তবায়নকাল		দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে পরিমাণগত বা গুনগত কী পরিবর্তন আসবে)	পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদন্ড)
		শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ			
১	উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ (০২ টি ব্যাচে কমপক্ষে ৬০ জন কর্মকর্তা)	জুলাই'১৭	জুন'১৮	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (আইসিটি)	স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা মূলক সেবা প্রদান করা	নতুন পদ্ধতিতে সেবা প্রদান সংক্রান্ত অফিস আদেশ, সনদ ও রশিদ
২	প্রতি বছর একটি করে বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন সার্কেলের আয়োজন	জুলাই'১৭	জুন'১৮	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (আইসিটি)	বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন সার্কেলের আয়োজন সম্পন্ন করা	বিভাগীয় পর্যায়ে ইনোভেশন সার্কেলের উপর প্রতিবেদন
৩	১। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সকল ইনোভেশন টিমকে সক্রিয়করণ ও প্রতি মাসের সভা নিশ্চিত করণ ২। বিভাগীয় পর্যায়ে কমপক্ষে ৩ টি সভা আয়োজন করা	জুলাই'১৭	জুন'১৮	সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (আইসিটি)	অধীনস্থ সকল ইনোভেশন টিমের নিয়মিত সভা আয়োজন করা	অধীনস্থ সকল ইনোভেশন টিমের নিয়মিত সভার কার্যবিবরণী ও ফলোআপ
৪	এ বিভাগের কর্মকর্তাদের উদ্ভাবনের স্বীকৃতি প্রদান এবং ইনোভেশন সার্কেলে কমপক্ষে ০৩ জন কর্মকর্তাকে এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা	জুলাই'১৭	জুন'১৮	সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (আইসিটি)	উদ্ভাবনী উদ্যোগের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে কাজে উৎসাহিত করা	স্বীকৃতি প্রদান করার অফিস আদেশ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজ পত্রাদি
৫	প্রতি বছর একটি ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রকাশনা প্রস্তুত	জুলাই'১৭	জুন'১৮	সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (আইসিটি)	ইনোভেশন সংক্রান্ত প্রকাশনা তৈরি করা	চূড়ান্ত প্রকাশনা
৬	প্রতিটি জেলায় কমপক্ষে ০১টি করে উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্প গ্রহণ	জুলাই'১৭	জুন'১৮	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (আইসিটি) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (আইসিটি)	জনদুর্ভোগমুক্ত, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা মূলক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যাবে	নির্ধারিত পাইলট প্রকল্পের সম্পনান্তে নির্দিষ্ট মানদন্ডের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা
৭	নাগরিক সমস্যা সমাধানের সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার বৃদ্ধি	জুলাই'১৭	জুন'১৮	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (আইসিটি) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (আইসিটি)	জনদুর্ভোগমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা মূলক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যাবে	সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আগত অভিযোগ নিষ্পত্তি ও উন্নয়নমূলক কাজের প্রচার
৮	উদ্ভাবনী পাইলট প্রকল্প নিয়মিত পরিদর্শন ও মনিটরিং বৃদ্ধি	জুলাই'১৭	জুন'১৮	অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (আইসিটি) ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (আইসিটি)	জনদুর্ভোগমুক্ত, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা মূলক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যাবে	নির্ধারিত মানদন্ডের সাথে তুলনামূলক পর্যালোচনা
৯	ই-টেন্ডার চালু	জুলাই'১৭	জুন'১৮	সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (আইসিটি)	প্রযোজ্যক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা মূলক সেবা প্রদান করা যাবে	কার্যালয়ের টেন্ডার কার্যক্রম শতভাগ ই-টেন্ডারের মাধ্যমে সম্পন্ন করা
১০	অনলাইন রেসপন্স সিস্টেম চালু	জুলাই'১৭	জুন'১৮	সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (আইসিটি)	স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সাথে নাগরিক সেবাপ্রদান করা সম্ভব হবে	ই-নথি এবং ই-মেইল, এসএমএস ও ফেসবুক এর মাধ্যম আবেদন ও অভিযোগ নিষ্পন্ন করণ

‘উদ্ভাবন সংস্কৃতি বিকাশে মেন্টরিং’

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম এর সহযোগিতায় ও এ কার্যালয়ের আয়োজনে এ বিভাগের ০২ টি ব্যাচে ৬০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

রাজশাহী বিভাগের জেলাসমূহে ইনোভেশনের তালিকা:

ক্রমিক	জেলার নাম	উদ্ভাবনী প্রকল্প গ্রহণকারীর সংখ্যা
১	রাজশাহী	৪৯ জন
২	চাঁপইনবাবগঞ্জ	২১ জন
৩	নাটোর	২০ জন
৪	নওগাঁ	১৭ জন
৫	বগুড়া	৩৪ জন
৬	জয়পুরহাট	১৪ জন
৭	পাবনা	১৮ জন
৮	সিরাজগঞ্জ	৫৮ জন
	সর্বমোট	২৩১ জন কর্মকর্তা

রাজশাহী জেলার ইনোভেশন ও সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত তথ্য

জনাব এস.এম. আব্দুল কাদের, জেলা প্রশাসক, রাজশাহী

রাজশাহী জেলায় ২০১৩ সাল হতে ইনোভেশন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। জেলা ও উপজেলায় ইনোভেশন টিম গঠনের মধ্য দিয়ে এ কাজের পথ চলা শুরু হয়। রাজশাহী জেলার ইনোভেশন টিম নিম্নোরূপ ০৮ সদস্য বিশিষ্ট।

(১) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, (শিক্ষা ও আইসিটি), রাজশাহী

(২) অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

(৩) সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী

(৪) বিভাগীয় প্রকৌশলী ফোন্স, বিটিসিএল, রাজশাহী

(৫) আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, রাজশাহী

(৬) জেলা শিক্ষা অফিসার, রাজশাহী

(৭) ইনচার্জ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী

(৮) সহকারী প্রোগ্রামার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, রাজশাহী।

প্রতি মাসে ইনোভেশন টিমের সভার আয়োজন করা হয়।

ইতোমধ্যে রাজশাহী জেলার বিভিন্ন দপ্তর হতে বেশ কিছু ইনোভেশন আইডিয়া পাওয়া যায়। তন্মধ্যে :

০১. জনাব মো: লিয়াকত আলী, সহকারী কমিশনার (ভূমি), পুঠিয়া, রাজশাহী এর “সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে নাগরিক সমস্যার সমাধান”

০২. জনাব রোতিকা সরকার, সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় পাসপোর্ট ও ভিসা অফিস, রাজশাহী এর “নাগরিকদের মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট এবং মেশিন রিডেবল ভিসা প্রদানের মধ্যে ডিজিটাল কার্যক্রম গ্রহণ”

০৩. জনাব মো: আরাফাত সিদ্দিকী, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, তানোর, রাজশাহী এর “নদী তীরবর্তী ভূমিহীন বেকারদের খাঁচায় মাছ চাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বীকরণ”

০৪. ডা. মো: সাঈদুল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরি: পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পুঠিয়া, রাজশাহী এর“Maternal and Child Health in community” অন্যতম।

এ সকল ইনোভেশনের মধ্যে “নদী তীরবর্তী ভূমিহীন বেকারদের খাঁচায় মাছ চাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাবলম্বীকরণ” আইডিয়াটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে পুরস্কৃত হয়।

এ ছাড়াও উপজেলা প্রশাসন হতেও ইনোভেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে যাতে করে জনসাধারণকে আরো সহজে, কম সময়ে সকল সেবা প্রদান করা সম্ভবপর হয়। যেমন :

(১) ভি.পি কেস নবায়ন সহজীকরণ,

(২) সরকারি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগণ সার্বিকভাবে পিছিয়ে থাকায় আইসিটি ক্ষেত্রে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনবল হিসেবে গড়ে তোলা,

(৩) জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রতিরোধে সমন্বিত সবজি খামার ও মৎস্য অভয়ারণ্য তৈরী,

(৪) ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদন ও ভার্টিক্যাল লেয়ারে সবজি উৎপাদন,

(৫) জনসাধারণের রক্তের গ্রুপ চিহ্নিত করে তাদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর ওয়েব পোর্টালে প্রদান,

(৬) হাট-বাজার ও জলমহাল ব্যবস্থাপনা,

(৭) মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে উপবৃত্তির টাকা প্রদান ইত্যাদি,

(৮) গর্ভবতী মায়েদের শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশ,

(৯) শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ প্রদান,

(১০) বিভিন্ন পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ,

(১১) গর্ভকালীন বিভিন্ন ধরণের বিপদ/ সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান।

(১২) উপজেলা ভূমি অফিস হতেও বেশ কিছু ইনোভেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(১৩) মিসকেস সেবাপ্রাপ্তি সহজীকরণ এবং যথাযথ শুনানীর মাধ্যমে দ্রুত কেস নিষ্পত্তি ও জন হয়রানি দূরীকরণ অনলাইনের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা প্রদান,

(১৪) খাস পুকুর ইজারা প্রদান অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ,

(১৫) রেজিস্টার-১৪ (স্থানীয় তদন্তের রেজিস্টার) অটোমেশনের মাধ্যমে সঠিক সময়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ,

(১৬) একটি পুকুরকে বহুমূখী ব্যবহার করে অধিক মুনাফা অর্জনের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়া,

(১৭) মাটির টানে নামক গণশুনানী কক্ষে নামজারী শুনানী গ্রহণ ও নিষ্পত্তি,

(১৮) হাট বাজারের চান্দিনা ভিটি একসনা বন্দোবস্ত নবায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ ইত্যাদি।

সোশ্যাল মিডিয়া কার্যক্রম (ফেসবুক)

- জেলা প্রশাসন রাজশাহী নামের ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে।
- জেলা প্রশাসক, রাজশাহী মহোদয়ের সকল সভার তথ্য, গৃহীত কার্যক্রম উক্ত পেইজে আপলোড করা হয়ে থাকে।
- সাধারণ জনগণ তাদের যে কোন সমস্যার কথা ফেসবুক পেইজে পোস্ট দিলে তার সমাধান দ্রুততার সাথে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

সহকারী কমিশনার (ভূমি), পবা, রাজশাহী সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের ভূমি সংক্রান্ত সমস্যাদির সমাধান এর পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন।

<u>চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাধীন ইনোভেশন ও সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত তথ্য</u>

জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান, জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

বতর্মান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের মাধ্যমে জনগণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অন্যতম পন্থা হলো ইনোভেশন। কারণ ইনোভেশনের মাধ্যমে যাবতীয় সেবা দ্রুততার সাথে প্রদান করা হয়। ফলে নাগরিক তার কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রীয় সেবা পায়। এজন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি দপ্তরকে ইনোভেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়নে করতে হবে। এছাড়া এটুআই প্রোগাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত নির্দেশনা মোতাবেক কার্য সম্পাদন অনুসরণ করা হয়।

১) <u>নামজারি প্রক্রিয়া সহজীকরণ:</u>

পূর্বের সমস্যা : নামজারির সাথে সম্পৃক্ত জনগণ সাধারণত সঠিক সময়ে তথ্য জানতে পারেন না। ফলে দালালদের চক্রান্তে নানামূখী হয়রানির শিকার হয়। শুনানীর তারিখ পরিবর্তন হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ জানতে পারেন না। নামজারি সংক্রান্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে সাধারণ জনগণ অবহিত নয় ইত্যাদি সমস্যা বিদ্যমান থাকায় জনগণ তার কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত হতো।

সমাধান প্রক্রিয়া: অনলাইনে আবেদন সম্পন্নকরণ, সফটওয়ারে ডাটা এন্ট্রিকরণ, এসএমএস প্রদান ও শুনানির তারিখ জানানো, ইউএলএ-দের অ্যালার্ম এসএমএস প্রদান করা হয়। প্রস্তাব/প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর চূড়ান্ত আদেশ এবং নামজারি ফি এস,এম,এস এর মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত করা হয়। এ প্রক্রিয়া চালু হওয়ার ফলে জনগণ ঘরে বসেই যথাসময়ে নামজারির তথ্য জানতে পারছেন এবং দ্রুত তার চাহিদা মোতাবেক সেবা পাচ্ছেন ।

2) <u>অডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে ভূমি সেবা সহজীকরণ:</u>

পূর্বের সমস্যা : সেবা মূল্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকা, ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান সম্পর্কে সচেতন না হওয়া, কোন কাজ কোথায় করতে হবে তা না জানা, সেবা প্রক্রিয়া স্পষ্টকরণের অভাব, দালালদের দৌরাত্ব ইত্যাদি সমস্যা বিদ্যমান ছিল।

<u>সমাধান প্রক্রিয়া</u> : ভূমি অফিসের বিভিন্ন সেবা প্রক্রিয়া ও সেবামূল্য সম্পর্কে স্ক্রীপ্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী'র সহযোগিতায় অডিও রেকর্ডিং প্রস্তুতপূর্বক নাচোল উপজেলার সকল ভূমি অফিস, রেল ষ্টেশন ও পাবলিক প্লেসে স্পিকারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে কোন অফিসে, কোন প্রক্রিয়ায়, কত সেবামূল্যে, কি কাজ হবে তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে সকল শ্রেণি-পেশার সেবা গ্রহীতাগণ ব্যানার/সাইন বোর্ড না পড়েও সহজেই ভূমি সংক্রান্ত জটিল বিষয় উপলব্ধি করতে পারবেন।

৩) <u>সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের এক মাসের মধ্যে পেনশন ও গ্রাচুইটি নিস্পত্তিকরণ :</u>

পূর্বের সমস্যা : শিক্ষকদের সনদপত্র, সার্ভিসবুক ও অন্যান্য কাগজপত্র সংক্রান্ত ভুলত্রুটি এবং পেনসন নিষ্পত্তির কোন নির্ধারিত সময় না থাকায় পেনশন প্রদান করতে ছয় মাস হতে এক বছর পর্যন্ত লেগে যায়।

সমস্যার সমাধান: শিক্ষকদের পূর্ণাঙ্গ ডাটা বেইজ তৈরি করে অবসরের ৩ মাস আগেই শিক্ষকদের মোবাইলে এস,এম,এস এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়। শিক্ষক তার প্রয়োজনীয় সকল কাগজ-পত্রাদি উপজেলা শিক্ষা অফিসার বরাবর দাখিল করবেন, অবসরের ৩০ দিন আগেই শিক্ষক

মূল সনদপত্র উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে দেখাবেন এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসার যাচাই করবেন। পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে উপজেলা শিক্ষা অফিসার, হিসাবরক্ষণ অফিসের সাথে সমন্বয় করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে ফাইল পাঠাবেন এবং পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন। প্রয়োজনে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার উর্ধ্বতন কর্তপক্ষের নিকট পাঠাবেন। পরিশেষে মোবাইলে এস,এম,এস এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষককে জানাবেন। ফলে সেবা গ্রহীতার সময় ও অর্থের অপচয় দু'টিই কম হবে ।

৪) **<u>ফ্রুট-ব্যাগিং প্রযুক্তি</u>:-** ফ্রুট-ব্যাগিং প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ বিষমুক্ত ও রপ্তানীযোগ্য আমের উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। ফ্রুট ব্যাগিং বলতে ফল গাছে থাকা অবস্থায় বিশেষ ধরণের ব্যাগ দ্বারা ফলকে আবৃত করাকে বুঝায় এবং এর পর থেকে ফল সংগ্রহ করা পর্যন্ত গাছেই লাগানো থাকে ব্যাগটি।

ব্যাগের ব্যবহার: রঙিন আমের জন্য এক স্তর বিশিষ্ট সাদা ব্যাগ এবং অন্য যে কোন আমের জন্য দুই স্তর বিশিষ্ট বাদামি রংয়ের ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দুই স্তর যুক্ত বাদামী রংয়ের ব্যাগ যে কোন আমকে রঙিন অর্থাৎ হলুদ করতে পারে।

ব্যাগিং করার সময়: আগাম ও মধ্যম জাতগুলির জন্য গুটির বয়স ৩৫ থেকে ৫৫ দিন, ফজলি, আশ্বিনা ও গৌড়মতি আমের জন্য গুটির বয়স ৬৫ দিন। ব্যাগিং করার সময় আমগুলির ওজন জাতভেদে ৭০ থেকে ১৪০ গ্রাম হতে হবে।

ব্যাগিং করার পূর্বে যে কাজগুলি করা জরুরি: ব্যাগিং করার পূর্বে আমগুলিকে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক একত্রে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। এরপর আমগুলি ভালভাবে শুকিয়ে গেলে তারপর ব্যাগিং করতে হবে। আমের গায়ে মরা ও শুকনা আম, উপপত্র, মূকুলের অংশবিশেষ লেগে থাকলে বা ব্যাগিং করতে অসুবিধার সৃষ্টি হলে তা পরিস্কার করতে হবে। ব্যাগের উপরের অংশ দুই পার্শ্ব হতে ভাঁজ করতে করতে মাঝ বরাবর আসতে হবে। এরপর সংযুক্ত তার দ্বারা ভালভাবে মুড়িয়ে দিতে হবে। কোন অবস্থায় যেন পানি বা অন্য কিছু প্রবেশ করতে না পারে।

ফ্রুট-ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করার কারণ: বালাইনাশকের ব্যবহার কমবে ৭০ থেকে ৯০ ভাগ। মাত্র ৩ বার স্প্রে করা প্রয়োজন হবে। কোন ধরণের প্রক্রিয়াজাতকরণ ছাড়াই বিদেশে রপ্তানী করা যাবে। সবচেয়ে কম খরচে উৎপাদন করা যাবে নিরাপদ ও বিষমুক্ত আম। সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পাবে জাতভেদে ১০ থেকে ১৪ দিন পর্যন্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় রেখে সংরক্ষণ এবং খাওয়া যাবে।

৫) <u>সোশ্যাল মিডিয়া</u> :

পূর্বের সমস্যা: জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বচ্ছ ধারণা ছিল না।

ফেসবুক পেজের মাধ্যমে সেবা প্রদান: প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই যুগে সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় যোগাযোগ মাধ্যম। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, মাদকদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফেসবুকের মাধ্যমে প্রাপ্তি ও তৎপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং গৃহীত ব্যবস্থা ফেসবুকের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তথ্য জনসাধারণকে জানানো হয় এবং এ সংক্রান্ত তাদের অভিযোগ/পরামর্শ পাওয়া গেলে সে মতে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া এবং গৃহীত ব্যবস্থা তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হয়। এর মাধ্যমে নাগরিক সমাজকে সরকারের সেবা প্রদানকারী দপ্তরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে জনগণের বিভিন্ন নাগরিক সমস্যা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সমাধান ও নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

নওগাঁ জেলার ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, জেলা প্রশাসক, নওগাঁ

প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত

স্থানীয় সরকার শাখা, জেলা প্রশাসকের কাযালয়, নওগাঁ গ্রাম আদালত গঠন ও এর ব্যবহার সংক্রান্ত '' প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত '' পুস্তিকা প্রকাশ ও অ্যান্ড্রোয়েড প্লাটফরমে গ্রাম আদালতঁ'' নামে অ্যাপস তৈরী **করা হয়**।

ইনোভেশনের বিবরণ ঃ জনাব মোহাঃ আব্দুর রফিক, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, নওগাঁ রচিত ''প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত'' বইটি গ্রাম আদালত নিয়ে ব্যক্তি উদ্যোগে একমাত্র বই। এটিই একমাত্র বই যাতে গ্রাম আদালত আইন ও বিধিমালাকে সহজ করে সকল শ্রেণির মানুষের বোধগম্য করে তোলা হয়েছে। আইনের ভাষা সুনির্দিষ্ট কাঠামোবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট ভাষায় রচিত। যে কারণে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের পক্ষে বইটি আত্মস্থ করা কঠিন । তাছাড়া বিভিন্ন বিষয় বিক্ষিপ্তভাবে বলা থাকায় স্বল্প শিক্ষিত মানুষ তা বুঝতে ব্যবহার করতে পারে না। সাধারণত দেখা যায় যে, গ্রাম আদালতের কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদে পরিচালিত হয় এবং স্বল্প শিক্ষিত জনগণ ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে বিচারের জন্য দ্বারস্থ হন। এ সকল সাধারণ মানুষের সহজে বোঝা ও ব্যবহারের জন্য উপযোগী একটি বই খুবই প্রয়োজনীয় ছিল। শিশুরা যে রূপ প্রশ্নে ও উত্তরের মাধ্যমে শিখতে চায়। উক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে সমগ্র আইন ও বিধিমালাকে উপস্থাপন করা হয়েছে যা একটি অনন্য উদ্যোগ এবং অত্যন্ত কার্যকর পদ্ধতি । গ্রাম আদালত কার্যকর হোক প্রতিটি ব্যক্তিই তা চায়। কিন্তু তা কীভাবে কার্যকর হবে এবং কার্যকর করার পথে বাধাসমূহ কী কী তা খুঁজে বের করা এবং তা সমাধানের উদ্যোগ খুব কম কর্মকর্তাই করেছেন। উক্ত কর্মকর্তা বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখেছেন যে, গ্রাম আদালত কার্যকর করার পথে আইন ও বিধিমালা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার ও জনগণের ধারণা অস্পষ্ট। এর কারণ (১) আইন ও বিধিমালা যে সমন্বিতরূপে অনুধাবনের অক্ষমতা (২) আদালত পরিচালনার ধাপসমূহ সহজভাবে ও সমন্বিতরূপে উপস্থাপিত না থাকা এবং (৩) গ্রাম আদালতের এখতিয়ার অনুযায়ী দন্ডবিধির অনুবাদের অভাব। জনাব মোহাঃ আব্দুর রফিক, উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, নওগাঁ রচিত '' প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত '' পুস্তিকা রচনা করেছেন এবং তা মোবাইল ও ট্যাবে ব্যবহার উপযোগী করে Android Platform (Gram adalat নামে) Upload করেছেন। এখানে কর্মকর্তা গ্রাম আদালত আইন ও বিধিমালার সহজ অনুধাবন, আদালত পরিচালনার ধাপসমূহের সহজ উপস্থাপন এবং দন্ডবিধির সঠিক অনুধাবন এবং এসব বিষয়সমূহকে সহজ প্রাপ্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কর্মকর্তার উদ্দেশ্য হল গ্রামের সাধারণ স্বল্প শিক্ষিত মানুষ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ যাতে আইন ও বিধিমালাকে সহজে বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা করা । একই সঙ্গে দণ্ডবিধির সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহে প্রদত্ত শাস্তি প্রদানের এখতিয়ার সম্পর্কে যাতে ভুল ধারণার সৃষ্টি না হয় তার ব্যবস্থাকরণ। আদালত যাতে আদালত পরিচালনায় আইন নির্দেশিত আবশ্যিক ধাপসমূহে কোন ভুল না করেন সেটি নিশ্চিত করতেও তিনি তার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছেন। **জনাব রফিক** এমন একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা ও কাজ করেছেন যা সাধারনতঃ অন্যরা করেন না। সকল মানুষ-ই বলে থাকেন যে, গ্রাম আদালত কার্যকর করা দরকার । কিন্তু গ্রাম আদালতে কি সমস্যা রয়েছে, কেন তা আস্থা পায়না, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, সচিব কেন আইনী পদ্ধতি অনুসরণ করছেন না বা আদৌ অনুসরণ করছেন কি না এ বিষয়গুলো নিয়ে কেউ কাজ করেন নি। মনোনীত কর্মকর্তা বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে কাজ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি এমন কাজ করেছেন যা অন্যরা করেন না। তিনি এমনভাবে করেছেন যা পূর্বে করা হয়নি। তিনি ডিজিটাল ও এনালগ উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন। তার এ উদ্যোগ অনন্য । এছাড়া বর্ণিত উদ্যোগের ন্যায় আরো অনেক উদ্যোগ এ জেলায় চালু আছে। পূর্বতন সকল কর্মস্থলে তার এরূপ কাজের স্বাক্ষর আছে। ইনোভেশন কার্যক্রম শুরুর পূর্বের অবস্থা : জনগণ গ্রাম আদালতের ক্ষমতা ও এখতিয়ার এবং পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোপুরি জানতেন না। না জানার কারণে তার ছোট খাট অপরাধের বিষয়ে জেলা সদরে ফৌজদারী আদালতে মামলা দায়ের করতেন। উক্ত মামলা নিস্পত্তি হতে অভিযোগকারীর অতিরিক্ত খরচ হতো এবং সময় অপচয় হতো। যে সময় ও অর্থ দিয়ে অভিযোগকারী তার পারিবারিক উন্নয়নে সহযোগিতা পেতে পারেন। ইনোভেশন কার্যক্রম শুরুর

পর অবস্থা ঃ জনগণ গ্রাম আদালতের ক্ষমতা ও এখতিয়ার এবং পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পেরেছেন এবং সহজেই আইনের সকল ধাপ সম্পর্কে জানতে পারছেন। এ জেলায় গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রশিক্ষণকালে ইউপি চেয়ারম্যান ও ইউপি সচিবদেরকে উক্ত বইয়ে উল্লিখিত আইনের ধারা প্রয়োগের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা হয়েছে। সে মোতাবেক নওগাঁ জেলার ইউপি চেয়ারম্যানগণ উক্ত বইয়ের আলোকে গ্রাম আদালত সংক্রান্ত বিভিন্ন ধারা প্রয়োগে করে অনেক পুরাতন মামলাসহ হালে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা খুব সহজে এবং দ্রুতগতিতে নিষ্পত্তি করছেন। এ কারণে নওগাঁ জেলায় গ্রাম আদালতে মামলা নিষ্পত্তির হার পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি পাওয়ায় নওগাঁ জেলার গ্রাম আদালতের কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রশংসিত হয়েছে। ''প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত'' নামক বইটি প্রণীত হওয়ার ফলে এ জেলায় গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত গতিতে নিষ্পন্ন করা সম্ভবপর হচ্ছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। শুধু নওগাঁ জেলা-ই নয় ''প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত'' নামক বইটি ইতোমধ্যে সমগ্র বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ব্যাপক পরিচিতি পেয়েছে এবং নওগাঁ জেলার মত অন্যান্য জেলাতেও ইউপি চেয়ারম্যানগণ এ বইটি অনুসরণ করে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তিতে সক্ষম হচ্ছেন মর্মে জানা গেছে। ''প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত'' নামক বইটির লেখক জনাব মোহাঃ আব্দুর রফিক,উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, নওগাঁ গ্রাম আদালত বিষয়ে উক্ত বই রচনা ও প্রকাশনার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত একটি অ্যান্ড্রোয়েড প্লাটফরমে গ্রাম আদালতঁ'' নামে একটি অ্যাপস তৈরী করে google Play Store এ আপলোড করেছেন। google Play Store হতে ইতোমধ্যে ৩০০০ এর অধিক ব্যক্তি অ্যাপসটি ডাউনলোড করে ব্যবহার করে সুফল পাচ্ছেন।

উপসংহার ঃ ''প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত'' বই-এ বর্ণিত আইন ও পদ্ধতি বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত কার্যক্রম পরিচালনার সময় প্রয়োগ করা হলে এবং গ্রাম আদালত আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ সফল হলে ফৌজদারী আদালতে মামলার সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাবে, আদালতে জনসাধারণের হয়রানী লাঘব হবে, আর্থিক ক্ষতি থেকে অভিযোগকারীগণ লাভবান হবেন এবং বর্তমানের তুলনায় অভিযোগ থেকে প্রতিকার পেতে সময়ও অনেক কম লাগবে।

<u>লাইব্রেরি আধুনিকীকরণ</u>

১) **মানব সম্পদ উন্নয়নে লাইব্রেরি আধুনিকীকরণঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের লাইব্রেরিতে বিভিন্ন আইন-কানুন, বিধি-বিধান, সাহিত্য, ইতিহাস ও বিভিন্ন ধরণের ১৫০০ টির অধিক বই রয়েছে। পূর্বে বইগুলো সাজিয়ে রাখার মত কোন আলমিরা বা বুকসেলফ ছিল না। বর্তমানে লাইব্রেরিতে প্রত্যেকটি বই সুসজ্জিতভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। আইন-কানুন, বিধি-বিধান, সাহিত্য, ইতিহাস ও বিভিন্ন ধরণের ম্যাগাজিনসহ প্রশাসন ক্যাডারের বিভিন্ন লেখকের লেখা বই আলাদা আলমিরাতে রাখা হয়েছে। এজন্য লাইব্রেরিয়ান খুব সহজেই বইগুলো চাওয়া মাত্র বের করতে পারছেন। এ ছাড়াও ২৫ আসন বিশিষ্ট একটি কনফারেন্স টেবিল এবং ৪২ ইঞ্চি টেলভিশন স্থাপন করা হয়েছে যা বিভিন্ন প্রশিক্ষণকালে প্রেজেন্টেশন কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। লাইব্রেরিটি বর্তমানে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এবং ওয়াইফাই এর মাধ্যমে ইন্টারনেট কানেকশন রয়েছে।

২) **সুবিধাঃ** বর্তমানে লাইব্রেরি আধুনিকীকরণের ফলে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উন্নত পরিবেশে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও বিভিন্ন ধরণের ট্রেনিং এর মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আরও বেশী সমৃদ্ধ হচ্ছেন। প্রতিনিয়ত প্রয়োজনীয় সকল আইন, বিধি বা সর্কুলারের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ লাইব্রেরিতে গমন করেন। ফলে তাদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩) **অসুবিধাঃ** লাইব্রেরিটির আকার তুলনামূলক ছোট।

৪) **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ** ভবিষ্যতে লাইব্রেরি রুমটির পরিসর বৃদ্ধি করে এটিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। ল্যাংগুয়েজ ল্যাব স্থাপনের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষার চর্চা বৃদ্ধি পূর্বক কর্মকর্তাগণকে আধুনিক বিশশ্বের যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। এছাড়া সফটওয়্যার এর মাধ্যমে প্রত্যেকটি বই এন্ট্রি দিয়ে পাঠকের নিকট প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

<u>নাটোর জেলার বিভিন্ন দপ্তরের ইনোভেশন ও সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন:</u>

জনাব শাহিনা খাতুন, জেলা প্রশাসক, নাটোর

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	ইনোভেটিভ কার্যক্রম	সংশ্লিষ্ট ছবি
০১	জেলা প্রশাসন , নাটোর	১। নাটোরের বিলুপ্তপ্রায় নারদ নদের অবৈধ দখল উচ্ছেদ, যেসব কারখানার তরল বিষাক্ত বর্জ্য এই নদ দিয়ে নির্গত হচ্ছে সেসব কারখানা কর্তৃপক্ষকে বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণসহ চালুর নির্দেশ দিয়ে পত্র প্রদানসহ পরিকল্পিত খনন ও সংস্কার এর মাধ্যমে নদে পানির অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২। enLand of Que-জেলা ব্যান্ডিং : নাটোর জেলার নিজস্ব দৃষ্টিনন্দন ব্র্যান্ড বুক ও লোগো তৈরী করা হয়েছে। ৩। পর্যটন সম্পর্কিত নাটোর জেলার নিজস্ব ওয়েবসাইট www.tourismnatore.gov.bd এখানে নাটোর জেলার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রের ঠিকানা, যাতায়াতের উপায়, আবাসন ব্যবস্থাসহ যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে। ৪। মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন নাটোর জেলা প্রশাসন। ৫। সার্কিট হাউস অনলাইন বুকিংwww .circuithouse.gov.bd এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে দুর-দুরান্ত থেকেই সার্কিট হাউজের রুম বুক করা যাবে। ৬। অনলাইন লাইসেন্স ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সফটওয়্যার ৭। অনলাইন সিস্টেমে খতিয়ান- সাড়ে আট লক্ষ ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে পাঁচ লক্ষ, আগামি ৩ মাসের মধ্যে সকল খতিয়ান এন্ট্রি করা সম্ভব হবে হলে আশা করা হচ্ছে। ৮। অকৃষি খাস জমির ডাটা এন্ট্রিকরণ।-সরেজমিনে যাচাইপূর্বক কৃষি ৯। ভিপি সম্পত্তি লীজ কেস নবায়ন সহজীকরণ সফটওয়্যার ১০ । সেবা প্রদান। মোবাইলের মাধ্যমে গ্রাহক ১১। খতিয়ান বই বাঁধায় ১২। অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি। ১৩। CS খতিয়ান সফট কপিতে সংরক্ষণ। ১৪। মাসের শুরুতে মিসকেস শুনানির লিস্ট অনলাইনে আপডেট ও নোটিশ বোর্ডে টাঙানো ।	নারদ নদ সংস্কার কার্যক্রম ডিসির হাতেই পরিষ্কার হলো নারদ নদ

০২	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় , ,বাগাতিপাড়া বড়াইগ্রাম , নাটোর	১. নিরাপদ আম উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিতকরণ ২. অপরাধ বিষয়ক, কানুন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে এক্সিকিউটিভ ৩. উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান ৪. কার্ড-কর্মসূচি-মাদকের বিরুদ্ধে লাল কার্ড প্রদর্শন ৫. বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং , জুয়া খেলাসহ বিভিন্ন ধরণের সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করতে ফেসবুকের মাধ্যমে প্রচারণা। ৬. নিয়মিত মোবাইল কোর্টের সংবাদ বিভিন্ন সামাজিক ও গণ্যমাধ্যমে প্রচার	
০৩	উপজেলা ভূমি অফিস ,বড়াইগ্রাম ,নাটোর সদর ,বাগাতিপাড়া নাটোর ১। স্থাপন ঠিকানা, মৃত্তিকা বন্ধন, আশ্রয়, সেবা প্রত্যাশিদের বসার স্থান ২। www.aclandbaraigram.gov.bd ৩। কার্ড প্রদান ID দালালের দৌরাত্ম্য কমানোর জন্য অফিস সহকারীদের ৪। সেবামুলক অডিও ৫। তথ্য কেন্দ্র ও হেল্পডেক্স ৬। খামের প্রচলন হাজিরা টোকেন ও সেবা ৭। মোবাইল ফোন চার্জার, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, সাইকেল স্ট্যান্ড, পয়েন্ট ৮। On The Spot হাটের চান্দিনা ভিটিসহ দোকানের লাইসেন্স নবায়ন ৯। গণশুনানীর কার্যক্রম নিয়মিতভাবে আয়োজন ১০। রাজস্ব আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য একটি এজলাস তৈরী এবং শুনানী অন্তে দ্রুততার সাথে মামলা নিষ্পত্তি ১১। খাস জমির ডাটাবেইজ এবং ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ে Holding এর ডাটাবেইজ উদ্ভাবন।		
০৪	সিভিল সার্জনের কার্যালয়, নাটোর ১। আগ্রহী রক্তদাতাদের ডাটাবেজ তৈরি ২। অজ্ঞাত রোগীদের হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান ৩। পরিস্কার পরিছন্নতার কাজে উত্তম সেবার স্বীকৃতি স্বরুপ পুরস্কারের ব্যবস্থা করা ৪। সদর হাসপাতালের প্রতিটি টয়লেটের সামনে ওয়ার্ড ইনচার্জ, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, আবাসিক মেডিকেল অফিসারের সেল ফোন সম্বলিত নামসহ তালিকা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৫। অপারেশন যোগ্য সকল রোগীর সঠিক সময়ে অপারেশন করার জন্য ডাটাবেজ তৈরী।		
০৫	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ১। মোবাইলের মাধ্যমে নলকুপ সংক্রান্ত যে কোন অভিযোগ শ্রাবণ ও তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ ২। কাইজেনের মাধ্যমে প্রাইমারী স্কুলের ওয়াশরুমগুলো পরিস্কার রাখার ব্যবস্থা করা		

বগুড়া জেলার ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত

জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, জেলা প্রশাসক, বগুড়া

উপজেলা- সারিয়াকান্দি

কর্মকর্তা : জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সারিয়াকান্দি, বগুড়া ।

১. উদ্ভাবনীর **নাম** : অনুসন্ধান (স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প সময়ে সেবা)

২. উদ্ভাবনটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ: স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প সময়ে অত্র বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার নদী বিধৌত জনগণের অতি সহজে তথ্য অনুসন্ধান, অশিক্ষিত তথা চরাঞ্চলের জনগণের সহজে উপলব্ধিসহ বিনা খরচায়/স্বল্পখরচায় তাদের কার্যসিদ্ধি এবং পর্যটন এলাকায় বিশেষ করে পর্যটকদের সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য উপজেলা পরিষদ চত্বরে গণসহায়ক "অনুসন্ধান ডেস্ক" খোলা। বগুড়া জেলা শহর হতে পূর্ব দিকে ২২ কি.মি অদূরে নদী বিধৌত এলাকা সারিয়াকান্দি উপজেলা । এ উপজেলার জনগণের দৌড়গোড়ায় সেবা পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৮২ খ্রি: হতে উপজেলা প্রশাসন তথা উপজেলা পরিষদ, সারিয়াকান্দি কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণকে প্রশাসন তথা সরকার/স্থানীয় সরকার এর কার্যক্রমে সনাক্ত করার মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি ও গণঅংশগ্রহণের মাধ্যমে নতুন ধারণা ও নীতি বাস্তবায়নে সক্রিয় মনোভাব গড়ে তোলা বিশেষ করে সেবা ও প্রশাসনের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের মান উন্নয়ন করা । উপজেলা পরিষদকে সার্বিক কার্যক্রমের গণপ্রচার ও জনসম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জনগণের অংশগ্রহণ এবং নারী সেবা বৃদ্ধি, নাগরিক সন্তুষ্টি, নীতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য পরামর্শ, স্বল্প সময়ে দারিদ্র বিমোচনে করণীয়, ডিজিটাল উদ্ভাবনে সহায়তা করে স্বল্প ব্যয়ে কার্যসিদ্ধির উপায়গুলো চর্চাকরণ। প্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে জনগণের সার্বিক সমস্যা সমাধানের জন্য এটি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৩. **অংশীজন ও সুবিধাভোগীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** এ কার্যক্রমে অংশীজন অত্র উপজেলার চরাঞ্চলের জনগণসহ সর্বস্তরের মানুষ। এখান হতে গরীব অসহায়, অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত চরাঞ্চলের সুবিধাভোগী তথা বয়স্ক নারী ও পুরুষ, সর্বসাধারণের অংশগ্রহণকারী। সুবিধা বঞ্চিত জনগণ এখান হতে সুবিধাদি ভোগ করে থাকে। বিশেষ করে গরীব অসহায় জনগণ কোন সুবিধাভোগের জন্য এসেছেন তা জানানো হয় এবং সে মতে তাদের সেবা প্রদানে/সহায়তা প্রদান করা হয়। বর্তমানে উপজেলা ভূমি অফিসসহ অন্যান্য অফিস ও জনগণ এর অংশীজন হিসেবে সহযোগিতা করছে।

এছাড়াও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত নদী বিধৌত এলাকা হওয়ায় বহিরাগত জনগণ এখানে এসে দর্শনীয় স্থানের অবস্থান, নিরাপত্তামূলক সহায়তাসহ সার্বিক সেবা প্রদানসহ সুবিধাভোগীদের রাত্রি যাপনের বন্দোবস্ত পেয়ে থাকে।

৪. **পদ্ধতিগত দিক :** হেল্প ডেস্কে সার্বক্ষণিক অনুসন্ধানকারীদের সহায়তা প্রদানের জন্য কম্পিউটারাইজড দিক নির্দেশনা, নতুন দর্শনার্থীদের জন্য প্রয়োজনে অত্র উপজেলার মানচিত্র সম্বলিত তথ্য দিয়ে সহায়তা প্রদান। ডিজিটাল পদ্ধতিতে সুবিধাভোগীদের জন্য তথ্যাদি ফেসবুকে প্রদান এবং দর্শনীয় স্থানগুলোর লোকেশন প্রদান, গরীব দু:খী জনগণকে সরাসরি সাক্ষাতে সেবা প্রদান করা বা প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্টদের সহায়তা প্রদান করা হয়।

৫. যৌক্তিকতা: উদ্ভাবনী বিষয়টি অত্যন্ত যৌক্তিকতামূলক। কারণ স্বল্প ব্যয়ে সেবা পেতে হলে স্থান, কাল পাত্র ভেদে সেবা কিছু একটু হলেও আলাদা প্রকৃতির হয়ে থাকে। এলাকাটি যমুনা নদী ও বাঙ্গালী নদী দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় বহিরাগত অনেক মানুষের সমাগম হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান হতে আসা জনগণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শোভামন্ডিত স্থানগুলোর ম্যাপ বা অবস্থান সম্পর্কে অত্র অনুসন্ধান ডেস্ক হতে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং এতে বহিরাগতদের চলাচল সহজ হতে সহজতর হয় ও খরচ এবং সময়ের অপচয় রোধ হয়। এই আধুনিক যুগে এই অনুসন্ধান ডেস্কটি বিপদের সঙ্গী।

তাছাড়া দুর্যোগপ্রবণ ও প্রাকৃতিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণসহ অন্যান্য সুবিধাদি তথা সার্বিক বিষয়ে সমন্বয়ক হিসেবে এই বিষয়টির যৌক্তিকতা অপরিসীম।

৬. উদ্ভাবনীটির প্রভাব: এই উদ্ভাবনীটির প্রভাব পরিবেশগতভাবে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিস্তৃত। এর প্রভাব শুধুমাত্র অত্র সারিয়াকান্দি উপজেলার গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এর প্রভাব পুরো সমাজে ছড়িয়ে পরছে। যেকোন দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী তথা অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত জনগণ এর সুবিধাদি পাচ্ছে, বিধায় এর প্রভাব তাদের উপরও বিরাজ করছে। অপরিচিত ও বহিরাগত পর্যটকেরা এর প্রভাবে আইনগত, নিরাপত্তাগত, স্থানগতসহ সার্বিক দিক দিয়ে সহায়তা পাওয়ায় এর প্রভাব ব্যাপকভাবে তাদের উপর বিস্তার লাভ করছে। কাজেই উদ্ভাবনীটির প্রভাব সার্বজনীন।

৭. **উদ্ভাবনীটির সাফল্যের উপাদানসমূহ :** উদ্ভাবনীটির সাফল্যের উপাদানসমূহ বহুবিধ। তবে প্রথাগত বা পদ্ধতিগত দিক পরিবর্তনের জন্য ডিজিটাল উদ্ভাবনী মনোনিবেশ। প্রধান উপাদান সৎ ইচ্ছা ও সৎ মনোভাব। টেকসই চিন্তা চেতনা সমাজের সর্বস্তরের সক্রিয় নারী-পুরুষ এর সাফল্যের উপাদান হিসেবে কাজ করছে। এর মাধ্যমে সম অংশগ্রহণে ও সুফল গ্রহণে সম অংশীদারিত্বপূর্ণ সহানুভূতি এর অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করছে। অংশীদারিত্ব মালিকানা ও বাস্তবায়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এর একটি উপাদান হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি সাফল্যের অন্যতম উপাদান হলো দক্ষ ও সৎ জনবল। সৎ মনোভাব নিয়ে চিন্তা ও চেতনা কাজে লাগিয়ে সমাজ তথা জনগণের সেবা প্রদানে শতভাগ সাফল্য অর্জন সম্ভব। তদুপরি এর মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের সম্পৃক্ততাও এর মূল্যবান উপাদান হিসেবে স্থান দখল করে নিয়েছে।

৯. চ্যালেঞ্জ/বাধাসমূহ : এই উদ্ভাবনীটির প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো সৎ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান বিনয়ী জনবল। আর এটির অভাবে বিষয়টির ধারাবাহিক উন্নয়ন তথা সার্বিক সাফল্য অর্জন সম্ভব হচ্ছে না । তাছাড়া নদী প্রবণ এলাকা হওয়ায় আর্থিক তহবিল চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। আর্থিক সঙ্কটের কারণে অনেক সুফলাদি থাকা সত্ত্বেও হত দরিদ্র জনগণ এর সুবিধাদি হতে বঞ্চিত হচ্ছে। স্থানীয় সামাজিক প্রভাবেও এর কিছুটা বিমুখতা লক্ষ্য করা যায়। অশিক্ষিত তথা অল্প শিক্ষিত জনগণ এর কার্যক্রম সম্পর্কে উদাসীনতা প্রকাশ করায় এর ব্যাপকতা সুদূর প্রসারী গতিস্থিমিত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া প্রায় প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ প্রবল বন্যা বড় একটি চ্যালেঞ্জ। হত দরিদ্রতা ও অশিক্ষা এর সাফল্য অর্জনে বড় একটি বাধা। অত্র উপজেলার বেশীরভাগ অংশ নদী দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় চরাঞ্চলের জনগণকে সুবিধা দেওয়া বড় একটি চ্যালেঞ্জ।

১০. শিখন : শিখন থেকে যেমন আমরা অতি সহজেই কোন শিক্ষা অনুধাবন করতে পারি তেমনি অনুসন্ধান/হেল্পডেস্ক থেকে আমার তথা জনগণ অতি সহজে কিভাবে দ্রুততার সহিত ও স্বল্প ব্যয়ে সুবিধা পেতে পারে সে বিষয়টি শিখতে পারে। বিশেষ করে চরাঞ্চলের অসহায় ও অশিক্ষিত জনগণ বুঝতে পারে কোথায় গেলে তার কার্য/সমস্যাটি সমাধান করতে পারবে, তা জানতে পারে। যত্রতত্র না ঘোরাঘুরি করে এ অনুসন্ধান বা হেল্প সেন্টারে এসে প্রাথমিকভাবে তথ্যাদি নিয়ে সে মতে তারা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও তড়িৎগতিতে সুসম্পন্ন করতে পারে তা এটি হতে শিখনের বিষয়ও হতে পারে। তদুপরি কিভাবে পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে জনগণ সরকারি অফিস আদালতে এসে প্রয়োজন মিটাতে পারে সেটি শিখতে পারে। পারস্পরিক সৌহার্দবোধ গড়ে তুলতে যে ধাপগুলো রয়েছে তা এ বিষয় হতে আমরা সহজে অনুধাবন করতে ও আরও তৎপর হতে পারি।

১১. স্থায়িত্বশীলতা : সমাজের প্রতিস্তরে স্বীকৃত স্বরূপ, ধর্মীয় অনুভূতি ও আর্থিক বিষয়াদির মত এ বিষয়ে স্থায়িত্বশীলতা অর্জনের জন্য সর্বদা তৎপর বিধায় এ বিষয়টি হতে আমরা এর স্থায়িত্বশীলতা ও সকলের প্রতি সকলের পারস্পরিক সহযোগিতা বোধ গড়ে তুলতে আমাদের আরও দায়িত্বশীল হতে শিখায় এবং অর্পিত দায়িত্বগুলো অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত প্রতিপাদন করতে উদ্বুদ্ধ করে। বর্তমানে উপজেলা পরিষদে নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে উন্নতি সাধন, বিভিন্ন কর্মকান্ড সর্বস্তরের জনগণের অংশীদারিত্ব, তাৎপর্য অনুধাবন ও বাস্তবায়নযোগ্যতা সম্পর্কে সোচ্চার, স্থায়ীত্বশীলতা সম্পর্কে সম্যক ধ্যান-ধারণা রাখতে সকলকে দায়িত্বশীলতার সহিত একযোগে কাজ করতে এবং এটিকে সকলের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রাখার দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে । সার্বিক জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করণসহ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দুর্যোগ ত্রাণ ও ঝুঁকি মোকাবেলায় সরাসরি

অংশগ্রহণের দায়িত্ব পালন করতে পারলে এর স্থায়িত্বশীলতা আরও সুদুরপ্রসারী হবে। যদি জনগণ অতি সহজে ও স্বল্প ব্যয়ে অধিক সুবিধা পেয়ে থাকে তবে এর স্থায়িত্বশীলতাও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

১২. প্রতিবন্ধকতা ও উত্তরণ : যে কোন ধরনের সরকারি, বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাই হোক না কেন কিছু না কিছু প্রতিবন্ধকতা থাকবেই। ভালো-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা ইত্যাদি বিরাজমান থাকে। সে রূপ এরও কিছুটা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তাছাড়া পর্যটকদের আবাসিক ব্যবস্থাও অপ্রতুল। প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের জন্য উপজেলা পরিষদ অনুসন্ধান ডেস্ক সর্বদা তৎপর । বিভিন্ন সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে সর্বপ্রথম প্রয়োজন স্বচ্ছ মানসিকতা ও বলিষ্ঠ এবং সৎ মনোভাব। সাপ্তাহিক সরকারি ছুটির দিনেও যেন অধিক সেবা প্রদান করা যেতে পারে সে বিষয়েও আমাদের অধিক সোচ্চার হতে হবে এবং তথ্য সম্বলিত ব্যক্তিগণকে এর সার্বিক দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির অতিরিক্ত খাটুনির জন্য প্রাপ্য সম্মানীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করত কার্যক্রমকে আরও সুদুরপ্রসারী করা সম্ভব।

১৩.সার্বিক অগ্রগতি: উপরোক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অবলোকন করা যায় যে বিষয়টি বর্তমান সমাজ তথা হতদরিদ্র জনগোষ্ঠী, অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত এবং সর্বস্তরের জনগণের জন্য বিষয়টির গুরত্ব অপরিসীম। তবে এ বিষয়ে সামান্য প্রতিবন্ধকতা বা চ্যালেঞ্জসমূহ দূর করে এর স্থায়ীত্বশীলতা রক্ষা, নতুন বিষয়ে সংযোজন, গতিশীলতা বৃদ্ধিসহ অত্র নদী বিধৌত দরিদ্র অসহায় জনগোষ্ঠীর সুবিধাসমূহ আরও বৃদ্ধি ও অর্থবহ করতে সহায়ক। ব্যাপক প্রচার অভিযানের মাধ্যমে অতিসহজে, স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ের মধ্যে নীতিমালা মোতাবেক সহযোগিতা ও তথ্য অনুসন্ধান দেওয়ায় এর মূল লক্ষ্যে। আর্থিক সঙ্কট দূরীকরণের মাধ্যমে প্রশাসনের ও উপজেলার পরিষদে গতিশীলতা আনতে এর কর্মপরিসর বৃদ্ধির মাধ্যমে সেবার মান ও সুবিধার পরিমান বৃদ্ধি সম্ভব। সর্বোপরি ব্যাপক প্রচারণা ও এর উপকারভোগীকে সহযোগিতার মাধ্যমে সেবার হাত বৃদ্ধির পাশাপাশি একনিষ্ঠভাবে সেবার জন্য দৃষ্টি ভঙ্গী পরিবর্তন, দেশ ও জনগণের সার্বিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে এর অগ্রগতির ভূমিকা অনস্বীকার্য হবে।

<u>উপজেলা- শিবগঞ্জ, জেলা- বগুড়া।</u>

কর্মকর্তা : জনাব গোলাম মোঃ শাহনেওয়াজ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবগঞ্জ, বগুড়া ।

<u>(০১) উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে দোলনা, স্লিপার ও সিস (ঢেঁকি) স্থাপনঃ</u> শিবগঞ্জ উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নে শিশুদের চিত্তবিনোদন, শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে পাঠদানের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ হতে উপজেলার ১৬৯ টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৭৮টি বিদ্যালয়ে একটি করে দোলনা, স্লিপার ও সিস(ঢেঁকি) এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশিষ্টগুলোতেও একই উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে গ্রহণ করার প্রক্রিয়া চলমান আছে।

<u>(০২) ১১৬ জন গ্রাম পুলিশকে সাইকেল ও মোবাইল সেটসহ কর্পোরেট সিম প্রদানঃ</u> উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় ও থানায় সাপ্তাহিক প্যারেড ও সমাবেশে অংশগ্রহণ, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও আইন-শৃঙখলা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানে সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ হতে ১১৬ জন গ্রাম পুলিশকে সাইকেল ও মোবাইল সেটসহ কর্পোরেট সিম প্রদান করা হয়েছে।

<u>(০৩) উপজেলার ইউনিয়ন ভূমি অফিস সমূহে কম্পিউটার সেট প্রদানঃ</u> উপজেলার ১২ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের মধ্যে উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন তহবিল হতে ০৪ টি ও টিআর প্রকল্প হতে ০৩ টি মোট ০৭ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে মডেম, প্রিন্টারসহ কম্পিউটার সেট সরবরাহ করা হয়েছে। ফলে

ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে রিপোর্ট ও অন্যান্য তথ্যাদি কম্পিউটারাইজড করে কম সময়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করার ফলে জনসেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

(০৪) উপজেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার চালুকরণ (চলমান) :

অভিভাবকদের নিকট শিক্ষার্থীর প্রগ্রেস রিপোর্ট, স্কুল ফি আদায়ের তথ্য , অনুপস্থিতির তথ্য সরবরাহ ও শিক্ষার্থীদের সাথে বিশেষ কারণে যোগাযোগ সহজ করার জন্য স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও ফলপ্রসূ হবে।

(০৫) ভার্মি কম্পোস্ট (কেঁচো) সার উৎপাদন :

ভার্মি কম্পোস্ট গৃহে উৎপাদনযোগ্য একটি প্রাকৃতিক সার। এটি সস্তা, নিরাপদ ও সহজে সংরক্ষণযোগ্য একটি খুবই কার্যকর সার। শিবগঞ্জ উপজেলার চরভোলাখাঁ গ্রামের কৃষক জনাব মোঃ আঃ গোফফার আর্থিক সমস্যার কারণে তার বসতবাড়ীতে ভার্মি কম্পোস্ট সার স্বল্প পরিসরে উৎপাদন করে আসছে। উপজেলায় ভার্মি কম্পোস্ট সারের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে তাকে উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিল হতে বিনা সুদে ০৬ টি মাসিক কিস্তিতে ৪২,০০০/- টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে । উপজেলা কৃষি অফিস,শিবগঞ্জ হতে প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ও উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত ঋনের টাকা কাজে লাগিয়ে তিনি সফলভাবে কেঁচো সার উৎপাদন শুরু করেন।এতে তার আর্থিক উন্নতি হচ্ছে। উপজেলায় মানুষ সস্তায় উন্নত প্রাকৃতিক সার পাচ্ছে। এছাড়া তার সাফল্যে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

(০৬) উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর চত্বরে প্রদর্শনী মূলক নেপিয়ার ঘাস চাষ এবং কিশোর কিশোরীদের মেধা বিকাশ ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে ৫০ জন স্কুল ছাত্র/ ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক ০২টি করে সোনালী মুরগী প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে উপজেলা পরিষদ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

(০৭) উপজেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মিডডে মিল চালু করার লক্ষ্যে টিফিন বাক্স প্রদান :

উপজেলার ১৬৯ টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৬১ টিতে বিভিন্ন শ্রেণিতে প্রায় ১৮০০০ (আঠারো হাজার) শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭০০০ (সাত হাজার) শিক্ষার্থীকে টিফিন বাক্স প্রদান করা হয়েছে। অবশিষ্টদের প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান আছে। টিফিন বাক্স পাওয়ায় শিক্ষার্থীরা কোন না কোন খাবার বাড়ি থেকে নিয়ে আসছে। ফলে স্কুলে পাঠ গ্রহণে মনোযোগ বেড়েছে, তারা আনন্দের সাথে স্কুলে আসছে ও ভালভাবে পাঠ গ্রহণ করছে।

(০৮)উপজেলা পরিষদে ন্যস্ত সকল অফিস, উপজেলার ১২ টি ইউনিয়ন পরিষদে এবং ১২টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ঢাকনাওয়ালা ট্র্যাস বাক্স সরবরাহ:

পূর্বে সরকারী দপ্তরগুলোয় খোলা ঝুড়ি ব্যবহার করা হতো যাতে বাইরে থেকে পরিত্যাক্ত কাগজ/ময়লা দেখা যেত। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব ছিল। বর্তমানে প্রদত্ত ঢাকনাওয়ালা ট্র্যাস বাক্স ব্যবহারের কারণে বাইরে থেকে ময়লা আবর্জনা দেখা যায় না, ট্র্যাস বাক্স লুকিয়ে রাখতে হয় না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বেড়েছে।

উপজেলা- দুপচাঁচিয়া, জেলা- বগুড়া।

কর্মকর্তা : জনাব শাহেদ পারভেজ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া ।

উদ্ভাবন-বিবরণ: তৃতীয় লিঙ্গ (হিজড়া) জনগোষ্ঠির জীবন মান উন্নয়ন :

ভুমিকা :

তৃতীয় লিঙ্গা(হিজড়া) জনগোষ্ঠি সমাজের একটি অবহেলিত সম্প্রদায়। অতীতে তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিকভাবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বর্তমানেও তেমন কোন উদ্যোগ নেই। ফলে তারা তাদের মৌলিক চাহিদা, সুবিধা-অসুবিধার বিষয়সমূহ সমাজে উপস্থাপন করার সুযোগ পায় না। তাদেরকে শিক্ষিত করে সমাজের মূলস্রোতে জনগণের সাথে সহঅবস্থান নিশ্চিত করা, সামাজিকভাবে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা, সমাজের সকল প্রকার কর্মকান্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে সামাজিকভাবে মর্যাদাশীল করাই এ পদক্ষেপের লক্ষ্য।

তহবিল সংগ্রহ :

সমাজের ধনাঢ্য ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় অনুদান গ্রহণ করে তহবিল সংগ্রহ পূর্বক একটি ব্যাংক একাউন্ট খোলা হয়েছে। এ তহবিল হতে তাদের সকল ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

বাস্তবায়ন :

(ক) সাধারণ শিক্ষা প্রদান : 'আশার আলো' নামে একটি স্কুল চালু করে দুপচাঁচিয়া উপজেলার মোট ৬৫ জন হিজড়াকে একত্রিত করে লেখা পড়ায় উদ্বুদ্ধ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার জন্য ক্লাস রুম বরাদ্দ করা হয়। ২ জন শিক্ষক তাদেরকে লেখা পড়া শিখান। শিক্ষকগণকে উক্ত তহবিল হতে বেতন দেয়া হয়। তাদেরকে বিনা মূল্যে বই-খাতাসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়।

(খ) সামাজিকতায় উদ্বুদ্ধকরণঃ মহান বিজয় দিবস, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসসহ বিভিন্ন দিবসে শহীদ মিনার/স্মৃতি-অম্লানে পুস্পমাল্য অর্পণসহ দিবসের সকল অনুষ্ঠানে যোগদানের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা হয়। ফলে বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের মধ্যেমে স্বাভাবিক জীবনে সামাজিকী করণের সুযোগ ঘটছে।

(গ) অন্যান্য শিক্ষা : এ ছাড়াও সামাজের বিজ্ঞ ও গণ্যমান্য ব্যক্তি/ইমামগণ কর্তৃক তাদেরকে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাসহ অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে জ্ঞান দেয়া হয়। যাতে করে তারা নিজ নিজ ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণের মাধ্যমে নৈতিকতার সহিত জীবন পরিচালনা করতে পারে।

(ঘ) কর্মদক্ষতা সৃষ্টি : তৃতীয় লিঙ্গা(হিজড়া) জনগোষ্ঠী যাতে কর্মক্ষম হয়ে সমাজের মূল স্রোতধারায় ফিরে আসতে পারে সে লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণপূর্বক তাদের মাঝে মোট ৮টি সেলাই মেশিন দেয়া হয়েছে এবং সেলাই কার্যক্রমের উপর তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। যাতে করে তারা আয়-উপার্জনের পথ খুঁজে পায়।

ফলাফল :

(1) সাধারণ শিক্ষা লাভ করায় জীবিকা নির্বাহ/অর্জন সহজতর হচ্ছে।

(2) তারা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসছে।

(3) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে তারা নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনে অভ্যস্থ হচ্ছে।

(4) তারা পারিবারিক/সামাজিকভাবে মর্যাদাশীল হচ্ছে।

(৫) স্বভাবসুলভ আচরণ হতে ফিরে এসে তারা আদব-কায়দা, নৈতিকতাসহ পরিশীলিত আচরণে অভ্যস্থ হচ্ছে।

(৬) প্রকল্প গ্রহণসহ অন্যান্য জীবিকাতে সহযোগিতা প্রদানের কারণে তারা পূর্বের চেয়ে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারছে।

জয়পুরহাট, ইনোভেশন ও সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত কার্যক্রম বিবরণী

জনাব মোহাম্মদ হোসেন, জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট

ক্রম	ইনোভেশন ও সোশ্যাল মিডিয়া সংক্রান্ত কার্যক্রমের নাম ও বিররণী এস্টেট বিয়াম ল্যাবরেটরী	সচিত্র প্রতিবেদন
০১	**জেলা প্রশাসন, জয়পুরহাট** **বিয়াম স্কুল এন্ড কলেজঃ** ইংরেজী ভার্সনে আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জয়পুরহাট জেলার পৌরসভার অধীন হাউজিং এস্টেট বিয়াম ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজটি ২০১৬ খ্রিয় এবং প্রতিষ্ঠা করা হ পাঠদান কার্যক্রম শুরু করাহয় ০১ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিহতে । এ বিদ্যালয়টিতে রর্তমানে প্রায় ২০০ জন ছাত্রছাত্রীর পাঠদান চলছে।-	
০২	**ফ্রিল্যান্সারস' প্লাটফরম :**শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীর 'বিকল্প কর্মসংস্থান' সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং আইটি দক্ষ জনরল ও ফ্রিল্যান্সার তৈরির নিমিত্ত জেলা প্রশাসন, জয়পুরহাট-এর উদ্যোগে 'ফ্রিল্যান্সার'স প্লাটফর্ম' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে "আইটি খাতে ফ্রিল্যান্সার তৈরি" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে জেলার বাছাইকৃত প্রশিক্ষণার্থী নিয়ে গত ৩০ আগষ্ট ২০১৪ খ্রি. হতে এ পর্যন্ত তারিখ ০৮ (আট) মাস ব্যাপী প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ শুরু করা হয় যা ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীগণ এখন নিজেরাই ফিল্যান্সিং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে সক্ষম। তন্মধ্যে ২২ জন প্রশিক্ষণার্থী গড়ে প্রতিমাসে প্রায় ২০০ ডলার থেকে ১৫০০ ডলার আয় করছেন।	
০৩	**পাঁচবিবি উপজেলাঃ পাঁচবিবি উপজেলায় উদ্ভাবনী কার্যক্রম হিসেবে ওপেন অফিস স্পেস এরিয়া-** কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে অল্প সময়ে সমন্বয় সাধন ও সেবাগ্রহীতাদের সাথে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীর সরাসরি সাক্ষাৎসহ অল্প সময়ে দাপ্তরিক কার্যক্রমের ফলাফল নিয়ে বের করে আনার প্রয়াস হতে পাঁচবিবি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওপেন অফিস স্পেস এরিয়া'র উদ্ভারন করেন এবং তা বাস্তবায়ন করেন। ফলে জনগণ অল্প সময়ে অধিক সেবাগ্রহণের ফলে তা সর্বজন কর্তৃক গৃহীত ও প্রশংসনীয় হয়।	
04	**কালাই উপজেলাঃ উদ্ভাবনী চর্চার অংশ হিসেব কালাই উপজেলা পরিষদ সেবা প্রার্থীদের জন্য সেবা বান্ধব বিভিন্ন উদ্ভাবনী কর্মকান্ডের বিবরণীঃ** 1| বহু পুরাতন উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর সংস্কার বাতি সংযোজন। গ্রীল লাগানো ,রং করা , ন্দন তোরণ নির্মাণ। 2| শিশু পার্ক পুনঃনির্মাণসহ বিভিন্ন প্রকার রাইডার স্থাপন ৩| পরিষদের অভ্যন্তরে মৌসুমী ফুলের বাগান তৈরিসমগ্র অফিসে বিভিন্ন প্রজাতির ফুল ও সবুজ , গাছের টবের সমারোহ।	 সীমানা প্রাচীর শিশু পার্ক ফুল ও সবুজ গাট

০৫	**ক্ষেতলাল উপজেলাঃ ক্ষেতলাল উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক গৃহীত** জনসচেতনতা মূলক উদ্ভাবনী **কার্যক্রম** * বাল্যবিবাহ বন্ধকরণ * মাদকদ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ * যৌতুক বন্ধকরণ * যৌন নিপীড়ণ রোধ * নারী নির্যাতন প্রতিহত * শিক্ষার্থীদের মাঝে মানবিক গুণাবলীর জ্ঞান দান * পুকুরের মধ্যে নির্মাণাধীন গ্যালারী eMail: unokhetlal@mopa.gov.bd Phone: +880572356008	
০৬	পাঁচবিবি উপজেলা ভূমি অফিসঃ জয়পুরহাট জেলাধীন পাঁচবিবি উপজেলা ভূমি অফিসকে একটি আধুনিক এবং ভূমিকেন্দ্রিক দালালী ,হয়রানি ও দুর্নীতি আদর্শ ভূমি অফিস হিসেবে গড়ে তোলার চলমান উদ্যোগে উদ্ভারনী কৌশলের রহুমুখী প্রয়োগ প্রধান হাতিয়ার হিসাবে মূখ্য ভূমিকা পালন করছে প্রতিনিয়ত জনসেবার গুণগত মান উন্নয়ন, অফিসের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি ভূমি কেন্দ্রিক দালালি হয়রানি ও দুর্নীতিমুক্ত আদর্শ ভূমি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রথম হতেই জনসম্পৃক্ততা বাড়ানোর দিকে মনোনিবেশ করা হয়। নতুন নতুন উদ্ভারনী কৌশল এর প্রয়োগের মাধ্যমে জনসম্পৃক্ততা বাড়িয়ে কাঙ্খিত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের এ প্রক্রিয়ার ফলাফল হিসেবে পাঁচবিবি উপজেলা ভূমি অফিসটি এখন অত্র উপজেলার জনসাধারণের কাছে একটি অতি প্রিয় অফিসে পরিণত হয়েছে। **কার্যক্রম:** **পাঁচবিবি উপজেলা ভূমি অফিস কর্তৃক নাগরিক সেবা উদ্ভারনী পাইলট উদ্যোগের শিরোনাম:** জনগণের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জনসেবার গুনগত মান উন্নয়ন, অফিসের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি ভূমিকেন্দ্রিক দালালি , হয়রানি ও দুর্নীতিমুক্ত আদর্শ ভূমি অফিস প্রতিষ্ঠা। ০১। অতি জনগুরুত্বপূর্ণ এ অফিসের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য জনসংযোগ বাড়িয়ে পৃষ্ঠপোষকের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজগুলো করা হচ্ছেঃ ক। সেবা প্রত্যাশীদের সুদৃশ্য বসার জন্য স্থান নির্ধারণ ও নির্মাণ কার্যক্রম। খ। সুদৃশ্য ফ্রন্ট ডেক্স ও হেল্প ডেক্স এর স্থান নির্ধারণ ও নির্মাণ কার্যক্রম। গ। সেবা প্রত্যাশী ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য সাইকেলমোটর / সাইকেল স্ট্যান্ড নির্মাণ কার্যক্রম।। ঘ। অফিস প্রাঙ্গণে মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্বরূপ সুদৃশ্য স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনের কার্যক্রম। যা চলমান পর্যায়ে রয়েছে। ঙ। উপজেলা ভূমি অফিসের ৩২৫ ফুট দীর্ঘ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কার্যক্রম। চ। অফিস প্রাঙ্গণে সুদৃশ্য ফুলের বাগান নির্মাণের কার্যক্রম।	 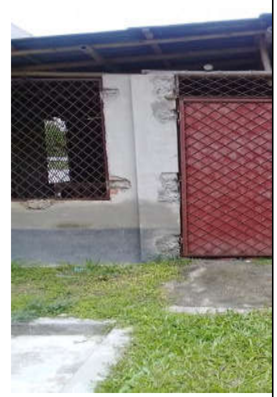

পাবনা জেলার ইনোভেশন কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:

জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন, জেলা প্রশাসক, পাবনা

বিশ্বায়নের প্রভাব ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক উৎকর্ষের কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন। ফলে স্বল্প সময় ও খরচে উন্নততর সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকারি দপ্তরের নিকট নাগরিকদের প্রত্যাশা ও চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। উদ্ভাবনী প্রয়াসের মাধ্যমে স্বল্প সময় ও খরচে প্রচলিত আইন ও বিধির মধ্য থেকেই জনগণকে কাঙ্খিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পাবনা জেলায় বিভিন্ন ধরনের নাগরিক সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলো হলো:

(১) মিসকেস নিষ্পত্তি সহজীকরণ;

(২) Preventing duplication in development projects (উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বৈততা প্রতিরোধ);

(৩) একুশের চেতনায় আলোকিত পাবনা গড়ার লক্ষ্যে পাবনা জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার নির্মাণ

(৪) টেকসই উন্নয়নে মানসম্মত ও নৈতিক শিক্ষা মডেল;

(৫) জনবান্ধব ভূমি অফিস বিনির্মাণে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার;

(৬) মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তি সহজীকরণ;

(৭) পেনসন প্রাপ্তি সহজীকরণ;

(৮) ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান সহজীকরণ;

(৯) গুনগত মানসম্পন্ন মৎস্য পোনার ও খাদ্য ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পরিমাণে স্বাস্থ্য সম্মত মাছ উৎপাদন;

(১০) দলিল রেজিস্ট্রি প্রক্রিয়া সহজীকরণ;

(১১) দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ন্যূনতম সময়ে অনুদান প্রদান নিশ্চিতকরণ;

(১২) কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি সহজীকরণ;

(১৩) ফেসবুক পেজের মাধ্যমে নাগরিক মন্তব্য গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি;

(১৪) অনলাইন ম্যাসেজিং কার্যক্রমের মাধ্যমে নামজারি, মিসকেস, ভিপি ও 'খ' তফসিলভুক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্য প্রদান;

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে দ্রুত, কম সময়ে, কম খরচে, হয়রানিমুক্তভাবে নাগরিক সেবা প্রদান:

সময়, খরচ ও যাতায়াত কমিয়ে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরনে জেলা প্রশাসন, পাবনা'র উদ্যোগে ০৬ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে Citizen's Voice, Pabna **নামক ফেসবুক গ্রুপ খোলা হয়েছে। এ গ্রুপের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৭,০০০ জন। এই গ্রুপের মাধ্যমে** সাধারণ জনগণ তৃণমূল পর্যায় হতে অনেক সেবা বা তথ্য এখন পূর্বের তুলনায় অনেক কম সময়ে ও হয়রানিমুক্তভাবে অন লাইনেই পাওয়া যাচ্ছে।

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য সময় নস্ট করে অফিসে আসতে হচ্ছে না। প্রতিবন্ধী ভাতা/বিধবা ভাতা/বয়স্ক ভাতা কবে দেওয়া হবে, ভোটার আইডি কার্ড কখন পাওয়া যাবে, উপবৃত্তির তথ্য, উন্নয়নমুলক কাজের তথ্যসহ নানাবিধ নাগরিক প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা তৃণমূল পর্যায় হতে Citizen's Voice, Pabna এর মাধ্যমে সহজেই ঘরে বসে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

সিটিজেন জার্নালিস্টদের কর্মতৎপরতার মাধ্যমে পাবনায় জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

- Citizen’s Voice, Pabna এর মাধ্যমে জানতে পেরে স্বামী নির্যাতিতা এসিড দগ্ধ গৃহহীন জয়িতা মোছা: কল্পনা আক্তারকে গৃহ নির্মানের জন্য টিন ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।
- পাবনা সদর ও ঈশ্বরদী উপজেলার প্রায় ২০ জন প্রতিবন্ধীকে Citizen’s Voice, Pabna এর মাধ্যমে অবগত হয়ে হুইল চেয়ার, ভাতা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- নিগৃহীত অসহায়, দু:স্থ ১০ জন বিধবাকে বিধবা ভাতাসহ অন্যান্য অসহায় দরিদ্র বৃদ্ধদের বয়স্কভাতা দেয়া হয়েছে।
- বরুন পাহাড়ী ও সোহেল এর মত কয়েকজন দুঃস্থ শিক্ষার্থীকে ফরম ফিলাপের আর্থিক সহায়তা ও পরীক্ষার ফি’র জন্য নগদ অর্থ প্রদান করা হয়েছে।
- সামাজিক ব্যাধি যেমন বাল্য বিবাহ, ইভটিজিং, মাদক সেবনসহ বিভিন্ন অপরাধের তথ্য জানার সাথে সাথে তাৎক্ষণিক মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে প্রতিরোধ বা শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।
- এ পেজের পোস্ট হতে তথ্য পেয়ে প্রতিবন্ধীসহ দু:স্থ শীতার্তদের গত দুমাসে ডিসেম্বর ২০১৬ হতে জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত প্রায় ১০০০টি কম্বল প্রদান করা হয়েছে।
- দুগর্ম চরাঞ্চলের ২২০ জন শিক্ষার্থী পেয়েছে উন্নত মানের স্কুল ব্যাগ, খাতা , কলম, পেনসিলসহ টিফিন বক্স।

রাস্তা মেরামত, ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক সংযোগ অথবা নিম্নমানের ক্লিনিকের বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে Citizen's Voice, Pabna গ্রুপের কল্যাণেই।

স্ব-চিত্র তথ্য

Citizen’s Voice, Pabna এর মাধ্যমে অবগত হয়ে রাজশাহী বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জয়িতা স্বামী কর্তৃক এসিড দগ্ধ গৃহহীন মোছা: কল্পনা আক্তারকে গৃহ নির্মাণের সহায়তার জন্য গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ঢেউটিন ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

৩০ নভেম্বর ২০১৬ জেলা প্রশাসন উদ্যোগে খাসচর-বলরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২০৪জন শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

সিরাজগঞ্জ জেলার উদ্ভাবনী ধারণা

জনাব কামরুন নাহার সিদ্দিকা, জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ

জনসেবায় উদ্ভাবন এর মাধ্যমে জনগণকে তাদের প্রাপ্য সেবা আরো সহজভাবে পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসন সিরাজগঞ্জ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। উদ্ভাবন উদ্যোগ যাতে সেবা প্রদানের সাথে যুক্ত প্রতিটি কর্মী সহজে অনুধাবন করেতে পারেন সে লক্ষ্যে হাতে কলমে On the Job Training এর পাশাপাশি বিভিন্ন অনুপ্রেরণাদায়ক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তোলা হচ্ছে। সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে যে সকল উদ্ভাবন ও উত্তম অনুশীলনসমূহ (best practices) রয়েছে তা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

(১)সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ দৃশ্যমান স্থানে ইলেক্ট্রনিক ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শন

জেলা প্রশাসক এর কার্যালয় সিরাজগঞ্জ এর দৃশ্যমান স্থানে ইলেক্ট্রনিক ডিজিটাল বোর্ডের মাধ্যমে ‘সিটিজেন চার্টার’ প্রদর্শন করা হয়েছে। এতে করে শাখাসমূহে সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষ সংশ্লিষ্ট শাখার সেবাসমূহ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পায়। ফলে সেবাপ্রার্থীগণ হয়রানিমুক্তভাবে সেবা প্রাপ্তিতে কোনো প্রকার বেগ পেতে হয় না।

(২)সুপেয় পানি ও ওয়াশরুমের ব্যবস্থাকরণ এবং ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সেবা নিতে আসা সেবাপ্রার্থীদের জন্যে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তাদের ব্যবহারের জন্যে টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। এতে করে সেবা নিতে আসা মানুষের দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে। এছাড়াও এ কার্যালয়ের নারী কর্মচারীদের মধ্যে যাদের নবজাতক শিশু রয়েছে তাদের সুবিধার জন্যে একটি ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার করা হয়েছে।

(৩) ডিজিটাল স্ক্রীনের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করে তোলা

এ কার্যালয়ের দৃশ্যমান স্থানে একটি সুদৃশ্য ডিজিটাল স্ক্রীন স্থাপন করা হয়েছে। এই ডিজিটাল স্ক্রীনে বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক যেমন বাল্যবিবাহ, যৌতুক, মাদক, নারী নির্যাতন রোধ ইত্যাদি সংক্রান্ত ভিডিও চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও এই ডিজিটাল স্ক্রীনে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মিশন ও ভিশনসমূহের ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

(৪) সেবাপ্রার্থীদের তাৎক্ষণিক সেবার ব্যবস্থা

জেলা প্রশাসক বিনা নোটিশে অফিসের বিভিন্ন শাখাসমূহে হঠাৎ পরিদর্শনে গিয়ে সেবা নিতে আসা বিভিন্ন সেবাপ্রার্থীদের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যার কথা শুনেন এবং তাৎক্ষণিক সংশ্লিষ্ট শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে ডেকে সেবাপ্রার্থীর সমস্যা সমাধানের জন্যে নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এতে করে শাখাসমূহ সেবা নিতে আসা মানুষের সেবা নিশ্চিতে সর্বদা তৎপর থাকে এবং শাখাসমূহের সর্বোপরি কার্যালয়ের কাজের গতি ত্বরান্বিত হয়ে থাকে।

(৫) বাল্যবিবাহ নিরোধের লক্ষ্যে ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরি

বাল্যবিবাহের হার কমিয়ে আনতে স্থানীয়ভাবে একটি ভিডিও চিত্র (TVC) নির্মাণ করা হয়েছে যা বিভিন্ন স্কুল কলেজে প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। জেলা প্রশাসকের বক্তব্য সম্বলিত TVC বাল্যবিবাহের প্রধান শিকার হওয়া স্কুল কলেজের কিশোরীরাসহ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সমাজ বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন হয়ে সমাজের সবাইকে বাল্যবিবাহ নিরোধে অনুপ্রাণিত করছে।

(৬) ভূমি অধিগ্রহণের চেক স্পটে গিয়ে বিতরণ

এ জেলার যাবতীয় ভূমি অধিগ্রহণের চেক ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে তাদের নিজ এলাকায় ‘অন দা স্পট’ এ বিতরণ করা হয়। এতে ক্ষতিগ্রস্তদের চেক প্রাপ্তি সহজ হয়েছে এবং হয়রানিমুক্ত করা হয়েছে।

(৭) <u>প্রান্তিক পর্যায়ের তাঁতীদের প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে তাঁত শিল্পের উন্নয়ন</u>

বেলকুচি উপজেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত তাঁতীদের প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ তাঁতীদের স্বাবলম্বী করে তাঁতশিল্পকে চাঙ্গা করে তোলার মাধ্যমে জেলার ব্রান্ডিং পণ্য তাঁতকে পুনর্জ্জীবিত করে তোলার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এ উদ্যোগটি একই সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১, ২, ও ৮ অর্জনে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখছে। ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জনপ্রশাসন পদকের জন্যে প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে এ উদ্যোগকে।

(৮) <u>ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জমি বিক্রয়ে সময় হ্রাস</u>

পূর্বে একজন নৃগোষ্ঠীকে জমি বিক্রির অনুমোদনের জন্য কমপক্ষে তিনবার এ কার্যালয়ে আসতে হতো। উদ্ভাবন প্রক্রিয়া গ্রহণ করার পর এখন মাত্র ২ বার ভিজিট করার মাধ্যমে তার আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এতে জেলায় বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের জমি বিক্রি অনুমোদনের ক্ষেত্রে সময় হ্রাস করা হয়েছে।

(৯) <u>সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গনে প্রার্থনাগার নির্মাণ</u>

প্রায়শই সার্কিট হাউজে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সভা, কর্মশালা প্রভৃতি হয়ে থাকে। এতে অনেক সময় সভায় আগতদের নামাজের সময় অসুবিধার সৃষ্টি হয় বিধায় একটি প্রার্থনাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এতে রমযান মাস সহ বছরের অন্য সময়ে সভায় অংশগ্রহণকারীদের নামাজ পড়বার অসুবিধা দূর হয়েছে।

(১০) <u>ক্ষুদ্র উপহার বিনিময়ের মাধ্যমে Motivation</u>

জেলা প্রশাসনে কর্মরত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের মাসের বিশেষ দিবস উপলক্ষ্যে ক্ষুদ্র উপহার তুলে দেওয়া হয়। এতে করে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে এবং দায়িত্বের প্রতি আন্তরিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

(১১) <u>ত্রৈমাসিক ও জাতীয় দিবসে নিয়মিতভাবে প্রকাশনা</u>

জেলা প্রশাসন কর্তৃক বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন করা হয়ে থাকে। এ বিশেষ দিনগুলোকে স্মরণীয় করে রাখতে এবং এর তাৎপর্য তুলে ধরতে বিশেষ প্রকাশনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া একটি নিয়মিত ত্রৈমাসিক বুলেটিন প্রকাশনা রয়েছে। এতে প্রতি তিন মাস অন্তর জেলা প্রশাসনের কর্মকান্ডের বিষয়ে সাধারণ মানুষ জানতে পারছে অন্যদিকে বিশেষ দিবস যেমন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, মহান বিজয় দিবস, স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস, রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী, জাতীয় সেবা সপ্তাহ ইত্যাদি দিনগুলোতে বিশেষ প্রকাশনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে।

(১২) <u>জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় আগতদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা</u>

সিভিল সার্জন সিরাজগঞ্জের সহযোগিতায় সভায় যোগদানকৃত সিনিয়র সিটিজেনদের ব্লাড সুগার / প্রেশার পরিমাপ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। এতে করে কাজের চাপে যারা সময় করে এ দুটি পরীক্ষা করাতে পারেন না তাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা নিশ্চিত হয়েছে।

(১৩) <u>ডিম দিবস পালনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পুষ্টি নিশ্চিতকরণ</u>

বিশ্ব ডিম দিবস পালন উপলক্ষ্যে জেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তার সহায়তায় ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে প্রায় ৩০০০(তিন হাজার) শিক্ষার্থীর মাঝে ডিম বিতরণ করা হয়। এতে বাচ্চাদের ডিম খাওয়ানোর পাশাপাশি তাদের পুষ্টিহীনতা কাটিয়ে উঠতে সহায়ক হয়েছে।

রাজশাহী বিভাগের কয়েকটি সফল পাইলট প্রকল্প:

(ক) উপজেলা ঃ মহাদেবপুর, জেলা ঃ নওগাঁ

ক্রঃ নং	উদ্ভাবনীর শিরোনাম	উদ্ভাবনীর বিবরণী
০১	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে সেবাকুঞ্জ স্থাপন	***সেবাকুঞ্জ কি ও কেন ঃ*** সেবাকুঞ্জ হলো সকল সেবা সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের একক কিন্তু সমন্বিত ব্যবস্থা। এতে উপজেলার সব অফিসের প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বশেষ এক বছর এবং তার পরে বিগত পাঁচ বছরের প্রকাশযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র সরকারি দফতর নয়, উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন এনজিও এর তথ্যও রাখা হয়েছে। তথ্য চেয়ে যে কেউ এখান থেকে আবেদন করে তথ্য পাবেন। সেবাকুঞ্জে বিভিন্ন অফিসের সেবা সম্বলিত তথ্য চার্ট/লিফলেট রয়েছে। যারা লিখিতভাবে ইউএনও এর কাছে অভিযোগ ও মতামত/পরামর্শ জানাতে আসবেন তারা সরাসরি আর আবেদন জমা দেবেন না। আবেদন জমা দেবেন সেবাকুঞ্জে। সেবাকুঞ্জে সেবা প্রাপ্তির ফর্ম "সহায়িকা" পূরণ করে জানাবেন তিনি কিভাবে সেবা পেতে চান। আবেদনকারীর চাহিদা অনুযায়ী তাকে প্রদত্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রাপ্ত আবেদন নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে রেজিষ্ট্রি খাতায় এন্ট্রি করে সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং প্রতি মাসে উপজেলা পোর্টালে নির্ধারিত লিংকে তা আপলোড করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নাগরিক তথ্য জানতে এবং সে বিষয়ে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিষয়ভিত্তিক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে গণশুনানী/সেমিনারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঐ দিনে উপস্থাপিত অভিযোগ ও পরামর্শ/মতামত তৈরিকৃত সফটওয়্যারে যুক্ত করে তার সমাধানের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা হচ্ছে। এনজিও বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য সেবা পেতে বিভিন্ন অফিসে আর যেতে হবে না। বিগত পাঁচ বছরের এই তথ্য সেবাকুঞ্জে থাকছে ফলে সেবা গ্রহীতারা একই স্থান থেকে সেবা পাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি অভিযোগ, পরামর্শ/মতামত প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে তা সেবা প্রত্যাশীকে জানানো হচ্ছে। ***সেবার লিফলেট ঃ*** সেবা গ্রহীতাদের বিভিন্ন দফতরের সেবা সম্পর্কে জানাতে "সেবাকুঞ্জে" সেবার লিফলেট স্থাপন করা হয়েছে। এই লিফলেট/ভাজপত্রে বিভিন্ন দফতরের কি কি সেবা আছে, সেগুলো পেতে কোন কোন কাগজ লাগে, কত টাকা খরচ হয়, কোন আইন/ধারা মুলে সেবা প্রদান করা হয় তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া আছে। সেবা প্রদানকারীর নাম, মোবাইল নম্বরসহ সমুদয় যোগাযোগের ঠিকানাও সেখানে লিপিবদ্ধ করা আছে। এটি বিনামূল্যে সেবাকুঞ্জ থেকে সেবা গ্রহীতারা সংগ্রহ করতে পারবেন। সেবা গ্রহীতার সাথে সেবা প্রদানকারীর নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের জন্যই এই লিফলেট। ***সেবাবোর্ড ঃ*** লিফলেটসমূহ সহজে খুঁজে পেতে এবং সেবা গ্রহীতার ভোগান্তি কমাতে সেবাকুঞ্জে স্থাপিত হয়েছে "সেবাবোর্ড"। সেখানে বিভিন্ন দফতরের সেবাসমূহ নিয়ে ছাপানো লিফলেটসমূহকে একত্রিত করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এই সেবাবোর্ড সেবা গ্রহীতার সেবা প্রাপ্তির সম্ভাবনাকে বহুগুন বাড়িয়ে দিয়েছে। এর পাশাপাশি সেবা গ্রহীতা লিফলেট হতে বিভিন্ন তথ্য একই সাথে পাচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণ করারও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ***কর্মসূচি বোর্ড ঃ*** উপজেলায় বিভিন্ন দফতরের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কাজের প্রদর্শনীর জন্য একটি সমন্বিত কর্মসূচি বোর্ড সেবাকুঞ্জে স্থাপিত হয়েছে। এই বোর্ডে চলতি মাসের বিভিন্ন দফতরের প্রধান প্রধান কাজসমূহ একসাথে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এর ফলে সেবা গ্রহীতারা সেবাকুঞ্জে আসলেই জানতে পারেন কোন অফিসের কাজ কোন তারিখে আছে। এর পাশাপাশি কোন কর্মকর্তা কখন কোথায় ব্যস্ত থাকবেন সেই সম্পর্কেও তথ্য জানা সম্ভপর হয়। নির্ধারিত তারিখ ও সময় জানা থাকায় ঐ সকল কর্মকান্ডে সেবা প্রত্যাশীরা অংশ নিতে পারে এবং সেবা গ্রহীতার কাজের ধরণ সম্পর্কেও তারা ধারণা পায়। প্রত্যাশা এই যে, এই কর্মসূচি বোর্ড সেবা গ্রহীতা ও সেবা প্রত্যাশীর মাঝে আস্থাহীনতা কমাতে সহায়তা করবে। তথ্য প্রাপ্তি সহজ ও নিশ্চিত হবে।

		সেবা প্রত্যাশীর বিশ্রামাগার 'অরুনিমা' সেবা প্রত্যাশী সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন কাজ ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করতে সেবাকুঞ্জে বিশ্রামাগার 'অরুনিমা' সংযোজিত হয়েছে। বিভিন্ন কাজে সেবা প্রত্যাশী জনগণ উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ উপজেলা পরিষদে আসেন। নানা কাজে তাদের অপেক্ষা করতে হয়। বিভিন্ন দরখাস্ত, ফরম পূরণ করতে হয়। প্রতিটি কাজে বিক্ষিপ্তভাবে সেবা গ্রহীতারা বিভিন্ন স্থানে অপেক্ষমান থাকেন। সেবাপ্রার্থীদের এই সব কাজে সহায়তা করার জন্য বিশ্রামাগারটি চালু করা হয়েছে। এখানে সেবা গ্রহীতারা তার প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করার পাশাপাশি আনন্দের সাথে সময় কাটাতে পারেন। অরুনিমাতে সেবা গ্রহীতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দ্বারা সাজানো হয়েছে। যাতে সেবা গ্রহীতারা এখানে অপেক্ষামান থেকেও প্রাসঙ্গিক তথ্য জানতে পারেন। সরকারি অফিসে সেবা গ্রহীতার কথা চিন্তা করে বিশ্রামাগার বানানোর মাধ্যমে সেবা গ্রহীতার চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়েছে। যা তাঁকে সরকারি সেবা নিতে আস্থাশীল করে তুলবে। সেবা গ্রহীতার আনন্দ দায়ক এই অবস্থানকাল সরকারি সেবা ব্যবস্থায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
০২	মোবাইল এ্যাপস	***হাতের মুঠোয় মহাদেবপুর*** ***অভিযোগ, পরামর্শের জন্য দেশের প্রথম উপজেলা ভিত্তিক এ্যাপস "মহাদেবপুর.নওগাঁ"*** চট্টগ্রাম থেকে চাল কিনতে আর কষ্ট করে মহাদেবপুর আসতে হবে না। এখন মোবাইল এ্যাপস থেকে তথ্য নিয়ে নির্দিষ্ট চালকলে আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন নিমিষেই। শুধু তথ্য আর পরিসংখ্যান নয়; এখন যে কোন সমস্যা, পরামর্শ কিংবা মতামতও দেয়া যায় সহজেই। এ্যাপস থেকে করা অভিযোগ সরাসরি চলে যাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ফেসবুক পাতায়। এ্যাপসটির নাম "মহাদেবপুর.নওগাঁ।" উপজেলার সকল মানুষের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের জন্য এই এ্যাপস। সেবা গ্রহীতার যাতায়াতের খরচ, বার বার ঘোরাঘুরি খরচ কমিয়ে, তাৎক্ষণিকভাবে অল্পসময়ে সেবা দিতে এই এ্যাপস কাজ করে। এই এ্যাপসে মহাদেবপুর উপজেলার ইতিহাস, ভৌগলিক পরিচিতি, বিভিন্ন পরিসংখ্যান, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা, ভাষা ও সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও বিনোদন এর পাশাপাশি বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের তথ্য দেয়া আছে। উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাদের নাম ও যোগাযোগের বিবরণ এখানে পাওয়া যাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এনজিও, রাইস মিলের তালিকা, জরুরী যোগাযোগের জন্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, স্বাস্থ্য সেবা, প্রেস ক্লাব ব্যাংক, আবাসন-হোটেলের তথ্য এ্যাপসটিকে সমৃদ্ধ করেছে। সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদের নেতৃবৃন্দের পাশাপাশি, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের সাথে যোগাযোগের তথ্যও এখানে আছে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে কোন অভিযোগ, পরামর্শ/মতামত দিতে চাইলে এখান থেকে সরাসরি ফেসবুক পেজে সেগুলি পোষ্ট করা যাবে। এই সেবা মনিটর করার জন্যই এই এ্যাপস এর চিহ্নে বলা হয়েছে মহাদেবপুর "০" কিলোমিটার। বিশ্বের যে প্রান্তেই আপনি থাকুন না কেন; সেবা সেখানেই পৌঁছে দেয়া হবে। *ডাউনলোড পদ্ধতি* এই এ্যাপসটি চালু করতে হলে ইন্টারনেট অপশন চালু করতে হবে। এরপর গুগল প্লেস্টোর থেকে মহাদেবপুর.নওগাঁ লিখে সার্চ দিতে হবে। এ্যাপসটি আসলে ডাউনলোড করতে হবে। একবার ডাউনলোড হয়ে গেলে অফলাইনে তথ্য সেবা পাওয়া যাবে।
০৩	মাতৃসেবা এ্যাম্বুলেন্স	নারী ও শিশুর বিশেষত গর্ভবতী মা এর প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষায় ইউনিয়নের কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য কমিউনিটি এ্যাম্বুলেন্স "মাতৃসেবা এ্যাম্বুলেন্স" তৈরী করা হয়েছে। এ উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের মধ্যে ভীমপুর ইউনিয়নে ০২টি এবং প্রতিটি ইউনিয়নের জন্য ০১টি করে মোট ১১টি "মাতৃসেবা এ্যাম্বুলেন্স" তৈরী করা হয়েছে। এতে প্রতিটি ভ্যানে একজন করে উদ্যোক্তা এর কর্মসংস্থান এর সুযোগ তৈরী হয়েছে।
০৪	ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী "দীপশিখা"	সৃজনশীলতা বিকাশের লক্ষে তৃণমূল পর্যায়ে বই পৌঁছে দিতে ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী ভ্যান "দীপশিখা"এর যাত্রা শুরু করা হয়েছে। এখানে ইউনিয়ন পর্যায়ে স্কুল, কলেজ এর সাথে উপজেলা কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর সংযোগ স্থাপনের জন্য ১০টি ইউনিয়নে ১০টি ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী ভ্যান চালু করা হয়েছে।

<u>(খ) উপজেলা ভূমি অফিস, পাবনা সদর, পাবনা</u>

১। ন প্রস্থাবিত ক্ষত্র বাহ্নি : মিস কেস প্রক্রিয়া সহজীকরণ।

ব্জা প্রি স্কা ল্রা দ্রত্ত ট্রি : দীর্ঘ মেয়াদী মিস কেস প্রক্রিয়া

ঙ্গ্র ল্ল ন প্লি ধ ষ্টিড্রক্ষ : সফটওয়্যারে ডাটা এন্ট্রি, শর্ট মেসেজ,হাইপারলিংক পদ্ধতির মাধ্যমে সঠিক সময়ে নথি তলব, ইউএলও এর প্রতিবেদন প্রাপ্তি, এবং দ্রুততম সময়ে মিসকেস নিষ্পত্তিকরণ।

গ্ল ষ্টিন প্লি ধ ষ্টিম্রব্রদ্র : (১) তর্কিত তফশীলের জমির মালিক দুর-দুরান্তে অবস্থান করায় নোটিশ জারী ঠিকমত হয় না।

(ঙ্ক) বাদী বিবাদী একই তারিখে শুনানীতে উপস্থিত হয়না।

(ঙ্ক) শুনানীর তারিখ পরিবর্তন হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ জানতে পারেন না।

(গ্ল) রেকর্ড রুমের পুরাতন নথি খুঁজে পেতে বিলম্ব হওয়া।

গ্ল ড্রল্র প্লি ড্রল্লিপ্লি : (১) ব ক্সপ্রক্সম ড্রক্লি ম্রপ্লিম্রষ্টিম্রপ্লিক্স স্কাপ্লিপ্লিস ব্র স্ক্রি প্লি ধ কম্রদ্র:

(ঙ্ক) ড্রভ্রগ্রথ স্কর্ব্বপ্লি ত্রপ্লিট্রিক্রপ্লি:

(ঙ্ক) হ্রগ্র ম্রি ক্লিড্রঠ্রল্লপ্রপ্লি থ ব্রপ্লিক্সধ প্লিঙ ঠ্রপ্লিক্লিম্রপ্লি

(গ্ল) ন ক্রস্রক্রস্থ-স্কাম্র অ্যালার্ম এসএমএস প্রদান ও তদন্ত রিপোর্ট প্রাপ্তি

(গ্ল) হাইপারলিংক পদ্ধতিতে রেকর্ড রুমের নথি তলব ও শুনানী

(৭) হ্রগ্র ম্রি ক্লিড্রঠ ল্লপ্রপ্লি থ ব্রপ্লিক্স ধ প্লিঙ ঠ্রপ্লিক্লিম্রপ্লি

(ক্ক) চূড়ান্ত আদেশ

গ্ল ম্রপ্লিম্রপ্লিব্রকপ্লি (স্র ধ প্লিঙ থ ড্রস্পক্সপ্রধ প্লিঙ)

মাইলস্টোন	একটিভিটি	কে করবে	Time (ফেব্রুয়ারী/১৭-জুন/১৭)				
			ফেব্রুয়ারি ১-২৯	**মার্চ ১-৩১**	**এপ্রিল ১-৩০**	**মে ১-৩১**	**জুন ১-৩০**
রেকর্ড রুমের হাইপারলিংক ব্যবস্থা চালুকরণ	নথিপত্রের ডাটাবেইজ এন্ট্রিকরণ	সার্টিফিকেট পেশকার	■	■			
সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ	মিস কেসের যাবতীয় তথ্যাদি আপলোড	সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও টেকনিশিয়ান			■	■	
টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ	এসএমএস, হাইপারলিংক ডাটাবেইজ সম্পর্কে টেকনিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান	সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও টেকনিশিয়ান					■

ক্ক প্রপ্লি ল্লক্লি কল্র স্কধ প্লিব্রেপ্লি,ভ্র প্রম্রক্রস্কাপ্লিপ্লি স্র ন ক্রস্থ স্র,শ্ল কপ্লিট্রি:

নাম	পদবী	অফিস	মোবাইল	ই-মেইল
সরকার অসীম কুমার	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	পাবনা সদর, পাবনা	01762621013	sakumar03ru@gmail.com

[illegible] : [illegible]
[illegible] : [illegible]
[illegible] :

		খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	১৮০ দিন	৬০০০	১২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	৩০ দিন	৪০০	০২ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত বেনিফিট	১৫০ দিন	৫৬০০	১০ বার

<u>(গ) উপজেলা সমবায় অফিসার, নাটোর সদর, নাটোর</u>

সমবায় সমিতি গঠন ও দ্রুত নিবন্ধন :

চিহ্নিত সেবার নামঃ "সমবায় সমিতি গঠন ও দ্রুত নিবন্ধন "

২। চিহ্নিত সেবার বিদ্যমান সমস্যা :

ক। সময় সাপেক্ষ

খ। জনগনের ভোগান্তি বেশী

গ। আর্থিক কারচুপি

ঘ। অফিসের দুরত্ব বেশী

৩। সমস্যাটির ভুক্তভোগী কারা?

দেশের সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রত্যাশী সমবায়ীবৃন্দ

৪) সমস্যাটির মূল কারণ :

(ক) নিবন্ধন প্রত্যাশী সমবায়বৃন্দের বাড়ী হইতে উপজেলা ও জেলা সমবায় অফিসের দুরত্ব বেশী

(খ) অভিজ্ঞতার অভাব

(গ) দীর্ঘ সূত্রিতা।

৫) সমস্যাটির পরিধি কত বড়?

গড়ে প্রতি **উপজেলা** পর্যায়ে নিবন্ধন প্রত্যাশী প্রায় ৫০০০ সমবায়ী।

৬) কি সমাধান?

১) **নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য প্রদান ,উপকরণ সংগ্রহ** এবং **লিপিবদ্ধকরন ও সমন্বয়ে সহায়তার জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন ও সহায়তাকারী মোবাইল নম্বর প্রদান।**

২) উপজেলা ওয়েব পোর্টাল ও ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্রের সংশিস্নষ্ট ওয়েব সাইটে নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য ও **আবেদন** ফরম সংযু**ক্তক**রণ, ।

৩) সমবায়ীদের ডাটাবেজ তৈরী

৪) প্রচলিত পদ্ধতির পাশাপাশি অন লাইনে নিবন্ধন আবেদন গ্রহন।

৫) নিবন্ধনের আবেদন প্রাপ্তির ৩(**তিন**) কর্মদিবসের মধ্যে স্থানীয় তদন্ত ও যাচাই সম্পূর্ন করা।

৬) **সমিতি পর্যায়ে** নিবন্ধন প্রত্যাশীদের **সমবায় সম্পর্কিত ধারণা ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।**

৭)এস এম এস এর মাধ্যমে সমবায়ীদের আবেদন প্রাপ্তির সহ স্থানীয় তদন্ত ও নিবন্ধন সম্পন্নের তথ্য জানানো ।

৭) প্রত্যাশিত ফলাফল(TCV)

	সময়	খরচ	যাতায়াত
আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	৩০ দিন	৩০০০/- টাকা	৩ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	১ দিন	১০০০/-	১ বার
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত সুবিধা	কম সময়	কম খরচ	কম পরিশ্রম

৮) সমাধান প্রক্রিয়া (Flow Chart)

আইডিয়ার বিবরণ	নতুন প্রসেস ম্যাপ
উপজেলা সমবায় বিভাগের তৈরীকৃত হেল্প ডেস্কে এসে সমবায় সমিতি নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য গ্রহণ করে তথ্য অনুযায়ী প্রচলিত পদ্ধতিতে আবেদনের হার্ডকপি দাখিল করবেন।	নিবন্ধন প্রত্যাশী সমবায়ী ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র / উপজেলা হেল্পডেস্ক উপজেলা ও জেলা ওয়েবপোর্টাল

অথবা অনলাইন আবেদন করতে চাইলে একজন সাধারণ জনগণ মোবাইল ব্যাংকিং অথবা সোনালী ব্যাংকে ট্রেজারী চালান এর মাধ্যমে নিবন্ধন ফি জমা দিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রের মাধ্যমে ওয়েব পোর্টাল থেকে চাহিত তথ্য অনলাইণ আবেদন ফরমে পুরণ করে প্রেরণ করবেন।

উপজেলা অফিস আবেদনপত্র গ্রহণের খবরটি (SMS) এর মাধ্যম মোবাইলে প্রেরণ করবেন। উপজেলা অফিস উক্ত আবেদনের ভিত্তিতে সরেজমিনে গিয়ে যাচাই বাচাই করে সদস্যদের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যের হার্ডকপি সংগ্রহ করে জেলা অফিসে প্রেরণ করবেন।

জেলা অফিস আবেদনপত্র গ্রহণের খবরটি (SMS) এর মাধ্যম মোবাইলে প্রেরণ করবেন। জেলা অফিস কাগজপত্র যাচাই বাচাই করে আবেদনকারীর মোবাইল ফোনে নিবন্ধন সম্পান্নের খবরটি এস এম এসের মাধ্যমে প্রেরণ করে নিশ্চিত করবেন। সদস্যগন নিবন্ধনের খবর জেনে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করবেন।

৯)বাস্তবায়নকারী দল :

দলনেতা	সদস্য ১	সদস্য ২	সদস্য ৩
নাম: মো: মোস্তাফিজুর রহমান পদবী: উপজেলা সমবায় অফিসার দপ্তর: নাটোর সদর, নাটোর ঠিকানা: উপজেলা সমবায় কাযালয় মোবাইল: ০১৭১৭০৮৮৭৪৫ ইমেইল: uco.mostafizur@gmail.com	নাম:মো:জহুরুলইসলাম পদবী: সহকারী পরিদর্শক দপ্তর: সমবায় অফিস ঠিকানা: নাটোর সদর, নাটোর মোবাইল:০১৭৮৩১২৫২৮৯ ইমেইল: নাই	নাম: মুন্নি খাতুন পদবী: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর দপ্তর: সমবায় অফিস ঠিকানা: নাটোর সদর,নাটোর মোবাইল:০১৭৬১০৩৫৭০০ ইমেইল: নাই	নাম: মোঃ রেজাউল ইসলাম পদবী: অফিস সহায়ক দপ্তর: সমবায় অফিস ঠিকানা: নাটোর সদর, নাটোর মোবাইল:০১৭১৯০৬২০৭৫ ইমেইল: নাই

মাইলস্টোন	ডিসেঃ	জানু/১৫	ফেব্রঃ	মার্চ	এপ্রিল	মে
অবহিতকরণ ,অনুমোদন ও প্রস্তুতি গ্রহণ						
সমিতি গঠণ						

নিবন্ধন						

১১. রিসোর্স ম্যাপঃ

প্রয়োজনীয় সম্পদ	**বিবরণ**	**প্রয়োজনীয় অর্থ**	**কোথা হতে পাওয়া যাবে?**
জনবল	প্রচার প্রচারণা	৫,০০০/-	**সমবায় বিভাগের সি,ডি,এফ ফান্ড অথবা সরকারের প্রকল্প খাত থেকে।**
বস্তুগত	-	-	-
আর্থিক	**প্রশিক্ষণ উপকরণ, খাবার ও ভাতা প্রতি প্রশিক্ষণ ৩০০০হিসাবে ৬ মাসে ১৫ টি ।**	৪৫,০০০/-	সমবায় বিভাগের সিডিএফ ফান্ড অথবা সরকারের কোন প্রকল্প থেকে।
অন্যান্য	-	-	-
প্রয়োজনীয় মোট অর্থ		৫০,০০০/-	

১২. ঝুঁকিঃ

প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগীতা না পাওয়া, পেশাদার ওয়েব ডিজাইনারের অভাব, নিবন্ধন প্রত্যাশী সমবায়বৃন্দের অনলাইন সম্পর্কে অজ্ঞতা, প্রচারণার অভাব

১৩. কিভাবে এ আইডিয়াটি অন্য স্থানে ব্যবহৃত হতে পারে?

পাইলট প্রকল্প হিসাবে।

নাটোর সদর উপজেলায় ৬ (ছয়) টি সমবায় সমিতি পাইলট প্রকল্প এর আওতায় দ্রুত নিবন্ধনরে কাজ শেষ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	সমিতির নাম	রেজি নং	তারিখ	সদস্য সংখ্যা
১)	এক ডালা নারায়নপুর মহিলা সি আই জি (ফসল) সমবায় সমিতি লি :	১৮৪	২৪.০২.২০১৫	২০ জন
২)	চেউখালী সি আই জি (ফসল) সমবায় সমিতি লি:	১৮৫	০১.০৩.২০১৫	২০ জন
৩)	আগদিঘা সারবিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি:	১৮৬	০৯.০৩.২০১৫	৪৭ জন
৪)	ফতেঙ্গা পাড়া সারবিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লি:	১৮৭	০৯.০৪.২০১৫	৫০ জন
৫)	সুলতান পুর মহিলা সি আই জি (ফসল) সমবায় সমিতি লি:	১৮৮	২২.০৪.২০১৫	২০ জন

৬)	শাপলা কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী সমবায় সমিতি লি:	১০	২৭.০৫.২০১৫	২২ জন

১গ্ল. **বাস্তবায়নকারীর নাম**				
ব্রিল্প্র	ভ্রপ্রস্রক্র	ৰ ষ্ক্রিড়	প্রেষ্বিষ্ট্রিস্র	ৼ -গ্ল্যে স্র
মো: মোস্তাফিজুর রহমান	উপজেলা সমবায় অফিসার	উপজেলা সমবায় অফিস নাটোর সদর , নাটোর	০১৭১৭০৮৮৭৪৫	uco.mostafizur@ gmail.com
মো:জহুরুল ইসলাম	সহকারী পরির্দশক	উপজেলা সমবায় অফিস নাটোর সদর , নাটোর	০১৭৮৩১২৫২৮৯	
নাই	সহকারী পরির্দশক	উপজেলা সমবায় অফিস নাটোর সদর , নাটোর		
মুন্নি খাতুন	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর	উপজেলা সমবায় অফিস নাটোর সদর , নাটোর	গ্ল১৭গ্ল ১গ্লঙ্কগ্মগ্লগ্ল	
মো: রেজাউল ইসলাম	সহায়ক অফিস	উপজেলা সমবায় অফিস নাটোর সদর , নাটোর	গ্ল১৭১ঙ্কগ্লগ্ল ঙ্কগ্ল৭গ্ম	

<u>(ঘ) জেলা প্রশাসন, নাটোর ও সহকারী কমিশনার (ভূমি), লালপুর, নাটোর</u>

জেলা প্রশাসন, নাটোর	পাইলট প্রকল্পের তথ্য-উপাত্ত(সংক্ষেপে)	ছবি

	১। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর-এর সামনে তৈরী করা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল। ২। ডিসি পার্কের সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ চলছে। এখানে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রজাতির ফুল গাছ রোপন করা হয়েছে। পার্কের দেয়ালে রং বেরং-এর লাইট লাগানো হয়েছে। ৩। পার্কের পূর্বদিকে বিভিন্ন ঝর্ণা সমন্বিত লেকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি ঘাট তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। ৪। পার্কের দক্ষিণ পূর্বদিকে বনলতা সেনের “জীবনানন্দ দাস” রবীদ্রনাথ ঠাকুরের “সোনার তরী” এবং কাজী নজরুল ইসলামের”কান্ডারী হুশিয়ার এই তিনটি কবিতা সমন্বিত ত্রিমোহনী চত্বর তৈরী করা হয়েছে।	 জাতির পিতা বঙ্গাবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যূরাল।
সহকারী কমিশনার (ভূমি), লালপুর, নাটোর	১। মৃত্তিকা বন্ধন, সেবা প্রত্যাশিদের বসার স্থান ২। www.aclandbaraigram.gov.bd ৩। দালালদের দৌরাত্ব্য কমানোর জন্য অফিস সহকারীদের আইডি কার্ড প্রদান ৪। সেবামুলক অডিও ৫। তথ্য কেন্দ্র ও হেল্পডেক্স ৬। খামের প্রচলন হাজিরা টোকেন ও সেবা ৭। মোবাইল ফোন চার্জার, সুপেয় পানির ব্যবস্থা, সাইকেল স্ট্যান্ড ৮। On The Spot হাটের চান্দিনা ভিটিসহ দোকানের লাইসেন্স নবায়ন ৯। গণশুনানীর কার্যক্রম নিয়মিতভাবে আয়োজন ১০। রাজস্ব আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য একটি এজলাস তৈরী এবং শুনানী অন্তে দ্রুততার সাথে মামলা নিষ্পত্তি ১১। খাস জমির ডাটাবেইজ এবং ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ে হোল্ডিং এর ডাটাবেইজ প্রস্তুতকরণ।	 এজলাস

(ঙ) প্রকল্পের শিরোনাম ঃ “কমিউনিটিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে মা ও শিশু মুত্যুর হার কমানো”

বাস্তবায়নকারী কর্মকতা ঃ ডাঃ গোপেন্দ্রনাথ আচার্য্য, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা পুঠিয়া, রাজশাহী।

প্রকল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

পুঠিয়া উপজেলার শিলমাড়িয়া ইউনিয়নের সাধনপুর কমিউনিটি ক্লিনিক এলাকা (পাইলট প্রকল্প) স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হইতে প্রায় ২৫ কিঃমিঃ এবং সেখানে কোন ডাক্তার না থাকায় সেই একালায় গর্ভবতী মহিলারা চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং ফলোআপের জন্য তাদেরকে ২৫+২৫=৫০ কিঃমিঃ রাস্তা অতিক্রম করে স্বাস্থ্য সেবা নিতে হচ্ছে যাহা একই সাথে ঝুকিঁ পূর্ন, সময় সাপেক্ষ্য এবং ব্যায় বহুল ও বটে। একই অবস্থা ঐ অঞ্চলে সকল ০৫ বছরের শিশুর জন্য ও প্রযোজ্য। প্রকল্পটির মেয়াদ কাল অক্টোবর/১৪ ইং হইতে সেপ্টেম্বর/২০১৫ ইং পর্যন্ত ছিল যার কার্যক্রম বর্তমানেও চালু আছে। কমিউনিটিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে মা ও শিশু মৃতুর হার কমানোর লক্ষ্যে একটি কমিউনিটি ক্লিনিক এর এলাকা নির্ধারণ করে সেখানকার গর্ভবতী মহিলা ও ৫ বছরের সকল শিশুকে সমন্বিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করে একটি পাইলট প্রকল্প চালু করা হয়। যার উদ্দেশ্য মাতৃ মৃত্যু ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো এবং দৈনন্দিন শারিরীক ভোগান্তি কমানো এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারি জনগোষ্ঠী তৈরী করা ।

সাধনপুর কমিউনিটি ক্লিনিক (প্রকল্প এলাকা)

প্রকল্পের উপকার ভোগীর বিবরণ

- কমিউনিটিতে বসবাসরত সকল গর্ভবতী মহিলা ও ৫ বছরের নিচের সকল শিশু এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত।

বর্তমানে নিবন্ধিত গর্ভবতী মহিলার সংখ্যা ১৩২ জন এর মধ্যে ঝুকিপূর্ণ প্রসবের সংখ্যা ২৫ জন।

- ৬৫২ জন শিশু চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করছেন।

ইনোভেশন :

- সিডিউল অনুযায়ী ঐ কমিউনিটি ক্লিনিককে (পাইলটভুক্ত সাধনপুর সিসি এলাকা) প্রেষণে একজন ডাক্তার নিয়োগ করা।
- ঝুকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলা চিহ্নিতকরণ।
- ঝুকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের জন্য কমিউনিটি ক্লিনিকে তিন চাকার একটি ভ্যান গাড়ী ব্যবস্থা রাখা । প্রয়োজনে উপজেলা হাসপাতালে প্রসবের জন্য প্রেরণ করা।
- ০২ টি মোবাইল ফোন সরবরাহ করা। ১ টি সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকে ও ১ টি

ভ্যানচালকের কাছে প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য।

- ডাক্তারের মাধ্যমে ৫ বছরের নীচে সকল গুরুতর অসুস্থ শিশুকে সেবা প্রদান করা। ৩ চাকা বিশিষ্ট ভ্যান গাড়ী (মিনি এ্যাম্বুলেন্স)

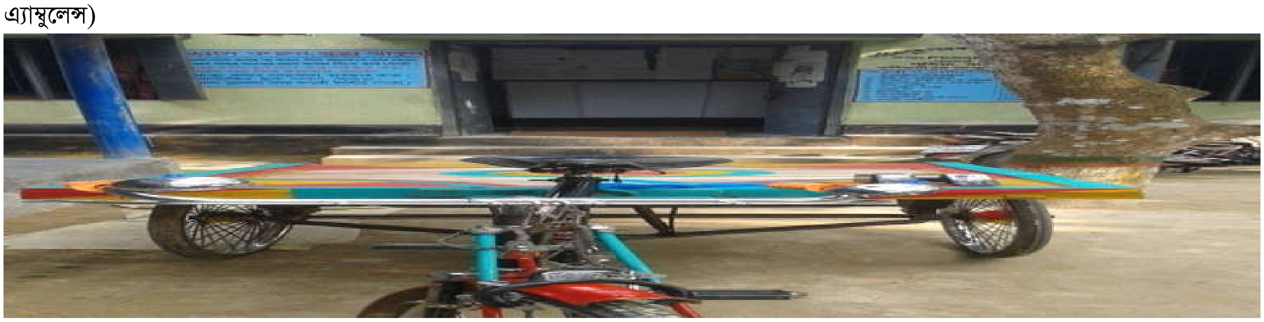

প্রকল্প অনুযায়ী নতুন কার্যক্রম:

- সিডিউল অনুযায়ী ঐ কমিউনিটি ক্লিনিকে (পাইলটভুক্ত এলাকা) প্রেষনে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন ডাক্তার নিয়মিত চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন।
- ঝুকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলা চিহ্নিতকরণ। প্রয়োজনে ভ্যান গাড়ী তে করে উপজেলা হাসপাতালে প্রসবের জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে।
- ২ টি মোবাইল ফোন সরবরাহ করা হয়েছে যার ১ টি সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি ক্লিনিকে ও ১ টি ভ্যানচালকের কাছে যার মাধ্যমে জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগের করা হয় ।

- ৫ বছরের নিচে সকল শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রেষণকৃত ডাক্তার কর্তৃক গর্ভবতী মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রদান।

স্বাভাবিক প্রসব:

ড়েম্রট্রিপ্রপ্রক্লিম্র ভ্রদ্ধাষ্ঠি:

পূর্ববতীঃ	পরবতীঃ
• কমিউনিটিতে চিকিৎসক প্রেষণে নিয়োগ ছিল না। • ঝুকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলা নির্ধারণ করা হত না। • যাতায়াতের বা যোগাযোগে মাধ্যম না থাকায় সময়মত উপজেলা হাসপাতালে না পৌছানোর কারনে মৃত্যু হার বেশী হয়।	• কমিউনিটিতে প্রেষণে চিকিৎসক নিয়োগ প্রদান করা হয়। • ফলোআপের মাধ্যমে ঝুকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলা নির্ধারণ করা হয়। • যাতায়াতের মাধ্যম হিসাবে ভ্যান গাড়ী চালু রাখা ও জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য মোবাইল ফোন ব্যবহার করার মাধ্যমে দ্রুত হাসপাতালে পৌছানো যায় ফলে ঝুকি ও মাতৃ মৃত্যুর হার অনেক কম হয়।

টিসিভির আলোকে অর্জিত ফলাফল :

এক জন গর্ভবতী মহিলার গর্ভকালীন সময়ে ৪-৬ বার চেকআপের জন্য প্রকল্প এলাকা হতে উপজেলা হাসপাতালে আসতে হয় যার ফলে ঃ

বিবরণ	প্রকল্প বাস্তবায়নের আগে	প্রকল্প বাস্তবায়নের পরে
সময়	৩০-৩৬ ঘন্টা	০১-০২ ঘন্টা
খরচ	২৫০০-৩০০০ টাকা	অনক কম ক্ষেত্র বিশেষে একেবারে নাই
যাতায়াত	যানবহনের অপ্রতুল্যতা অল্যতা , ঝুকিপূর্ণ ও ব্যয়বহুল	সহজ ও নিরাপদ

প্রকল্পটির বর্তমান অগ্রগতির অবস্থা :

- পাইলট প্রকল্প ভুক্ত এলাকায় বসবাসরত সকল গর্ভবতী মহিলা ও ৫ বছরের নিচের সকল শিশু সঠিক সময়ে সুষ্ঠ চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে।
- ঝুকিপূর্ণ গর্ভবতী মহিলাদের সঠিক সময়ে রেফার করে মা ও শিশু মৃত্যু হার কমানো সম্ভব হয়েছে। যা প্রকল্প চালু হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত ০ (শূন্য)।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রকল্পভুক্ত এলাকার জনগণ খুবই উজ্জীবিত এবং আনন্দিত।

প্রকল্পটির বর্তমান অগ্রগতির অবস্থা :

- এই প্রকল্পের কার্য্যক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে গত ১৮/০৮/১৫ ইং তারিখে উপজেলা পরিষদের উদ্যেগে মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-৫ আরো ১৪ টি কমিউনিটি ক্লিনিকে ১ টি ভ্যান গাড়ী ও ২ টি করে মোট=২৮ টি মোবাইল ফোন সংশ্লিষ্ট সিএইচসিপিদের হাতে তুলে দেন।

- মাননীয় সংসদ সদস্য, রাজশাহী-৫ এই প্রকল্পটিকে আরো বেগবান করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি দিক নির্দেশনা মূলক কথা বলেন।

- প্রকল্পের সফলতার ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমে তিনি সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

সুইস রেড ক্রস কর্তৃক পরিদর্শন:

স্থানীয় সাংসদ কর্তৃক প্রদানকৃত ভ্যানগাড়ী ও মোবাইল ফোন বন্টন কার্যক্রম সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন করেন।

প্রকল্পটির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা : প্রকল্পটি সারা বাংলাদেশের কিমিউনিটি ক্লিনিককে ভিত্তি ধরে (যে সকল এলাকার দূরত্ব স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হইতে বেশি) প্রকল্পের অনুরুপ কর্মকান্ড বাস্তবায়িত করলে, এই প্রকল্প এলাকার মত সারা বাংলাদেশে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুর হার দ্রুত কমানো সম্ভব।

- প্রকল্পটি সারা বাংলাদেশে বাস্তবায়ন হলে সেই এলাকার অন্তত ০১ (এক) জনের কর্মসংস্থান করা সম্ভব হবে।
- প্রকল্পটি সুষ্ঠভাবে বাস্তবায়ন করতে স্থানীয় সাংসদ, উপজেলা পরিষদ, স্থানীয় জনগণকে সমন্বয় করতে হবে।
- এছাড়া সিভিল সার্জন, বিভাগীয় স্বাস্থ্য পরিচালক,স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সর্বপরি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যণ মন্ত্রনালয় এর নৈতিক সমর্থনসহ সার্বিক সহযোগীতা প্রয়োজন।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ স্থানীয় জনগন/কমিউনিটি গ্রুপ/স্থানীয় প্রশাসন/ এনজিও এবং স্থানীয় বিত্তবান ব্যাক্তির নিকট হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।
- প্রকল্পটি বাস্তবায়নে তেমন কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। সকলের আন্তরিকতা ও সমন্বয় সাধন করলে সারা বাংলাদেশে এই প্রকল্পটির অনুরুপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব।

(চ) গোদাগাড়ী উপজেলায় খাস পুকুর ইজারা

১. প্রকল্পের নাম: সরকারি খাস পুকুর ইজারা প্রদান কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সফ্‌টওয়্যার প্রস্তুতকরণ।

২.	সমস্যা:	অত্র উপজেলার জনগণের কাঙ্খিত পরিমাণ মাছের চাহিদা পূরণ তথা উপজেলার মৎস্যজীবি/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতির সদস্যদের মৎস্যচাষের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে উপজেলাধীন ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত পুকুরসমূহ ইজারা প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু খাস পুকুরসমূহ ইজারা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতিতে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করতে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে থাকে। ফলে মৎস্য চাহিদা পূরণসহ মৎস্যজীবি/ মৎস্যচাষী সমবায় সমিতির অনুকূলে খাস পুকুরসমূহ দ্রুততার সাথে ইজারা প্রদান কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এরূপ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসনের নিজস্ব উদ্যোগে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হচ্ছে যার দ্বারা অত্যন্ত স্বল্পতম সময়ে মৎস্যজীবি/মৎস্যচাষী সমবায় সমিতির অনুকূলে খাসপুকুর ইজারা প্রদান করা সহজতর হবে। এ বিষয়ে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে অদূর ভবিষ্যতে প্রস্তুতকৃত সফটওয়্যারের গুণগতমানের আরো উন্নয়ন সাধন হবে।
৩.	সমস্যার মূল কারণ:	এটি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার একটি বড় মাধ্যম। এ কারণে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এতে জড়িয়ে পড়তে আগ্রহী। আর এ কারণে অনেকেই জাল-জালিয়াতিসহ বিভিন্ন অনৈতিক কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে পড়ছে যার ফলে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।
৪.	সমাধান:	সকল পুকুরের তালিকা ডাটাবেজের মাধ্যমে অনলাইনে প্রকাশ করা হবে। সেখান থেকে আবেদনযোগ্য মৎস্যজীবি/মৎস্যচাষী সমিতিগণ সরাসরি অনলাইনে তাদের আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবেন। এতে করে সরকারি খাস পুকুর/জলমহাল লীজ কার্যক্রম নিয়ে অনেক জটিলতা কমে আসবে। এই ডাটাবেজের মাধ্যমে কোন সমিতি যদি তাদের ইজারামূল্য পরিশোধ না করেন কিংবা একই সমিতি যদি নির্ধারিত কোটার চাইতে অতিরিক্ত পুকুর টেন্ডার আহ্বান করেন তাহলে তা অতিদ্রুত সময়ের মধ্যে যাচাই করা সম্ভব হবে এবং এ সকল কার্যক্রমের পাশাপাশি এসএমএস প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীকে যে কোন বিষয়ে অবহিত করানো হবে। এছাড়া কোন ব্যক্তি অত্র দপ্তরে না এসে অনলাইনের মাধ্যমেই যে কোন পুকুরের লীজ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য স্বল্প সময়ের মধ্যে জানতে পারবেন।
৫.	ফলাফল:	উপজেলার মৎস্যচাষী এবং মৎস্যজীবিগণ এর সুফলভোগ করবে।
৬.	চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা:	পুকুরে মৎস্য চাষ অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার একটি বড় মাধ্যম। এ কারণে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ মৎস্যচাষে আগ্রহী থাকে। ফলে ব্যাপক পরিসরে বিভিন্ন পেশার জনসাধারণ পুকুর ইজারা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণের ফলে অনেক সময় অনাকাঙ্খিত কিছু জটিলতা সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকে।

৭. পরবর্তী করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপ--

৮. জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছে (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

৯. বাস্তবায়ন এলাকা:সমগ্র এলাকা

১০. উদ্ভাবনী শুরুর তারিখ: ০১/০৬/২০১৫ খ্রি:

১১. উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ: ০১/০৬/২০১৮ খ্রি:

১২. সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা: সরকার, মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবিগণ তথা এবং প্রকৃত মৎস্যচাষী/মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সদস্য। সংখ্যা: ৫,০০০ জন।

১৩. ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎস: টাকার পরিমাণ: ২,০০,০০০/-   উৎস: উপজেলা পরিষদ তহবিল

১৪. বাস্তবায়নকারী: উপজেলা প্রশাসন; অগ্রগতি (%):৬০%

<u>(ছ) গোদাগাড়ী উপজেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী:</u>

১.	প্রকল্পের নাম	:	উপজেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগগণের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।
২.	সমস্যা	:	অত্র উপজেলার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগণ বাস করে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগণ সার্বিকভাবে পিছিয়ে থাকার ধারাবাহিকতায় আইসিটি ক্ষেত্রেও তাদের মাঝে অদক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। ফলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগণকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলাসহ কর্মক্ষেত্রে যেন তারা নিজেদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সমাজের মূল ধারার সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে, সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় অত্র উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আর্থিক সহায়তায় একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছয় মাস মেয়াদী ব্যাচ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রতি ব্যাচে প্রায় ১০ জন করে প্রতি কোর্সে মোট ৬০ জন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ছাত্র-ছাত্রীরা কম্পিউটার বিষয়ে প্রশিক্ষণ লাভ করছে এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাদেরকে নির্ধারিত সনদ প্রদান করা হচ্ছে যা তাদের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা পাবার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।
৩.	সমস্যার মূল কারণ	:	--
৪.	সমাধান	:	--
৫.	ফলাফল	:	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীরা সকল চাকুরীর ক্ষেত্রে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার সুযোগ লাভ ।
৬.	চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা	:	এটি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার একটি বড় মাধ্যম।
৭.	পরবর্তী করণীয়/ভাবনা/পদক্ষেপ	:	--
৮.	জনগণের সেবা প্রদানে কিভাবে এটি ভূমিকা রাখছে (সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	:	কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীরা সকল চাকুরীর ক্ষেত্রে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তোলার সুযোগ লাভ।
৯.	বাস্তবায়ন এলাকা	:	সমগ্র এলাকা
১০.	উদ্ভাবনী শুরুর তারিখ	:	০১/০৬/২০১৫ খ্রিঃ
১১.	উদ্ভাবনী শেষ হওয়ার সম্ভাব্য তারিখ	:	চলমান
১২.	সুবিধাভোগীর ধরণ ও সংখ্যা	:	উপজেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণসহ সকল শ্রেণীর শিক্ষিত জনগণ।
১৩.	ব্যয়ের পরিমাণ ও উৎস	:	টাকার পরিমাণ: ১৪,০০,০০০/- উৎস: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর উন্নয়ন সহায়তা তহবিল।
১৪.	বাস্তবায়নকারী	:	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৫.	জেলা	:	রাজশাহী
১৬.	বিভাগ	:	রাজশাহী
১৭.	অগ্রগতি (%)	:	৮০%

(জ) বাস্তবায়নকারী অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) চাঁপাইনবাবগঞ্জ

পাইলট প্রকল্পের শিরোনাম: সেবাভিত্তিক সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন	পাইলট প্রকল্পের তথ্য উপাত্ত (সংক্ষেপে)
	সিটিজেন চার্টার বা নাগরিক সনদ জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দেয়ার আধুনিক প্রক্রিয়া। বর্তমান সেবা ভিত্তিক সিটিজেন চার্টারটির বৈশিষ্ট্য: ● নাগরিক সেবা সহজিকরণের জন্য সিটিজেন চার্টারটিতে দাপ্তরিক কার্যক্রমের বর্ণনা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র জনগণকে প্রদেয় সেবার তালিকা ও তা পাওয়ার প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়। ● সেবা ভিত্তিক এ সিটিজেন চার্টারটি ওয়েবসাইটে সহজলভ্য যা সেবা প্রাপ্তি প্রক্রিয়াকে সহজিকরণ করে। ● সিটিজেন চার্টারটি সেবাভিত্তিক হওয়ায় বর্তমানে একজন সেবা গ্রহিতা অল্প সময়ের মাঝেই সেবা গ্রহণের সুযোগ লাভ করতে পারছে। ● সেবার নামসমূহ হাইপারলিংক করে দেয়ার ফলে খুব সহজে একজন সেবা গ্রহিতা কাঙ্খিত সেবার সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে যা সেবার মানকে অধিকতর সুনির্দিষ্ট ও জনবান্ধব করেছে। ● বর্তমানে প্রচলিত ২য় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টারটি ১ম প্রজন্মের প্রসেসভিত্তিক সিটিজেন চার্টার এর তুলনায় অধিকতর সেবামুখী । ● সিটিজেন চার্টারকে অধিকতর জনবান্ধব করার জন্য ওয়েব সাইটে নাগরিক মতামত গ্রহণ সংক্রান্ত ছক এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং এর অধীন অফিসসমূহে সেবা ও পণ্যের মান সম্পর্কে অভিযোগ প্রেরণের নমুনা সংযুক্তি দেয়া হয়েছে যা সেবা প্রদানকারী দপ্তরের দক্ষতা এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করেছে। বর্তমান সিটিজেন চার্টারটি নাগরিক সেবা সহজিকরণ, সেবার সুনির্দিষ্ট মান নিয়ন্ত্রণ, সেবা প্রাপ্তি সুলভ করা, সেবা প্রদান পদ্ধতিতে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং সেবা প্রদানকারী দপ্তরের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করেছে।

(ঝ) উপজেলা কৃষি অফিসার, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট

পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নকারীর নাম, পদবী ও ঠিকানা	পাইলট প্রকল্পের তথ্য উপাত্ত(সংক্ষেপে)	সচিত্র প্রতিবেদন
উপজেলা কৃষি অফিসার জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট	ই-কৃষির ব্যবহার: নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ও কৃষি সেবা সহজীকরণে ই-কৃষির ব্যবহার শীর্ষক ডিজিটাল এ্যাপস বিতরণ এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকদের চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান।	 কৃষি অ্যাপস প্রদর্শনী চিত্র-১ কৃষি অ্যাপস প্রদর্শনী চিত্র-২

(ঞ) [illegible]

সংযুক্তিঃ ০২: <u>মৎস্য চাষীদের ডাটাবেজ তৈরি ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প।</u>

১। প্রকল্পের নামঃ আত্রাদ্বিগুণ ও খেলনা ইউনিয়নে মৎস্য চাষীদের ডাটাবেজ তৈরি ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প।

২। অর্থায়নেঃ ধামইরহাট উপজেলা পরিষদের এডিপি (উন্নয়ন) ফান্ড।

৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

(ক) স্বল্প সময়ে ও সহজে মৎস্যচাষীদের পরামর্শ প্রদান ব্যবস্থা নিশ্চিৎকরণ।

(খ) মৎস্যচাষীদের উন্নত প্রযুক্তিতে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষিত করণ।

৪। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

(ক) মৎস্যচাষী সনাক্তকরন ও তালিকাভুক্তকরণ।

(খ) তালিকাভুক্ত মৎস্যচাষীদের ডাটাবেজ প্রণয়ণ।

(গ) তালিকাভুক্ত মৎস্যচাষীদের মৎস্যচাষের নিয়মাবলী সংক্রান্ত বই বিতরণ।

(ঘ) মৎস্যচাষীদের মাছ চাষ কার্যক্রম সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ প্রদাণ।

৫। প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতাঃ

(ক) ধামইরহাট উপজেলার সকল মৎস্যচাষীদের মৎস্য চাষ পদ্ধতি ও মৎস্য খামার সংক্রান্ত এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের নিমিত্তে মৎস্যচাষীদের তথ্য সংগ্রহ ফরম তৈরি।

(খ) তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ ও তাঁদের তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত প্রশিক্ষন প্রদাণ।

(গ) তথ্য সংগ্রহকারী কর্তৃক নির্ধারিত ছকে মৎস্যচাষীদের তথ্য সংগ্রহ।

(ঘ) সংগৃহীত ডাটা অনুযায়ী মৎস্যচাষীদের তালিকা ও ডাটাবেজ প্রণয়ণ।

(ঙ) মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং অভিজ্ঞ মৎস্যচাষীদের সমন্বয়ে একটি মৎস্যচাষ পরামর্শদাতা গ্রুপ গঠণ।

(চ) মৎস্যচাষ পরামর্শদাতা গ্রুপ এর মোবাইল নম্বর সম্বলিত তালিকা গঠণ এবং মৎস্যচাষের সাধারন নিয়মাবলী সমৃদ্ধ "বিবিধ মাছের চাষ পদ্ধতি, রোগও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা" শিরোনামে বই প্রস্তুত।

(ছ) তালিকাভুক্ত মৎস্যচাষীদের অংশগ্রহনে প্রশিক্ষণ কর্মশালা।

(জ) তালিকাভুক্ত মৎস্যচাষীদের মাঝে মৎস্যচাষ পরামর্শদাতা গ্রুপ এর মোবাইল নম্বর সম্বলিত তালিকা এবং মৎস্যচাষের সাধারণ নিয়মাবলী সমৃদ্ধ "বিবিধ মাছের চাষ পদ্ধতি, রোগ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা" শিরোনামে বই বিতরণ ।

(ঝ) মৎস্যচাষ পরামর্শদাতা গ্রুপ কর্তৃক মৎস্যচাষীদের মাছ চাষ কার্যক্রম সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ, পরামর্শ ও বিভিন্নভাবে সহযোগীতা প্রদান।

৬। বর্তমান ফলাফলঃ

মোট ১০২ জন মাছচাষির ডাটাবেইজ তৈরী করা হয়। "বিবিধ মাছের চাষ পদ্ধতি, রোগও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা" বইটি হাতে পেয়ে বইয়ে প্রদত্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী মাছচাষীরা মাছ চাষ করতে পারছেন। মাছ চাষ বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণের জন্য মৎস্যচাষী, মৎস্যচাষ পরামর্শদাতা গ্রুপের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করে পরামর্শ গ্রহণ করছেন। মৎস্যচাষীদের ডাটাবেজের সাহায্য নিয়ে মৎস্য দপ্তর তালিকাভুক্ত মৎস্যচাষীদের পর্যবেক্ষণ, পরামর্শ প্রদান কিংবা মৎস্য চাষে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হচেছ। প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত উপযুক্ত মৎস্য চাষী নির্বাচনে উক্ত ডাটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

<u>(ট) মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ইনোভেশন</u>

লক্ষ্ম্যিণীক খ ন ষচিঠিক্ষটি্ৰব ক্ষিপ্রগুম্ভ ম্বিট্টিহম্রিক্ৰৰঙ্গস, ম্বিট্টিহম্রিক। ত্র. হম্বণীর ভ্ৰেম্বঞ্জীড় চৌফুম্বক্ৰ্দ ভ্র-ভ্রম্বিচষ্ট্রিক (যুষ্কিপ্রম্ভি) লক্ষ্ম্যিণীক খ ন ষচিঠিক্ষটি্ৰম্বিট্টিহম্রিক্ৰৰঙ্গস,

ম্বিট্টিহম্রিক।

উদ্দেশ্য:GPF ক্ৰম্নঢ় মিম্বিন্ন প্রকাম্বি ছুটি লঞ্জুম্ব ক্ৰম্ব চম্বলম্বি প্রঠিক্ষম্বিক ৰ ম্বখ ন ন্নধ, ড়য়ঠক্কম্বদ্র খ ব্যূৰধল্র ম্যক্ক প্রম্বিণীক কর্ল ড়ম্পম্বির কম্বাম্বি মত্রক্ষ্য ৰবম্বষ্টির প্রঠিক্ষম্বি ম্যম্বয়ম্বি। **কর্মক্ষেত্রের পরিধিঃ**

DD ৰভ্রিড় ন্রেক্ক ক্বটি ঠেম্বম্বি

পূম্বত্ব

ন ভক্কম্বিক্তি পূম্বত্বক্ক য়ম্ভিম্ব লুর্ত্তম্বি ক্ৰক্ক দ্রুধধল্ল ড়ল্লক্ক ড়ল্লড়্যম্বি ড়ল্লম্বিম্বি

অগ্রগতিঃ অর্থায়নঃ

মিঠ ৰর্নম্বিক্ৰ প্রকল্প হুম্ব কম্বক্ৰৰ।

ক্ৰ প্রকল্প মম্বিম্বিক্ৰম্ব ঠব্য	❑ ঠেম্বট্রিলম্বিণীক ঠিক্ষটি্ৰৰভ্রিড়ক্রম্ব ড়ক্ত্র ম্বিটিঢ় ঞ্চ টি ❑ ন ভর্ত্তম্বিলম্বিণীক ঠিক্ষটি্ৰৰভ্রিড়ক্রম্ব ড়ক্ত্র ম্বিটিঢ় ঞ্চ টি ❑ প্রম্বিষ্ঠম্বি প্রফম্বি ক্ৰম্ব ড়ক্ত্র ম্বিটিঢ় ১ টি ❑ ঢ়েম্বিম্বি ম্বিঠিক্ষটি্ৰড়ম্বিম্বি ১ টি
ক্ৰ প্রকল্প মম্বিম্বিম্বর ৰ ম্বম্ভ যুক্ত লর্ট্রি ঞ্চ্ম১গ্ন ন্রেক্ক	

চলমান প্রক্রিয়া: ছুটির আবেদন

ফলাফল প্রাপ্তি– ১ দিন

	চলমান ব্যবস্থা	অনলাইন প্রক্রিয়া
সময়	ভুক্কম্বিপ্রঠিক্ষম্বিটি হেড় যুক্ক কম্পক্ক ১গ্ন মির খ কেম্বি প্রকাম্বি ৰ ভঠি নক্কিক্ৰ প্রঠিক্ষম্বিটি ভুৰম্বিক্ক প্রনল্ল ন্রেক্ক হুম্ব কম্বক্ৰ যুক্ষ।	ভুক্কম্বিপ্রঠিক্ষম্বিটি হেড় যুক্ক ড়ক্কম্বি ১-ঞ্চ মির ড়ল্লক্ষ প্রক্কম্বির। কেম্বি প্রকাম্বি ৰ ভঠি নক্কিক্ৰ প্রঠিক্ষম্বিটি হেড় যুক্ক ড়ক্কম্বি ঞ্চ-গ্ন মির ড়ল্লক্ষ প্রক্কম্বির।
খরচ	প্রঠিক্ষম্বিকেম্বি ভর্যম্বিক ৰ ভ্ৰু ধটি্ঠম্বিম্বি ঠব্য মম্বিম্বি প্রম্বক ৰনম্বিড়ম্বিষ্ট ম্যঠিক্ম ড়ক্ত্র প্রেঙটি্কক্ৰ যুক্ষ।	প্রঠিক্ষম্বিকেম্বি ভর্যম্বিক ৰ ভ্ৰু ধটিঘক্ক মক্ক ঠম্বিটিযম্বি।
প্রক্রিয়া স্পষ্টতা	ঠি কম্বিক্ৰ প্রম্বঙম্বি ম্বম্বিম্ব কম্বটিয়স ধটিঠম্বিম্বি ডুক্কম্বি ৰটিক্কিম্বি প্রঠিক্ষম্বিচম্বিম্বিক্ৰ ড়ল্লক্ক ধটিড়ক্কম্বির কম্বটি যম্বি ৰম্বি	প্রঠিক্ষম্বিম্ব ভর্যম্বি ড়ল্যু ঠম্বিম্বি ডুক্কম্বি নক্কি ,ধম্বি প্রঠিক্ষম্বিচম্বিম্বিক্ৰ ড়ল্লক্ক ধটিড়ক্কম্বির কম্বটিযম্বি ।

প্রস্তাবিত সুবিধা সমূহ

১।ৰ ক্কপ্রৱ ড়ল্যুঃ মিক্কম্বিক ৰ ক্কপ্রৱ ড়ল্যু ৰবম্বক্ক কম্বাম্বি ৰধুর ডুম্বিক্ম্বি

- ছুটি
  - বৈম্বিণীক ছুটি

- প্রশিক্ষকালীন ছুটি
- বহিঃ ছুটি
- চিকিৎসা ছুটি
- বড়দিনের ছুটি
    - এচখ ব প্রব

প্রত্যাশিত গ্রাহক সেবার মান

ড়ম্রকম্বিক্রড়েম্রট্রিড়য়ঠম্রয়্য থ্র ব ন্তম্রিকধ্রচ্বির্দ্র য়ড্র।

ড়েম্রট্রি প্রম্বিম্র ড়লম্রক্ষ, ভম্রচ থ্র যম্বিম্বিম্বি য়ক্ষম্রর্ষ্রি কড্র ব ড়ড্র। ভূর্জ্র যেঙড্রি ১গ্ন-১দ্ধ ম্রম্বি ড়র্গম্রষ্ট বষ্ঠিক্রু যেম্বিম্বিচি কম্রড্র য়ধ্র ত্রশুব ড়েঙড্রি ড়র্গম্রষ্ট বষ্ঠিক্রু যেম্বিম্বিচি ব্রট্রিকড্রা ভম্রম্বিম্র ববম্রট্রিড্র ঠম্বিট্রিড়ম্বম্র।

ঘড্র ম্রড্রা ড়ঠিক থ্র কর্ম্রিষ্ফধ্র ভম্রম্বিম্র ভ্রম্বি।

গ্রম্বিক ত্রম্র ড়লম্রক্ষ, ভম্রচ থ্র ম্বিষ্ঠিগ্র ড়ম্বিক্ষ য়ড্র।

কর্লকর্ধচ্বিদ্র ত্রম্র ড়লম্রক্ষ ড়ম্বিক্ষ য়ড্র যট্রিধম্বিট্রিপ্রম্বিম্রিক বব্যম্বি্য কর্ষ্ঠি ম্রাক্ষ কম্রড্র ভ্রম্বিড্রব।

প্রম্রড্রম্র যম্বিলূর্ষি ন জ্বম্র য়ড্র থ্র কর্লপ্রক্ষধট্রিমূর্চ্ছি ভ্রম্বি।

প্রত্যাশিত গ্রাহক সেবার মান

ড়ম্রকম্বিক্রড়েম্রট্রিড়য়ঠম্রয়্য থ্র ব ন্তম্রিকধ্রচ্বির্দ্র য়ড্র।

ড়েম্রট্রি প্রম্বিম্র ড়লম্রক্ষ, ভম্রচ থ্র যম্বিম্বিম্বি য়ক্ষম্রর্ষ্রি কড্র ব ড়ড্র। ভূর্জ্র যেঙড্রি ১গ্ন-১দ্ধ ম্রম্বি ড়র্গম্রষ্ট বষ্ঠিক্রু যেম্বিম্বিচি কম্রড্র য়ধ্র ত্রশুব ড়েঙড্রি ড়র্গম্রষ্ট বষ্ঠিক্রু যেম্বিম্বিচি ব্রট্রিকড্রা ভম্রম্বিম্র ববম্রট্রিড্র ঠম্বিট্রিড়ম্বম্র।

ঘড্র ম্রড্রা ড়ঠিক থ্র কর্ম্রিষ্ফধ্র ভম্রম্বিম্র ভ্রম্বি।

গ্রম্বিক ত্রম্র ড়লম্রক্ষ, ভম্রচ থ্র ম্বিষ্ঠিগ্র ড়ম্বিক্ষ য়ড্র।

কর্লকর্ধচ্বিদ্র ত্রম্র ড়লম্রক্ষ ড়ম্বিক্ষ য়ড্র যট্রিধম্বিট্রিপ্রম্বিম্রিক বব্যম্বি্য কর্ষ্ঠি ম্রাক্ষ কম্রড্র ভ্রম্বিড্রব।

প্রম্রড্রম্র যম্বিলূর্ষি ন জ্বম্র য়ড্র থ্র কর্লপ্রক্ষধট্রিমূর্চ্ছি ভ্রম্বি।

(ঠ) প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত ইনোভেশন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬।
www.dpe.gov.bd

উদ্ভাবনী ধারণা (Innovation Idea) প্রস্তাবনা ফরম (২০১৮)

ক্র.নং	সাধারণ তথ্যাবলী	
১.	আবেদনকারীর নাম	মোঃ মমিনুল ইসলাম সরকার
২.	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
৩.	ঠিকানা	ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, বগুড়া সদর, বগুড়া।
৪.	ফোন/মোবাইল নাম্বার	০১৭১৬-০০০২১৩
৫.	ই-মেইল	urcsadorbogra@gmail.com
	প্রকল্প প্রস্তাবনা	
৬.	প্রকল্পের নাম	কর্মরত সকল শিক্ষকের ১ম-৫ম শ্রেণীর সকল পাঠ্যবই পড়া।
৭.	প্রকল্পের সারাংশ (অনধিক ৫০ শব্দে)	শিক্ষকগণ পাঠ্যবই বিমুখ। পাঠ্যবই না পড়েই শ্রেণীতে পাঠদান করেন। ফলে কাঙ্খিত শিখনফল অর্জিত হয় না। সে কারণে শিক্ষকদের আনুষ্ঠানিকভাবে উপজেলা রিসোর্স সেন্টারে প্রতি ব্যাচে ৫০ জন করে সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত প্রতিদিন ৩টি করে বিষয় পড়ানো। ২ দিন।
৮.	প্রকল্পের যৌক্তিকতা	পাঠ্যবই সম্পর্কে সকল শিক্ষকের ধারণা হবে। শিখনফল অর্জনে সচেষ্ট হবে। কঠিন বিষয়গুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে পারবে। পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। বই পড়তে উৎসাহিত হবে।
৯.	প্রকল্পের সুবিধাভোগী	কর্মরত সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।
১০.	সংক্ষেপে প্রকল্পের ফলাফল (Output)	শিক্ষকগণ পাঠ্যবইয়ের প্রতি মনোযোগী হবে। অল্প সময়ের মধ্যে সকল শিক্ষক সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিত হবে। নিঃসন্দেহে প্রকল্পটি প্রাথমিক শিক্ষার গুনগত মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।
১১.	প্রাথমিক শিক্ষায় প্রকল্পের প্রভাব (Impact)	পাঠ্যবই সম্পর্কে শিক্ষকগণ ধারণা লাভ করবে। শিখনফল অর্জনে সচেষ্ট হবে। কঠিন বিষয় উপলব্ধি করতে পারবে ও সমাধানের পথ খুঁজবে।
১২.	প্রকল্পের মেয়াদ (মাস)	২ মাস।
১৩.	পূর্বে আপনার জানামতে এই বিষয়ে কোন প্রকল্প আছে কি না?	জানা নেই।
১৪.	সংক্ষেপ কর্মপরিকল্পনা (বিস্তারিত কর্মপরিকল্পতা প্রকল্প প্রস্তাবনার সাথে সংযুক্ত করুন)	৫০ জন শিক্ষকের জন্য ১ ব্যাচ। প্রতি ব্যাচ হবে ০২ দিনের। প্রতিদিন ৩টি করে বিষয় নিবিড়ভাবে পড়ানো হবে। কঠিন বিষয় চিহ্নিত করবে। প্রশিক্ষক থাকবে ০২ জন। তারা প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার ইউআরসিতে ডেপুটেশন প্রদান করবে।
১৫.	কর্মপরিকল্পনার উল্ল্যেখযোগ্য ধাপসমূহ	১। ইউইও কর্তৃক ডেপুটেশন প্রদান। ২। ইউআরসিতে আসন ব্যবস্থা ও প্রজেক্টরের ব্যবস্থা করা। ৩। সিডিউল মোতাবেক প্রশিক্ষকগণ সেশন পরিচালনা করবেন।
১৬.	কি কারণে এই প্রকল্পটিকে উদ্ভাবনী (সময়, খরচ ও ভিজিটের আলোকে) বলে গণ্য করা হবে (সংক্ষেপে বর্ণনা করুন)	শিক্ষকগণ ব্যস্ততার কারণে পাঠ্যবই পড়তে পারেন না। ফলে তারা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই শ্রেণিতে পাঠদান করেন। কাঙ্খিত শিখনফল অর্জিত হয়না।
১৭.	প্রকল্পটি কি সম্প্রসারণযোগ্য?	হ্যাঁ।
১৮.	প্রকল্পটি কিভাবে টেকসই হবে? (সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন)	প্রতি বছরের শুরুতে উপজেলা শিক্ষা প্রশাসন থেকে এই প্রকল্পের আলোকে বিদ্যালয়ে এই কাজটি করে টেকসই করা যাবে।
১৯.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কি কি	কোন ঝুঁকির সম্ভাবনা নেই। বছরের শুরুতে এ কাজটি করলে শিক্ষকগণ ও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবেন।

	ঝুঁকির সম্ভাবনা আছে? কিভাবে তা নিরসন করা হবে?	
	জনবল পরিকল্পনা	
২০.	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে জনবল পরিকল্পনা (কত জন, কি কাজে, কত দিন নিয়ুক্ত থাকবেন?)	প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ইউআরসি ইন্সট্রাক্টর এবং ০১ জন করে সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের ভূমিকা পালন করবেন। কর্মরত ইউআরসির ডাটা এন্ট্রি অপারেটর দাপ্তরিক কাজ করবেন। কর্মরত নৈশ প্রহরী অন্যান্য কাজ সম্পাদন করবে।
	প্রয়োজনীয় বাজেট (সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা)	
২১.	জনবল বাজেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৪০০ জন ×৮০.০০ = ৩২০০০.০০ (যাতায়াত ভাতা) ৪০০ জন ×২০.০০ = ৮০০০.০০ (০২ দিনের নাস্তা) ৪০০ জন ×১০.০০ = ৪০০০.০০ (কোর্স ম্যাটেরিয়ালস) অন্যান্য = ৬০০০.০০
২২.	বাস্তবায়ন বাজেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৫০,০০০/-
	প্রস্তাবনার সাথে প্রয়োজনীয় সংযুক্তি (ঐচ্ছিক) (প্রদান করলে টিক দিন)	
২৩.	খাতভিত্তিক ব্যয় বিভাজন (প্রদান করলে টিক দিন)	৪০০ জন ×৮০.০০ = ৩২,০০০.০০ (যাতায়াত ভাতা) ৪০০ জন ×২০.০০ = ৮,০০০.০০ (০২ দিনের নাস্তা) ৪০০ জন ×১০.০০ = ৪,০০০.০০ (কোর্স ম্যাটেরিয়ালস) অন্যান্য = ৬,০০০.০০ সর্বমোট = ৫০, ০০০.০০
২৪.	জনবল পরিকল্পনা (বিস্তারিত)	প্রশিক্ষক = ২ জন প্রশিক্ষণার্থী = ৪০০ জন সাপোর্ট সার্ভিস = ২ জন কোর্স কোঅর্ডিনেটর = ১ জন মোট ৪০৫ জন
২৫.	সময় আবদ্ধ পরিকল্পনা (বিস্তারিত)	মার্চ ২০১৮ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত (সময়ের মধ্য প্রতি ব্যাচে ৫০ জন করে মেয়াদ ০২ দিন) ৫০ জন ×৮ব্যাচ = ৪০০ জন (১৬ দিন)
২৬.	প্রত্যাশিত ফলাফল ও প্রভাব (বিস্তারিত)	শিক্ষার্থীদের শিখনের গুণগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষকদের দক্ষতা অর্জনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।
২৭.	অন্যান্য (বিষয় লিখুন)	প্রযোজ্য নয়।

<u>সিরাজগঞ্জ এর উদ্ভাবনী উদ্যোগ/পাইলট প্রকল্পসমূহ</u>

ছক-১ যেসকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে তার বিবরণঃ

ক্র.	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/প্রকল্প এর কার্যক্রম (সংক্ষেপে)
১.	মোঃ মুনিরুজ্জামান অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিরাজগঞ্জ	**অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের মামলার তথ্য জেলা ওয়েব পোর্টালে আপলোডকরণঃ** অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিভিন্ন মামলার তথ্যাদি জানতে ইতোপূর্বে মামলার বাদী/ বিবাদীগণকে আদালতে স্বশরীরে হাজির হয়ে খোঁজ নিতে হতো। বিষয়টি অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ এবং অনেকের জন্য

		ব্যয়বহুল ছিল। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের পরামর্শে ২০১৪ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার মামলার তথ্যাদি জেলা ওয়েবপোর্টালে সংযোজন করা শুরু হয়।
২.	প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সিরাজগঞ্জ	**এসএ খতিয়ান পুনর্গঠনঃ** **পূর্বের অবস্থাঃ** এস এ খতিয়ান বইগুলো অত্যন্ত পুরাতন হওয়ায় বইগুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং খতিয়ান বইগুলো বিপত্তির সম্মুখিন হতে হচ্ছিল। **আইডিয়াঃ** সিরাজগঞ্জ জেলার জেলা রেকর্ডরুমে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সিরাজগঞ্জ এর নির্দেশনা এবং সহকারী কমিশনার, রেকর্ডরুম শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ প্রচেষ্টায় পুরাতন বইগুলো একটি স্ক্যানারের মাধ্যমে স্ক্যান করে রংঙিন প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রিন্ট করে নতুন করে বই বাঁধাই করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। **ফলাফলঃ** নতুন বই বাঁধাই এর মাধ্যমে ধ্বংস প্রায় এস এ খতিয়ানসমূহ উন্নত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
৩.	জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ	**ফেসবুকের মাধ্যমে সেবা প্রদানঃ** Voice of sirajganj: জনগণের সাথে জেলা প্রশাসনের সেতুবন্ধন" নামে ফেসবুজ পেজ খোলা হয়েছে। যেখানে জনগণ অভিযোগ দাখিল করেন এবং জেলা প্রশাসন সমাধান দিয়ে থাকেন।
৪.	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), সিরাজগঞ্জ	**মহিলাদের জন্য নামাজের স্থান ও Wash room**: মহিলাদের জন্য নামাজের স্থান ও Wash room স্থাপন এবং Breast feeding কর্ণার হওয়ায় সেখানে মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ তাদের নামাজসহ প্রয়োজনীয় কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারছেন।
৫.	জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ	**ওয়েটিং রুমঃ** জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কাজে ও জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সাথে দেখা করতে আসা জনগণের জন্য কোন ওয়েটিং রুম ছিল না। এ সমস্যা সমাধানের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ এর নিচতলায় একটি ওয়েটিং রুম স্থাপন করা হয়েছে।
৬.	জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ	**ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি স্থাপনঃ** কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডিজিটাল আইডি কার্ড প্রদান করে ডিজিটাল হাজিরা পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। ফলে সহজেই সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর অফিসে আগমণ ও প্রস্থানের সময় তদারকি করা যাচ্ছে।
৭.	জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ	পেনশন ভোগীদের বসার স্থান ও টয়লেট নির্মাণঃ যারা পেনশন নিতে আসেন তাদের জন্য বসার স্থান ও টয়লেট নির্মাণ করা হয়েছে। ফলে পেনশন নিতে আসা কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অফিসে এসে বসতে পারছেন এবং টয়লেট ব্যবহার করতে পারছেন।
৮.	মোঃ ইকবাল আখতার উপজেলা নির্বাহী অফিসার (প্রাক্তণ), রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ	**কাঁচারী ঘর নির্মাণঃ** উপজেলা ভূমি অফিস চত্বরে কাঁচারী ঘর নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ভূমি সেবা প্রার্থীগণ রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষাসহ সেখানে বসে বিশ্রাম নিতে পারবে।
৯.	নুসরাত আজমেরী হক সহকারী কমিশনার (ভূমি) রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ	**ভূমি সেবাঃ** উপজেলা ভূমি অফিস সহ প্রতিটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য মৌজাওয়ারী লালশালু দিয়ে ভলিউম বাঁধাই করা হয়েছে এবং যাতে অনুমোদিত নামজারী খতিয়ানসমূহ নিয়মিত পেষ্টিং করা হচ্ছে।
১০.	নুসরাত আজমেরী হক সহকারী কমিশনার (ভূমি) রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ	"আপনার এ সি ল্যান্ড" **নামক রেজিস্টারঃ** কাঁচারী ঘরে "আপনার এ সি ল্যান্ড" নামক একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করা যাতে সেবাপ্রার্থীগণ তাদের আগমনের কারণ এবং অভিযোগ বা কোন ক্ষোভ থাকলে তাতে লিখে রাখতে পারেন।
১১.	মোঃ ইকবাল আখতার উপজেলা নির্বাহী অফিসার (প্রাক্তণ), রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ	**হেলিপ্যাড সংস্কার করে সেখানে উপজেলা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ নির্মাণঃ** হেলিপ্যাডটি সমতল করণ, এবং হেলিপ্যাডে সংযোগ সড়ক নির্মান করায় বিশাল উন্মুক্ত জায়গা পাওয়া গেছে, যেখানে উপজেলা কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠ নির্মাণ করা হয়েছে ও উনমুক্ত জায়গায় ছেলে মেয়েরা খেলা-ধূলা করতে পারছে।
১২.	মোঃ ইকবাল আখতার উপজেলা নির্বাহী অফিসার (প্রাক্তণ), রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ	**"উপজেলা আইডিয়াল স্কুল":** উপজেলা চত্বরে একটি কিন্ডারগার্ডেন স্কুল (আইডিয়াল স্কুল) স্থাপন। পরে তা বিয়াম স্কুলে পরিবর্তিত হয়েছে।
১৩.	মোঃ ইকবাল আখতার উপজেলা নির্বাহী অফিসার (প্রাক্তণ), রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ	**ওয়েটিং রুমঃ** উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিস কক্ষের পাশে একটি ওয়েটিং রুম তৈরী করা হয়েছে। সেখানে উপজেলা নির্বাহী অফিসে আসা সেবা প্রার্থীগণের বসার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৪.	সরকার মোহাম্মদ রায়হান উপজেলা নির্বাহী অফিসার (অঃদাঃ) কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ	**ডিসপ্লে এলইডি বোর্ড স্থাপনঃ** এই বোর্ডেও সাহায্যে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে। উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রনাধীন বিভিন্ন দপ্তরের জরুরী নোটিশ/বিজ্ঞপ্তি প্রদর্শন করা হচ্ছে। বিভিন্ন অফিসের সেবা প্রাপ্তির ধাপসমূহ প্রদর্শন করা হচ্ছে।
১৫.	সরকার মোহাম্মদ রায়হান উপজেলা নির্বাহী অফিসার (অঃদাঃ) কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ	**সেবা গ্রহিতাদের বসার স্থান নির্ধারণঃ** সেবাগ্রহিতাদের বসার জন্য নির্ধারিত স্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
১৬.	শিফা নুসরাত সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা ভূমি অফিস, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ	**হেল্প ডেস্ক রেজিস্ট্রারঃ** এই রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ, ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে আবেদনের প্রতিবেদন আনা, শুনানী গ্রহণ, আবেদন নিষ্পত্তির তারিখ গুলো লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে। ফলে নামজারীর আবেদনগুলো সঠিক সময়ে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হচ্ছে।
১৭.	শিফা নুসরাত সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা ভূমি অফিস, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ	**নামজারীর ফ্লো চার্ট তৈরীঃ** ফ্লো চার্টে নামজারীর বিভিন্ন ধাপ ছবির মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। যার মাধ্যমে একজন সেবা গ্রহণকারী খুব সহজেই নামজারীর প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে।
১৮.	শিফা নুসরাত সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা ভূমি অফিস, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ	**বিভিন্ন সচেতনতামূলক ফেস্টুন ও লিফলেট তৈরীঃ** (ক) ভূমি অফিসের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে (খ) নামজারী করণের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। (গ) নামজারী করণের সর্বমোট টাকার পরিমাণ দেয়া হয়েছে। (ঘ) লিফলেটের মাধ্যমে নামজারী, মিসকেস ও সার্টিফিকেট কেস সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
১৯.	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ	**সহকারী শিক্ষক বদলি প্রক্রিয়া সহজীকরণঃ** (ক) বছরের শুরুতে উপজেলার শূন্যপদের তারিকা নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন এবং সমন্বয় সভায় উপস্থাপন। (খ) শূন্যপদের বিপরীতে দরখাস্ত আহবান (গ) প্রাপ্ত আবেদনগুলো রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করা (ঘ) প্রার্থীদের জৈষ্ঠ্যতার আলোকে তালিকা প্রস্তুত করে উপজেলা শিক্ষা কমিটির বরাবর নথি উপস্থাপন (ঙ) উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভায় প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মহোদয় বরাবর প্রেরণ (চ) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোনের আলোকে উপজেলা শিক্ষা অফিসার বদলীর আদেশ জারীকরণ।
২০.	এস. এম ফেরদৌস ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	**ওয়াইফাই জোন সৃষ্টিঃ** উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ এর অফিস চত্বরে ওয়াইফাই জোন তৈরী করা হয়েছে। যার ফলে অফিসের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি সেবা প্রত্যাশীরা উক্ত ওয়াইফাই সংযোগ ব্যবহার করে দাপ্তরিক বিভিন্ন কাজ এবং ফরম সম্পর্কে অবহিত হতে পারবে।
২১.	মোঃ মনসুর উদ্দিন, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	**আধুনিক ডেস্ক স্থাপনঃ** যা অফিসের সৌন্দর্য বর্ধন হয়েছে। হেল্প ডেস্ক স্থাপন যার মাধ্যমে অফিসিয়াল তথ্যাবলী সেবা গ্রহীতার নিকট সঠিকভাবে পৌঁছায়।
২২.	মোঃ মনসুর উদ্দিন, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	**আইডি কার্ড প্রদানঃ** আইডি কার্ডের মাধ্যমে অফিস কর্মচারী সহজেই সনাক্ত করা হয়।
২৩.	মোছাঃ আফসানা ইয়াসমিন সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	**অভিযোগ বক্স স্থাপনঃ** অফিসসম্মুখে একটি অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে সেবা নিতে আসা জনগণের অভিযোগ দাখিল করে থাকেন এবং অভিযোগসমূহ প্রতিদিন উন্মুক্ত করে সেবা প্রদান সম্পর্কে নিশ্চিত করা যায়।
২৪.	মোছাঃ আফসানা ইয়াসমিন সহকারী কমিশনার (ভূমি) উপজেলা ভূমি অফিস বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	**রাজস্ব আদালতঃ** ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত সকল মামলা নিষ্পত্তির জন্য উপজেলা ভূমি অফিসে রাজস্ব আদালত স্থাপন করা হয়েছে।
২৫.	মোছাঃ আফসানা ইয়াসমিন সহকারী কমিশনার (ভূমি)উপজেলা ভূমি অফিস বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	**ফেস্টুন ও ব্যানার স্থাপনঃ** উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন ভূমি অফিসসমূহে ফেস্টুন ও ব্যানার স্থাপন করা হয়েছে। এতে সিটিজেন চার্টার ও বিভিন্ন তথ্য স্থাপন/উল্লেখ করা হয়েছে।

২৬.	সরকার মোহাম্মদ রায়হান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ	**ডাটাবেজ সিস্টেমঃ** ই-সাটিফিকেট (ই-সাটিফিকেট এর মাধ্যমে জনগণ ঘরে বসেই তাদের মামলার তারিখ ও বিস্তারিত বিষয় জানতে পারছেন।
২৭.	সরকার মোহাম্মদ রায়হান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ	**রেকর্ড সংরক্ষণঃ** রেকর্ডরুম সংরক্ষণএর মাধ্যমে অফিসের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল ও নথিপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে। ফলে যে কোন সময়ে প্রয়োজনীয় ফাইল ও নথিপত্র খুঁজে বরে করা যাবে।
২৮.	সরকার মোহাম্মদ রায়হান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ	**Digital Attendance:** Digital Attendance এর ফলে সঠিক সময়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা অফিসে আগমন করেন এবং জবাবদিহিতা স্বচ্ছ হয়েছে।
২৯.	সরকার মোহাম্মদ রায়হান উপজেলা নির্বাহী অফিসার,সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ	**Digital Display:** Digital Display এর মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজের তথ্য চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। যা জনগণ দেখতে পাচ্ছে।

ছক-২ যেসকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে তার বিবরণঃ

ক্র.	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/প্রকল্প এর কার্যক্রম (সংক্ষেপে)
৩০.	জনাব কামরুন নাহার সিদ্দীকা জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ	**Research Centre:** সেবার মান উন্নয়নের লক্ষে লাইব্রেরীর সাথে Research Centre স্থাপন করা হয়েছে। সেবার মান উন্নয়নের লক্ষে লাইব্রেরীর সাথে Research Centre স্থাপনের ফলে নতুন নতুন পরিকল্পনার উদ্ভব হচ্ছে।
৩১.	মোঃ মুনিরুজ্জামান অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), সিরাজগঞ্জ	**ADSL স্থাপনঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের প্রতিটি শাখার বিটিসিএল টেলিফোন সংযোগ স্থাপনের সাথে ADSL স্থাপন করা হয়েছে।
৩২.	আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান উপপরিচালক স্থানীয় সরকার সিরাজগঞ্জ।	**ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনঃ** জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম –এর স্বচিত্র তথ্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে।
৩৩.	মোঃ আরিফুজ্জামান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ	সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
৩৪.	মোঃ আরিফুজ্জামান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ	ফেসবুকের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
৩৫.	ডাঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ	বর্হিবিভাগে আগত রোগীর দ্রুত স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
৩৬.	সহকারী কমিশনার (ভূমি), উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ	ফেসবুকে সেবা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
৩৭.	মোঃ আমিনুল ইসলাম সরকার উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ	সফটওয়ারের মাধ্যমে হিসাব রক্ষণের কাজ নিষ্পন্ন করা হচ্ছে।
৩৮.	মোঃ মারুফ হোসেন উপজেলা সমবায় অফিসার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ	সমবায় সমিতি নিবন্ধন সহজীকরণ করা হয়েছে।
৩৯.	ডাঃ মোঃ আনসার আলী মিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, চৌহালী, সিরাজগঞ্জ ।	**বহিঃবিভাগ স্বাস্থ্য সেবাঃ** উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ স্বাস্থ্য সেবা নিতে আসা জনগণকে বহিঃবিভাগ হতে কমসময়ে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়।
৪০.	মো: নাজমুল হুসেইন খাঁন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের,	**রাজস্ব আদালতঃ** ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত সকল মামলা নিষ্পত্তির জন্য উপজেলা ভূমি অফিসে রাজস্ব আদালত স্থাপন করা হয়েছে। রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে কৃষকদের জন্য স্থাপন

	শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	করা হয়েছে কৃষকের পাঠাগার।
৪১.	মো: নাজমুল হুসেইন খাঁন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	**হেল্প ডেস্কঃ** উপজেলা ভূমি অফিসের সকল সেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে নাগরিকদের জন্য হেল্প ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে।
৪২.	মোহাম্মদ হাসিব সরকার সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	**চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স নবায়ন সহজীকরণঃ** চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স নবায়ন আবেদনগ্রহণ থেকে শুরু করে লাইসেন্স প্রদান পর্যন্ত সকল প্রক্রিয়া সহজীকরণ করা হয়েছে।
৪৩.	মোহাম্মদ হাসিব সরকার সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	**ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রমঃ** নতুন করে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হয়েছে।
৪৪.	মোঃ সবুজ আলী, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তার কার্যালয়, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ	**সরকারী ভাতা বিতরণে মোবাইল ব্যাংকিং প্রবর্তনঃ** বিভিন্ন ভাতাভোগীদের ভাতা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদানের নিমিত্ত ব্যাংকের সহিত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
৪৫.	মোঃ ফয়সাল ফেরদৌস, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কার্যালয়, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ	**গর্ভবতী মা এর সেবাঃ** (ক) মোবাইলের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি সেবা (খ) গর্ভবতী মায়ের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ (গ) গর্ভবতী মায়েদের হালনাগাদ তালিকা তৈরী (ঘ) এক্সেল সিটের মাধ্যমে তারিখ নির্ধারণ (ঙ) মোবাইলের মাধ্যমে উপজেলা ও নির্দিষ্ট সাটেলাইট ক্লিনিকের মাধ্যমে সেবা প্রদান।
৪৬.	পলাশ ভৌমিক উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ	**গর্ভবতী মা এর সেবাঃ** উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ স্বাস্থ্য সেবা নিতে আসা জনগণের মধ্যে হতে গর্ভবর্তী মা এর জন্য বিশেষ সেবা প্রদান করা হয়।
৪৭.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার কাজিপুর, সিরাজগঞ্জ	**মাধ্যমিক স্তরের উপবৃত্তি কার্যক্রম সহজীকরণঃ** ব্যাংক একাউন্ডের মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। এতে সময়, অর্থ ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
৪৮.	এস. এম ফেরদৌস ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	**মোবাইল নম্বর সরবরাহ ও সংরক্ষণঃ** মোবাইল নম্বর সরবরাহ ও সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
৪৯.	এস. এম ফেরদৌস ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	**ডাটাবেজ তৈরীঃ** ডাটাবেজ তৈরী হচ্ছে যা চলমান রয়েছে।
৫০.	মোঃ ওলিউজ্জামান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	**“Introducing Corporate Work Station System for ensuring Public Service Delivery”.** কার্যক্রমঃ (ক) টেকসই অফিস আসবাবপত্র সংস্থাপন, (খ) সেবা প্রার্থীদের সন্তুষ্টি, (গ) কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা ও গতি বৃদ্ধি, (ঘ) জনবান্ধব অফিস হিসেবে পরিচিতি লাভ, (ঙ) স্বল্প সময়ে সেবা প্রদান নিশ্চিতকরণ (চ) প্রতি বছর আসবাবপত্র ক্রয়, মেরামত খাতে অর্থ অপচয় রোধ
৫১.	মোঃ ওলিউজ্জামান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	**বাল্যবিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক ব্যাধি নিমূলে বেলকুচি মডেলঃ গণসচেতনতার ১৫ মিনেটের ম্যাজিকঃ** কার্যক্রমঃ (ক) বাল্যবিবাহসহ অন্যান্য সামাজিক ব্যাধি নিরোধে সর্বস্তরের জনগণকে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; (খ) বেলকুচি উপজেলাধীন ৫০০ শতাধিক প্রতিষ্ঠানের প্রায় ০২ লক্ষাধিক মানুষের উপস্থিতিতে সামাজিক ব্যাধি নিরোধে শপথ বাক্য পাঠও লিফলেট বিতরণ; (গ) বাল্যবিবাহকেসহ অন্যান্য সামাজিক ব্যাধির কুফল ও বাংলাদেশ প্রচলিত বিভিন্ন আইনের বিধান অনুযায়ী শাস্তি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা; (ঘ) ২০২১ সালের মধ্যে বেলকুচি উপজেলায় বাল্যবিবাহসহ অন্যান্য সামাজিক ব্যাধি নিরোধে কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন;
৫২.	মোঃ ওলিউজ্জামান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	**সামাজিক অডিট: কার্যক্রমঃ** বেলকুচি উপজেলার বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জনগণকে সম্পৃক্ত করে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাযথ হিসেবে প্রত্যয়ন পত্র প্রদানের পর ঠিকাদারকে বিল প্রদান করা হয়।
৫৩.	মোঃ ওলিউজ্জামান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বেলকুচি,	**সুপেয় পানির ব্যবস্থাঃ কার্যক্রমঃ** বেলকুচি উপজেলার প্রসেস মিল ও ডাইং মিল নির্গত বর্জ্য পদার্থের কারণে এরাকার টিউবয়েল ও খাল বিলের পানি ব্যাপকভাবে দুষিত হওয়ার কারণে তামাই, দৌলতপুর,

	সিরাজগঞ্জ	সমেশপুর মোট ৪টি ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে।
৫৪.	কল্যাণ প্রসাদ পাল উপজেলা কৃষি অফিসার, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ	**ডিজিটাল উপায়ে দ্রুত কৃষি ও তথ্য সেবাঃ** ডিজিটাল উপায়ে দ্রুত কৃষি ও তথ্য সেবা বিভিন্ন ইউনিয়নের বিভিন্ন বাজারের উদ্যোক্তাদের কম্পিউটার/মোবাইল ফোনের সফটওয়ার এর মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান।
৫৫.	সরকার মোহাম্মদ রায়হান উপজেলা নির্বাহী অফিসার সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ	**উপজেলা পরিষদ ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনঃ** উপজেলা পরিষদ ডিজিটাল সেন্টার চালুর মাধ্যমে জনগণ সহজেই যেকোন বিষয়ে তথ্য জানতে ও ডিজিটাল কাজ যেমন আবেদনপত্র ও বিভিন্ন ফরমে দরখাস্তসহ বিভিন্ন অফিসের সরকারি চাকুরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তির রেজাল্ট দেখতে পারেন।
৫৬.	অধ্যক্ষ, সিরাজগঞ্জ টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ	**ব্যবহারিক ক্লাসঃ** ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক ক্লাস নেওয়া হচ্ছে।
৫৭.	আকলিমা আক্তার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ	**যুব ঋণ সহজীকরণঃ** উদ্যোগটির মাধ্যমে ৩ থেকে ৭ দিনের মধ্যে ঋণের আবেদনে জরীপ সম্পন্ন করন এবং ১৫ কায্য দিবসের মধ্যে ঋণ প্রস্তাবনা প্রস্তুত পূর্বক কমিটির নিকট প্রেরন ও উপস্থাপন।
৫৮.	উপজেলা মৎস্য অফিসার সিরাজগঞ্জ সদর, সিরাজগঞ্জ	প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্য চাষ সেবা দোড়গোড়ায় প্রদান করা হচ্ছে।

জয়পুরহাটের উদ্ভাবনী উদ্যোগ/পাইলট প্রকল্পসমূহ

ছক-১ যে সকল উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে তার বিবরণ:

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/প্রকল্প এর কার্যক্রম(সংক্ষেপ)
01	জনাব মোহাম্মদ হোসেন জেলা প্রশাসক, জয়পুরহাট	ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সনদ প্রদান সহজীকরণ: ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সনদ প্রদান সহজীকরণে জেলা প্রশাসন কর্তৃক উদ্ভাবিত নির্ধারিত আবেদন ফরমে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর আবেদনগ্রহণপূর্বক উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তদন্ত সাপেক্ষে অতি দ্রুত সময়ে ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর সনদ প্রদান করা হয়।
০২	জনাব এ কে এম হেদায়েতুল ইসলাম সহকারী কমিশনার(ভূমি) পাঁচবিবি, জয়পুরহাট	পাঁচবিবি ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন ই-রেকর্ড রুমের উদ্দেশ্য: গ্রাম পর্যটন বিকাশ:
০৩	জনাব মোঃ রেজাউল করিম সুপারিনটেনডেন্ট, পিটিআই, জয়পুরহাট	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা হয়।
০৪	জনাব মোঃ সেরাজুল ইসলাম সাজু উপজেলা কৃষি অফিসার, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট	বিষমুক্ত ও নিরাপদ ফসল উৎপাদনের লক্ষে কৃষকদের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে চাহিদা ভিত্তিক ভ্রাম্যমাণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
০৫	জনাব মোঃ আফাজ উদ্দিন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, কালাই, জয়পুরহাট	কালাই উপজেলার গড়বনালী নান্দাইল মৌজায় ১৪(চৌদ্দ) টি ভূমিহীন পরিবারকে ৪৮ (আটচল্লিশ) শতক খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।
০৬	জনাব ডাঃ মোঃ জহুরুল ইসলাম উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা,ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট	গ্রাম ভিত্তিক গবাদি পশুর টিকা প্রয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
০৭	জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার, আক্কেলপুর জয়পুরহাট	উপকারভোগীর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান

ছক-2 যে সকল উদ্যোগ-এর কার্যক্রম বর্তমান চলমান রয়েছে তার বিবরণ:

ক্রমিক নং	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/প্রকল্প এর কার্যক্রম(সংক্ষেপে)
০৮	জনাব মোঃ রাজিবুল আলম উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট	Open Office Space স্থাপন কার্যক্রমটি চলমান রয়েছে
০৯	জনাব মোঃ রাজিবুল আলম উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাঁচবিবি, জয়পুরহাট	গরুর গোবর দিয়ে একটি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন কার্যক্রমটি চলমান রয়েছে।
১০	জনাব মোঃ আব্দুল ওয়ারেছ আনছারী সহকারী কমিশনার (ভূমি), জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট	মিস কেস নিষ্পত্তি সহজীকরণ পূর্বের চেয়ে কম সময়ে নিষ্পত্তি কার্যক্রম চলছে।
১১	জনাব এ, কে, এম হেদায়েতুল ইসলাম সহকারী কমিশনার(ভূমি), পাঁচবিবি, জয়পুরহাট	পাঁচবিবি ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাইজেশন ভূমি পাঠশালা:
১২	জনাব স্বপন কুমার পরিসংখ্যান কর্মকর্তা, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট	পরিসংখ্যানিক তথ্য উপাত্ত প্রদান চলমান রয়েছে।
১৩	জনাব মোঃ তাহের আলী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট	Online MPO/Online MPO বিকেন্দ্রিকরণ চলমান রয়েছে।
১৪	জনাব ডাঃ আব্দুল আহাদ মেডিকেল অফিসার, পুনট, কালাই, জয়পুরহাট	নিরাপদ প্রসব সেবা চলমান রয়েছে।

নাটোরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ/পাইলট প্রকল্পসমূহ

ছক-১ যেসকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে তার বিবরণ:

ক্র.নং	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/প্রকল্প এর কার্যক্রম (সংক্ষেপে)
১	২	৩
১	শাহিনা খাতুন জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর	উত্তরা গণভবনের সংস্কার ও সংগ্রহশালা নির্মাণ: নাটোর উত্তরা গণভবনের সংস্কার কাজ করা হয়েছে এবং সংগ্রহশালা নির্মাণ করা হয়েছে। সংস্কার এবং সংগ্রহশালা নির্মাণের ফলে দর্শনার্থী সংখ্যা প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছে।
২	মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর	নাটোর জেলা প্রশাসন এ্যাপস তৈরী: জেলা প্রশাসনের এই এ্যাপসের মাধ্যমে যেকোন জায়গা থেকে যেকোন সময় অনলাইন অথবা অফলাইনে সেবা গ্রহণ সহ যাবতীয় তথ্য সেবা গ্রহীতা সহজেই নিতে পারবে।
৩	মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর	ব্যবসা বাণিজ্য শাখা হতে প্রদত্ত সেবা ডিজিটালাইজেশন/সহজীকরণ: অত্র শাখা হতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা সহজীকরণ করা হয়েছে।
৪	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, লালপুর, নাটোর	মিনি এ্যাম্বুলেন্স: উক্ত কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উপজেলার জনগণ সেবা গ্রহণ করছেন।
৫	মেয়র, সিংড়া, নাটোর	সিংড়া পৌর এলাকায় সৌর বিদ্যুতায়িত সড়কবাতি স্থাপন: উদ্যোগটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
৬	উপজেলা ভূমি অফিস গুরুদাসপুর, নাটোর	চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স নবায়ন সহজীকরণ: কার্যক্রমটি ইতিমধ্যো শেষ হয়েছে।
৭	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বাগাতিপাড়া, নাটোর	বর্হিবিভাগে আগত রোগীর স্বাস্থ্য সেবা: এ কার্যক্রমটি বর্তমানে সুচারু রুপে নিশ্চিত করা হচ্ছে।

ছক-২ যেসকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে তার বিবরণ:

ক্র.নং	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/প্রকল্প এর কার্যক্রম (সংক্ষেপে)
১	২	৩
৮	শাহিনা খাতুন জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর	নাটোর ভিশন-২০৪১ প্রস্তুত ও বই প্রকাশ: ইতোমধ্যে নাটোর জেলার ভিশন-২০৪১ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বই প্রকাশ করা হয়েছে। যাতে করে সহজেই জনগণ নাটোর এর উন্নয়ন সম্পর্কে জানতে পারবে।
৯	শাহিনা খাতুন জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর	অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সফটওয়্যার তৈরী: এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রত্যাশীরা ঘরে বসে আবেদন করতে পারবে।
১০	মুহাম্মদ মুনীরুজ্জামান ভূঁঞা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নাটোর	নামজারি প্রক্রিয়া সহজীকরণ: উক্ত কার্যক্রমটি বর্তমানে চলমান আছে।
১১	জেল সুপারের কার্যালয়, নাটোর	মুক্ত জীবন সহজ জীবন: এ কার্যক্রমটি বর্তমানে চলমান আছে।
১২	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, নাটোর	VGD উপকারভোগী নির্বাচন: কার্যক্রমটি বর্তমানে চলমান রয়েছে।
১৩	কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, নাটোর সদর, নাটোর	বসতবাড়িতে নিবিড় সবজি বাগান তথা কৃষি খামার ব্যবস্থানার মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের বাড়তি আয়: বর্তমানে ইনোভেশনটি চলমান আছে।
১৪	উপজেলা ভূমি অফিস, নাটোর সদর, নাটোর	মিসকেস সেবাপ্রাপ্তি সহজীকরণ: বর্তমানে উদ্যোগটির কার্যক্রম চলমান আছে।
১৫	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাটোর সদর, নাটোর	দারিদ্র বিমোচনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্তকরণ: কার্যক্রমটি চলমান রয়েছে। প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠির উন্নয়নে কাজ করা হচ্ছে।
১৬	উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, লালপুর, নাটোর	ভেষজ বালাইনাশকের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ: কার্যক্রমটি বর্তমানে চলমান আছে।
১৭	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সিংড়া, নাটোর	ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরী: কার্যক্রমটি চলমান আছে।
১৮	উপজেলা সমবায় অফিসার, সিংড়া, নাটোর	সমবায় সমিতি গঠন ও দ্রুত নিবন্ধন: উক্ত উদ্ভাবনী উদ্যোগটি চলমান রয়েছে।
১৯	উপজেলা ভূমি অফিস, বাগাতিপাড়া, নাটোর	ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম: উদ্ভাবনী উদ্যোগটি বর্তমানে চলমান রয়েছে।
২০	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, বাগাতিপাড়া, নাটোর	প্রকৃত কৃষকের নিকট থেকে ধান ও গম সংগ্রহ করা: কার্যক্রমটি চলমান আছে।

নওগাঁর উদ্ভাবনী উদ্যোগ/পাইলট প্রকল্পসমূহ

ছক-১ যেসকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে তার বিবরণঃ

ক্রঃ নং	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/প্রকল্প এর কার্যক্রম (সংক্ষেপে)
১	২	৩
০১	জনাব মোহা: আব্দুর রফিক উপসচিব প্রাক্তন উপপরিচালক স্থানীয় সরকার, নওগাঁ (বর্তমানে পরিচালক, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়া)	গ্রাম আদালত গঠন ও এর ব্যবহার সংক্রান্ত ‘‘প্রশ্নোত্তরে গ্রাম আদালত’’ পুস্তিকা প্রকাশ ও অ্যান্ড্রয়েড প্লাটফরমে ‘‘গ্রাম আদালত’’ নামে অ্যাপস্ তৈরী।
০২	ঐ	অ্যান্ড্রয়েড প্লাটফরমে ‘‘ ডিডিএলজি, নওগা ’’ নামে অ্যাপস্ তৈরী।
০৩	ঐ	ভ্যাকসিন ব্যাংক স্থাপন (কুকুর কামড়ানো ও সাপে কাটা রোগীদের ভ্যাকসিন সংরক্ষণ)।
০৪	ঐ	কম্যুনিটি এ্যামবুলেন্স সরবরাহ
০৫	ঐ	স্থানীয় নাগরিক কর্তৃক সংশ্লিষ্ট অফিসের ফেসবুক পেজে সর্বোচ্চ সংখ্যক সমস্যা উত্থাপন,

		সর্বোচ্চ সংখ্যক সমস্যার সমাধান ও তা জেলা/ উপজেলা পোর্টালের সামাজিক যোগাযোগ সাব-মেনুতে সংযুক্তকরণ:
০৬	ডাঃ মোঃ এনামুল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা (ভাপ্রাপ্ত) নিয়ামতপুর, নওগাঁ।	বর্হিঃ বিভাগে আগত রোগীদের মধ্যে পুষ্টি বার্তা, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, গর্ভবর্তী মহিলাদের প্রবসত্তোর ও প্রসব পূর্ব ও প্রবসত্তোর, নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ , এসটিডি ডিজিজ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান, কাউন্সিলিং, মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা এবং টিকাদান কর্মসূচী।জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পরামর্শ প্রদান
০৭	মাহমুদ আকতার উপজেলা যুব উন্নয়নকর্মকর্তা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নওগাঁ সদর,নওগাঁ ০১৫৫২-৪৯৩৭৫৯	প্রশিক্ষণ সেবা সহজীকরণ (এলাকার বেকার যুবগোষ্ঠির সামাজিক অবস্থা চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া ।)
০৮	এ,কে,এম, তাজকির-উজ-জামান উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহাদেবপুর, নওগাঁ।	(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসে ডিজিটাল সেবাকুঞ্জ স্থাপন। (২) মহাদেবপুর উপজেলার নিজস্ব মোবাইল এ্যাপস “মহাদেবপুর.নওগাঁ” চালুকরণ। (৩) মাতৃসেবা সেবার জন্য সকল ইউনিয়ন পরিষদে মাতৃসেবা এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ। (৪) ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী দ্বীপশিখা চালুকরণ।
০৯	মোঃ ওয়াশীমুল বারী সহকারী কমিশনার (ভূমি) মহাদেবপুর, নওগাঁ।	অর্পিত সম্পত্তি লীজ নবায়ন সহজীকরণ।
১০	মোঃ আব্দুস সালাম চেয়ারম্যান ০১নং বদলগাছী ইউনিয়ন পরিষদ, বদলগাছী, নওগাঁ।	০১নং বদলগাছী ইউনিয়ন পরিষদ, বদলগাছী সদরের বিভিন্ন রাস্তায় ৮৬টি ষ্টিট লাইট স্থাপন
১১	মোঃ মোখলেছুর রহমান উপজেলা শিক্ষা অফিসার মান্দা, নওগাঁ। উপজেলা শিক্ষা অফিস মান্দা, নওগাঁ।	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের বদলী প্রক্রিয়া সহজীকরণ কার্যক্রমটি অত্র উপজেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ছক-২ যেসকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে তার বিবরণঃ

ক্রঃ নং	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/প্রকল্প এর কার্যক্রম (সংক্ষেপে)
১	২	৩
১২	জনাব মোহা: আব্দুর রফিক উপসচিব প্রাক্তন উপপরিচালক স্থানীয় সরকার, নওগাঁ (বর্তমানে পরিচালক, বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়া)	ছক-১ এ বর্ণিত ক্রমিক ১ হতে ৪।
১৩	ডাঃ মোঃ এনামুল হক, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা (ভাপ্রাপ্ত) নিয়ামতপুর, নওগাঁ	বর্হিঃ বিভাগে আগত রোগীদের মধ্যে পুষ্টি বার্তা, ডায়রিয়া, নিউমোনিয়া, গর্ভবর্তী মহিলাদের প্রবসত্তোর ও প্রসব পূর্ব ও প্রবসত্তোর, নন-কমিউনিকেবল ডিজিজ , এসটিডি ডিজিজ সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান, কাউন্সিলিং, মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা এবং টিকাদান কর্মসূচী।জরায়ু ও স্তন ক্যান্সার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং পরামর্শ প্রদান
১৪	মোঃ আব্দুস সালাম চেয়ারম্যান ০১নং বদলগাছী ইউনিয়ন পরিষদ,নওগাঁ।	রাতের বেলা বিদ্যুৎ এর বিকল্প হিসেবে চলাফেরার জন্য রাস্তায় ষ্টিট লাইট স্থাপন
১৫	মোঃ মোবারক হোসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহাদেবপুর, নওগাঁ।	“গ্রীণ মহাদেবপুর, ক্লীন মহাদেবপুর” ডিজিটাল বিলবোর্ড স্থাপন, উপজেলা সদর ফুটপাত দখলমুক্তকরণ, উপজেলা পরিষদে এবং মহাদেবপুর বাজারে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেনেজ ব্যবস্থা সংস্করণ, তৃণমূল পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সমন্বিত উন্নয়ন উদ্যোগ গ্রহণ, সেবা প্রার্থীদের বিশ্রামাগার নির্মাণ।
১৬	মাহমুদ আকতার উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, নওগাঁ সদর, নওগাঁ ০১৫৫২৪৯৩৭৫৯	প্রশিক্ষণ সেবা সহজীকরণ (এলাকার বেকার যুবগোষ্ঠির সামাজিক অবস্থা চিহ্নিত করে সেই অনুযায়ী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া ।)

১৭	মোঃ ইসমাইল হোসেন, সাব রেজিস্টার, রাণীনগর, নওগাঁ	হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে দলিল ফেরত প্রদান সহজীকরণঃ

চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর উদ্ভাবনী উদ্যোগ/পাইলট প্রকল্পসমূহ

ছক ১ যেসকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে তার বিবরণ :

ক্র: নং	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/প্রকল্প এর কার্যক্রম (সংক্ষেপে)
১	২	৩
১	ক) জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ খ) জনাব আবু হায়াত মোঃ রহমহতুল্লাহ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	ডিজিটাল পদ্ধতিতে খতিয়ান প্রদান
২	ক) জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ খ) জনাব আবু হায়াত মোঃ রহমহতুল্লাহ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	জেলা প্রশাসন আইসিটি ল্যাব
৩	জনাব মাকসুদা বেগম সিদ্দিকা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) চাঁপাইনবাবগঞ্জ	রাজস্ব আদালতের মামলা নিষ্পত্তি সহজীকরণ
৪	ক) জনাব মোঃ মাহমুদুল হাসান জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ খ) জনাব আবু হায়াত মোঃ রহমহতুল্লাহ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি)	ফেসবুক পেজের মাধ্যমে সেবা প্রদান
৫	মৃত: জাহিদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ডিজিটাল হাজিরা
৬	মৃত: জাহিদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ডিজিটাল স্কুল বোর্ড

ছক ২ যেসকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে তার বিবরণ :

ক্র: নং	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/প্রকল্প এর কার্যক্রম (সংক্ষেপে)
১	২	৩
৭	জনাব কল্যাণ চৌধুরী, সহকারী কমিশনার (ভূমি), শিবগঞ্জ চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম
৮	জনাব মো: আব্দুর রাজ্জাক উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	পরিবার পরিকল্পনা মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা বিষয়ক সেবা গ্রহণকারী ও সেবা দানকারীর মধ্যে যোগাযোগ, তথ্য উদ্বুদ্ধকরণ ও সরবরাহ কার্যক্রম আধুনিকীকরণ ও সহজীকরণ
৯	জনাব নাঈমা পারভীন, সিনিয়র সহকারী পরিচালক (বীজ বিপণন) চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ডিজিটাল পদ্ধতিতে কৃষকের নিকট মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহ
১০	জনাব সাহিদা আখতার, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ভিজিডি উপকারভোগী নির্বাচন
১১	জনাব মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বিদ্যুৎ এর ব্যবহার ব্যতীত প্রাকৃতিক ব্যবস্থায় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে পরিপক্ক আম সংরক্ষণ
১২	জনাব সরকার অসীম কুমার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নামজারী প্রক্রিয়া সহজীকরণ
১৩	জনাব সরকার অসীম কুমার, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	অডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে ভূমিসেবা সহজীকরণ
১৪	জনাব আবু ইউসুফ ভুইঞা উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিক্ষকদের সনদপত্র, সার্ভিসবুক ও অন্যান্য কাগজপত্র সংক্রান্ত ভুলত্রুটি এবং পেনশন নিষ্পত্তির কোন নির্ধারিত সময় না থাকায় পেনশন প্রদান কার্যক্রম বিলম্বিত হতো
১৫	জনাব কল্যাণ চৌধুরী সহকারী কমিশনার (ভূমি)	উপজেলা ভূমি অফিস শিবগঞ্জ এর ক্ষুদ্র উন্নয়ন

	শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	
১৬	প্রফেসর ড. মোঃ নজরুল ইসলাম অধ্যক্ষ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নয়ন
১৭	প্রফেসর এ,কে,এম মনজুর রেজা অধ্যক্ষ, নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ চাঁপাইনবাবগঞ্জ	শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নয়ন
১৮	ডা: কাজী সাদরুল বারী, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) নয়ালাভাঙ্গা, শিবগঞ্জ চাঁপাইনবাবগঞ্জ	নিরাপদ প্রসব সেবা
১৯	জনাব মোসা: শামসুন নাহার, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর	উপকারভোগীর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান
২০	ডা: জাহাঙ্গীর আলম,উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গোমস্তাপুর চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বর্হিবিভাগে আগত রোগীর স্বাস্থ্য সেবা
২১	জনাব মোঃ নাদিম উদ্দীন, উপজেলা সমবায় অফিসার গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	সমবায় সমিতি নিবন্ধন

রাজশাহীর উদ্ভাবনী উদ্যোগ/পাইলট প্রকল্পসমূহ

ছক-১ সেসকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে তার বিবরণ

ক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ প্রকল্প এর কার্যক্রম (সংক্ষেপে)
১	২	৩
1.	কর অঞ্চল, রাজশাহী	প্রান্তিক ও বেতনভোগী করদাতাগণের আয়কর
2.	উপজেলা ভূমি অফিস, পবা, রাজশাহী	মিসকেস সেবাপ্রাপ্তি সহজীকরণ
3.	উপজেলা ভূমি অফিস, পবা, রাজশাহী	দালাল ও হয়রানিমুক্ত জনবান্ধব ভূমি সেবা
4.	উপজেলা কৃষি, পবা, রাজশাহী	কৃষি সম্প্রসারণ টুলস (এ্যাপস, ওয়েব সাইট ইত্যাদি) ব্যবহার করে সমন্বিত সম্প্রসারণ সেবা সহজলভ্য করণের মাধ্যমে কৃষকদের ভোগান্তি লাঘবকরণ
5.	জনাব মো: আরাফাত সিদ্দিক, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য, তানোর, রাজশাহী	নদী তীরবর্তী ভূমিহীন বেকারদের উন্মুক্ত জলাশয়ে খাঁচায় মাছচাষ প্রযুক্তি হস্তান্তর ও বাস্তবায়নে সহায়তার মাধ্যমে স্বাবলম্বীকরণ
6.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, চারঘাট, রাজশাহী	পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উদ্দীপনা সৃষ্টি
7.	মোঃ আব্দুল গফুর মিঞা অধ্যক্ষ, বাঘা ফাজিল মাদ্রাসা, বাঘা, রাজশাহী	পিছিয়ে পড়া শিক্ষাথীদের বিশেষ ব্যবস্থায় অতিরিক্ত ক্লাস ও ঝরে পড়ার আগেই সমন্বিত ব্যবস্থায় ঝরে পড়া রোধ করা হয়।

ছক-২ সেসকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে তার বিবরণ

ক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ প্রকল্প এর কার্যক্রম (সংক্ষেপে)
৮.	জনাব আনোয়ার কামাল, সহকারী পরিচালক, শিক্ষা ব্যুরো, রাজশাহী	লিংকেজের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি

৯.	জেলা পরিসংখ্যান অফিস, রাজশাহী	পরিসংখ্যানিক তথ্য উপাত্ত প্রদান
১০.	নিউ গভঃডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী	শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নয়ন
১১.	অধ্যক্ষ, মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা, কাজলা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী	ঝরে পড়া রোধ
১২.	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পবা, রাজশাহী	বর্হিবিভাগে আগত রোগীর স্বাস্থ্য সেবা
১৩.	উপজেলা সমবায়, পবা, রাজশাহী	সমবায় সমিতি নিবন্ধন
১৪.	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, তানোর, রাজশাহী।	মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে উপবৃত্তির টাকা প্রদান
১৫.	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসারের কার্যালয়, তানোর, রাজশাহী	তিতির ও কোয়েল পাখি পালন সম্প্রসারণ
১৬.	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, তানোর, রাজশাহী	বর্হিবিভাগে আগত রোগীর স্বাস্থ্য সেবা
১৭.	সহকারী প্রকৌশলী, বরেন্দ্র প্রকল্প তানোর, রাজশাহী	ই-সার্ভিসের মাধ্যমে ট্রান্সফরমার এর মেরামত এর তথ্য প্রদান করে কৃষকদের জনদূভোর্গ লাঘব করা
১৮.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক, তানোর, রাজশাহী	VGD উপকারভোগী নির্বাচন
১৯.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	সরকারি খাস পুকুর ইজারা প্রদান অনলাইনের মাধ্যমে সম্পাদনের লক্ষ্যে
২০.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	উপজেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগণের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।
২১.	উপজেলা ভূমি অফিস, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	মিসকেস সংক্রান্ত
২২.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মোহনপুর, রাজশাহী	জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রতিরোধে সমন্বিত সবজি খামার ও মৎস্য অভয়ারণ্য তৈরী
২৩.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মোহনপুর, রাজশাহী	ভার্মি কম্পোষ্ট উৎপাদন ও ভার্টিক্যাল লেয়ারে সবজি উৎপাদন
২৪.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, মোহনপুর, রাজশাহী	ঝালপুকুর কমিউনিটি পুকুর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগণের জন্য মৎস্য চাষের ব্যবস্থা
২৫.	উপজেলা ভূমি অফিস, মোহনপুর, রাজশাহী	ভূমিহীনদের কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান
২৬.	ইউ এইচ সি, মোহনপুর, রাজশাহী	বর্হিবিভাগে আগত রোগীর স্বাস্থ্য সেবা
২৭.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, দূর্গাপুর, রাজশাহী	ভি.পি কেস নবায়ন সহজীকরণ
২৮.	উপজেলা ভূমি অফিস, দূর্গাপুর, রাজশাহী।	এক ক্লিকে অর্পিত সম্পত্তি নবায়ন
২৯.	উপজেলা ভূমি অফিস, দূর্গাপুর, রাজশাহী।	Digital Registar-14 (Quick Report, Quick Service) ।ডিজিটাল রেজিস্টার-১৪ (দ্রুত রিপোর্ট, দ্রুত সেবা)।
৩০.	উপজেলা নির্বাহী অফিস, চারঘাট, রাজশাহী	জনসাধারণের রক্তের গ্রুপ চিহ্নিত করে তাদের নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর ওয়েব পোর্টালে প্রদান

৩১.	উপজেলা ভূমি অফিস, চারঘাট, রাজশাহী	চান্দিনা ভিটির লাইসেন্স নবায়ন সহজীকরণ
৩২.	উপজেলা ভূমি অফিস, চারঘাট, রাজশাহী	মিসকেস সংক্রান্ত
৩৩.	একেএম মাসুদুর রহমান উপজেলা প্রকৌশলী, বাঘা, রাজশাহী	উপজেলা পরিষদে গৃহীত এডিপি প্রকল্পের জন গুরুত্ব ও দ্বৈততা যাচাই
৩৪.	ডাঃ মোঃ সিরাজুল ইসলাম উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার, বাঘা, রাজশাহী	জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, প্রসব পূর্ব কালীন, প্রসব এবং প্রসব পরবর্তী সেবা প্রদান
৩৫.	পি.এম ইমরুল কায়েস সহকারী কমিশনার (ভূমি) বাঘা, রাজশাহী	ভূমিহীনদের কৃষি খাস জমি বন্দোবসস্ত প্রদান
৩৬.	তিথি রানী মন্ডল সাব-রেজিস্ট্রার, বাঘা, রাজশাহী	রেজিস্ট্রিকৃত মুল দলিল ফেরত প্রদানে ও তা ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষায় মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার
৩৭.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারে কার্যালয়, পুঠিয়া, রাজশাহী	ঝালপুকুর কমিউনিটি পুকুর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী জনগণের জন্য মৎস্য চাষের ব্যবস্থা
৩৮.	উপজেলা ভূমি অফিস, পুঠিয়া, রাজশাহী	ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রম সহজীকরন
৩৯.	উপজেলা ভূমি অফিস, পুঠিয়া, রাজশাহী	মিসকেস সংক্রান্ত
৪০.	উপজেলা পুঠিয়া, রাজশাহী	কমিউনিটিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো
৪১.	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পুঠিয়া, রাজশাহী	বর্হিবিভাগে আগত রোগীর স্বাস্থ্য সেবা
৪২.	উপজেলা সমবায়, পুঠিয়া, রাজশাহী	সমবায় সমিতি গঠন ও দ্রুত নিবন্ধন
৪৩.	উপজেলা মৎস্য, পুঠিয়া, রাজশাহী	প্রযুক্তি ব্যবহার করে মৎস্যচাষ সেবা চাষীর দোড়গোড়ায়
৪৪.	সাব-রেজিস্টার, পুঠিয়া, রাজশাহী	নিবন্ধন সংক্রান্ত তথ্য প্রাপ্তি সহজীকরণ ও সরলীকরণ
৪৫.	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, বাগমারা, রাজশাহী	হাট-বাজার ও জলমহাল ব্যবস্থাপনা
৪৬.	উপজেলা ভূমি অফিস, বাগমারা, রাজশাহী	মিসকেস সংক্রান্ত
৪৭.	উপজেলা ভূমি অফিস, বাগমারা, রাজশাহী	ভূমিহীনদের কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান
৪৮.	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বাগমারা, রাজশাহী	জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতি, প্রসব পূর্বকালীন, প্রসব এবং প্রসব পরবর্তী সেবা
৪৯.	উপজেলা কৃষি, বাগমারা, রাজশাহী	ভেজাল সারের ব্যবহার রোধ

পাবনার উদ্ভাবনী উদ্যোগ/পাইলট প্রকল্পসমূহ

ছক-১ যেসকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে তার বিবরণ:

ক্র:	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ প্রকল্প এর কার্যক্রম (সংক্ষেপে)
১	২	৩
০১.	মোঃ জয়নাল আবেদিন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা সদর, পাবনা	সার্টিফিকেট মামলা ব্যবস্থাপনা সহজীকরণ ঃ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সার্টিফিকেট মামলা ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি সার্টিফিকেট মামলা ব্যবস্থাপনা সহজীকরণের লক্ষ্যে অনলাইন সিস্টেম (ওয়েবসাইট) নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ওয়েবসাইটে বাদী পক্ষের জন্য (প্রতিটি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান) পৃথক বাটন/মেনু রয়েছে।
০২.	মোঃ জয়নাল আবেদিন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা সদর, পাবনা	ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ন্যূনতম সময়ে অনুদান প্রদান নিশ্চিতকরণ ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যে কোন ধরণের দূর্ঘটনার সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্থ সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি/পরিবারকে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।
০৩.	মোঃ জয়নাল আবেদিন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) (অঃ দাঃ) পাবনা সদর, পাবনা।	অডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে সেবা সহজীকরণ ঃ উপজেলা ভূমি অফিসে আগত সেবা প্রার্থীরা কোথা থেকে কিভাবে ও কত খরচে পাওয়া যাবে তা অডিও রেকর্ডিং এর মাধ্যমে সেবা প্রার্থীগণকে অবহিত করে সেবা প্রাপ্তি সহজ করা হয়েছে।
০৪.	মোঃ জয়নাল আবেদিন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) (অঃ দাঃ) পাবনা সদর, পাবনা।	কেস নিস্পত্তি সহজীকরণ এবং যথাসম্ভব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনহয়রানি দূরীকরণ ঃ ভূমি অফিসের সকল ধরণের কেস যথা- নামজারি কেস, মিস কেস, বন্দোবস্ত কেস ইত্যাদি সহজে নিস্পত্তি করার লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, শুনানীর তারিখ ওয়েব সাইটে প্রকাশ, মোবাইল ফোনে এসএমএস প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
০৫.	মোঃ হাসানুজ্জামন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, পাবনা সদর, পাবনা	উপকারভোগীর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান ঃ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস হতে যে সকল সেবা প্রদান করা হয় তার উপকারভোগীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা হচ্ছে।
০৬.	মোঃ আমিনুল ইসলাম জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর, পাবনা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, পাবনা	ব্যবহারিক ক্লাস ঃ লাগসই ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনা "রেলওয়ে ট্রাফিকিং"

ছক-২ যেসকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে তার বিবরণ:

ক্র:	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ প্রকল্প এর কার্যক্রম (সংক্ষেপে)
১	২	৩
০৭.	মোঃ তোফায়েল হোসেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ফরিদপুর, পাবনা।	প্রকল্পের নাম: উন্নয়ন প্রকল্পের দ্বৈততা পরিহার। কার্যক্রম: এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে উপজেলার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হবে। এটুআই প্রোগ্রামের এসআইএফ এর মাধ্যমে প্রকল্পটি পাইলট ভিত্তিতে এ উপজেলায় বাসত্মবায়িত হচ্ছে।
০৮.	কানিজ ফাতেমা উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিস, ঈশ্বরদী, পাবনা।	শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা অর্জন এবং শ্রেণি রুটিনে তার প্রতিফলনঃ ([illegible]
০৯.	কানিজ ফাতেমা উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিস, ঈশ্বরদী, পাবনা।	শ্রেণিকক্ষে প্রশ্ন বক্স স্হাপন করে পুরুস্কারের মাধ্যমে পাঠ দানঃ ([illegible]
১০.	ডাঃ উর্মি সাহা মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) উপজেলা পরিবার	১) গর্ভবতীদের নিয়মিত সেবাদান কার্যক্রম চলছে ও প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী করার জন্য উদ্বুদ্ধকরন এবং প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের ৭

	পরিকল্পনা কার্যালয়, ঈশ্বরদী।	দিন পূর্বে গর্ভবতীদের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হচ্ছে। গর্ভকালীন যত্ন ও মায়ের পুষ্টি সম্পর্কে গর্ভবতীদের অবহিত করা হচ্ছে।
১১.	মোছা: দিলারা খাতুন উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার ঈশ্বরদী, পাবনা	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/পাইলট প্রকল্প ঃ নিরাপদ প্রসব পরিকল্পনা ও সেবা প্রদান।নিরাপদ প্রসব পরিকল্পনাসমূহ ঃ কেন্দ্রে গর্ভবতীদের মোবাইল নাম্বার টাঙিয়ে রাখা এবং প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের কমপক্ষে ৭ দিন আগে থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী করানোর লক্ষ্যে গর্ভবতীর সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা।
১২.	মো: আমিনুল ইসলাম জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর, এ.কে.এম তারিক রেজা, জুনি: ইনস্ট্রাক্টর, পাবনা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ, পাবনা	লাগসই ব্যবহারিক ক্লাশ পরিচালনা (প্লান্বিং)
১৩.	মোঃ জয়নাল আবেদিন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পাবনা সদর, পাবনা	ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ন্যূনতম সময়ে অনুদান প্রদান নিশ্চিতকরণ ঃ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা যে কোন ধরণের দূর্ঘটনার সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে ক্ষতিগ্রস্থ সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি/ পরিবারকে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।
১৪.	মোঃ হাসানুজ্জামন উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, পাবনা সদর, পাবনা	উপকারভোগীর প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান ঃ উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিস হতে যে সকল সেবা প্রদান করা হয় তার উপকারভোগীদেরকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা হচ্ছে।
১৫.	এ,কে,এম তারেক রেজা জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর, পাবনা টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ	ব্যবহারিক ক্লাস ঃ লাগসই ব্যবহারিক ক্লাস পরিচালনা "প্লাম্বিং"
১৬.	মোঃ গোলাম মোস্তফা অধ্যক্ষ, নন্দনপুর আলহাজ্ব ইব্রাহিমিয়া আলিম মাদ্রাসা, পাবনা সদর, পাবনা	ঝরে পড়া রোধ ঃ অভিভাবক সমাবেশের মাধ্যমে, অভিভাবকদের সাথে ফোনে যোগাযোগ ও জনসচেতনতা তৈরীর মাধ্যমে ঝরে পড়া রোধ করা হয়েছে।
১৭.	মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম সুপার, দারুল উলুম মারকাযিয়া দাখিল মাদ্রাসা পাবনা সদর, পাবনা	ঝরে পড়া রোধ ঃ অভিভাবক সমাবেশের মাধ্যমে, অভিভাবকদের সাথে ফোনে যোগাযোগ, জনসচেতনতা তৈরীর মাধ্যমে ঝরে পড়া রোধ করা হয়েছে।
১৮.	ডা: লুৎফুন নাহার মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, সুজানগর, পাবনা	**নিরাপদ প্রসব সেবা** ইউনিয়নের সকল গর্ভবতী মায়ের শেষ মাসিকেরতারিখ নির্ধারন পূর্বক সম্ভাব্য ডেলিভারী তারিখ নির্ধারন করে একটি রেজিস্টার সংরক্ষন ও গর্ভবতী মায়ের মোবাইল নম্বর লিপিবদ্ধ করা।

বগুড়ার উদ্ভাবনী উদ্যোগ/পাইলট প্রকল্পসমূহ

ছক-১ যেসকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে তার বিবরণ :

ক্র:	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/প্রকল্প এর কার্যক্রম(সংক্ষেপে)
১	২	৩
০১	সাদেকুর রহমান উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, আদমদীঘি, বগুড়া	১। ভূমি সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানের অভাব, ভূমি সম্পর্কিত আইন, সরকারি নির্দেশ, ভূমি অফিসের (ভূমি অফিসসহ সাব-রেজিস্ট্রি ও সেটেলমেন্ট অফিস) সেবা প্রক্রিয়া, সেবা গ্রহণের জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ, ফোন নং ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে মধ্যসত্ত্বভোগী,

		আইনজীবি ও অসাধু কর্মচারীদের নিকট বারবার দ্বারস্থ হতেন সেবাগ্রহীতারা। ফলে সেবাগ্রহীতাদের সময়, আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হতো।
০২	মো: আতিকুর রহমান সহকারী পরিচালক, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, বগুড়া	ভিসা যাচাই মোবাইল অ্যাপ
০৩	মো: জিয়াউর রহমান সহকারী পরিচালক (ইঞ্জি:), বিআরটিএ, বগুড়া	মোটরযানের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রক্রিয়া সহজীকরণ
০৪	সিদ্ধার্থ ভৌমিক সহকারী কমিশনার (ভূমি), সারিয়াকান্দি, বগুড়া	১। হেল্প ডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য ও সেবা প্রদান ২। সেবা প্রার্থীর জন্য ওয়েটিং সেড নির্মাণ। ৩। অফিসে আগন্তক সেবা প্রার্থীদের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা গ্রহণ ৪। অভিযোগ বাক্স স্থাপন এবং প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি সহিত অবহিতকরণ।
০৫	মো: নাইম হোসেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, সারিয়াকান্দি, বগুড়া	আর, এস, এস প্রকল্পের আওতায় সভাপতি, দলনেতা ও দলনেত্রীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
০৬	মো: সালাহ উদ্দিন সিদ্দিক উপজেলা সমবায় অফিসার, সারিয়াকান্দি, বগুড়া	গবাদি প্রাণীর ভ্যাকসিনেশন
০৭	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	উপজেলার ইউনিয়ন ভূমি অফিস সমূহে কম্পিউটার সেট প্রদান
০৮	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	১১৬ জন গ্রাম পুলিশকে সাইকেল ও মোবাইল সেটসহ কর্পোরেট সিম প্রদান
০৯	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর চত্বরে প্রদর্শনী মূলক নেপিয়ার ঘাস চাষ এবং কিশোর কিশোরীদের মেধা বিকাম ও প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষে উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে ৫০ জন স্কুল ছাত্র/ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক ০২টি করে সোনালী মুরগী প্রদান
১০	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে মিডডে মিল চালু করার লক্ষ্যে টিফিন বাক্স প্রদান
১১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শাজাহানপুর, বগুড়া।	গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবায় ‘‘সেবা বাহন” (কমিউনিটি ক্লিনিক এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগী পরিবহনের জন্য এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস)
১২	মিস কেস নিষ্পত্তি সহজীকরণ	উপজেলা ভুমি অফিস, বগুড়া, সদর

ছক-২ যেসকল উদ্ভাবনী উদ্যোগ এর কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে তার বিবরণ :

ক্র:	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনী উদ্যোগ/প্রকল্প এর কার্যক্রম(সংক্ষেপে)
১	২	৩
১৩	সাবিহা সুলতানা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সারিয়াকান্দি, বগুড়া	১। উপজেলা পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম চলমান রয়েছে
১৪	সিদ্ধার্থ ভৌমিক সহকারী কমিশনার (ভূমি) সারিয়াকান্দি, বগুড়া	১। গণশুনানীর ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ চলমান। ২। অফিসের সৌন্দর্য ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা চলমান ৩। জনগণের সাথে সম্পর্কিত সকল সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে নোটিশ স্থাপন
১৫	মো: নাইম হোসেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার সারিয়াকান্দি, বগুড়া	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় এম, আই, এস প্রকল্পের সকল ভাতাভোগীর ডাটা বেইজ প্রস্তুতকরণ।
১৬	মো: সালাহ উদ্দিন সিদ্দিক উপজেলা সমবায় অফিসার, সারিয়াকান্দি, বগুড়া	গবাদি প্রাণীর ভ্যাকসিনেশন
১৭	সহকারী পরিচালক, শিক্ষা ব্যুরো, বগুড়া।	লিংকেজের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি
১৮	মো: নজরুল ইসলাম, উপজেলা শিক্ষা অফিসার , নন্দীগ্রাম, বগুড়া।	ক্ষুদে সংবাদ কর্মী তৈরী
১৯	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, গাবতলি, বগুড়া।	বিদ্যালয়ের ক্লাস রুটিনে ব্যবহারিক ক্লাস অন্তর্ভুক্ত করণ ও বিশেষ ব্যবস্থায় নিয়মিত ব্যবহারিক ক্লাস গ্রহনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী

		করে তোলা”
২০	মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) সীমাবারী উপজেলা শেরপুর, বগুড়া	নিরাপদ প্রসব সেবা
২১	উপজেলা শেরপুর, বগুড়া	বিদ্যালয় ভিত্তিক ছাত্রীদের ডাটাবেস প্রস্তুত করণ
২২	উপজেলা শেরপুর, বগুড়া	বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ প্রসঙ্গঃকিশোরি সুরক্ষা সেবা
২৩	উপজেলা সমবায় অফিসার, শেরপুর, বগুড়া	সমবায় সমিতি গঠন ও দ্রুত নিবন্ধন
২৪	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	উপজেলার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে দোলনা, স্লিপার ও সিস(ঢেঁকি) স্থাপন
২৫	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	ভার্মি কম্পোস্ট সার ব্যবহার
২৬	উপজেলা ভুমি অফিস, শিবগঞ্জ, বগুড়া।	ভূমিহীনদের কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান
২৭	উপজেলা কৃষি অফিস, সোনাতলা, বগুড়া	কৃষি সেবা প্রাপ্তি সহজীকরণ আইডিয়া পাইলোটিং এলাকাঃ সোনাতলা উপজেলা বালুয়া ইউনিয়নের মহিষাবাড়ী ব্লক।
২৮	উপজেলা ভুমি অফিস, বগুড়া সদর, বগুড়া	ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম
২৯	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, বগুড়া, সদর	পরিসংখ্যানিক তথ্য উপাত্ত প্রদান
৩০	উপজেলা ভুমি অফিস, বগুড়া সদর, বগুড়া	‘‘নামজারী প্রক্রিয়া সহজীকরণ ”
৩১	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, বগুড়া সদর, বগুড়া	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সহজীকরণ
৩২	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, কাহালু, বগুড়া।	বাজারে ফসল ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র গড়ে তোলা
৩৩	উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, কাহালু, বগুড়া	স্টুডেন্ট ক্যাবিনেটের (মাধ্যমিক পর্যায়) মাধ্যমে বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ
৩৪	মোছা: সাবিহা আফরুজ উপজেলা সমবায় অফিসার/গাবতলী, নন্দীগ্রাম	“স্থানীয় সরকারের সহায়তায় দুঃস্থ মহিলাদের স্থানীয়ভাবে আই,জি,এ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান।”